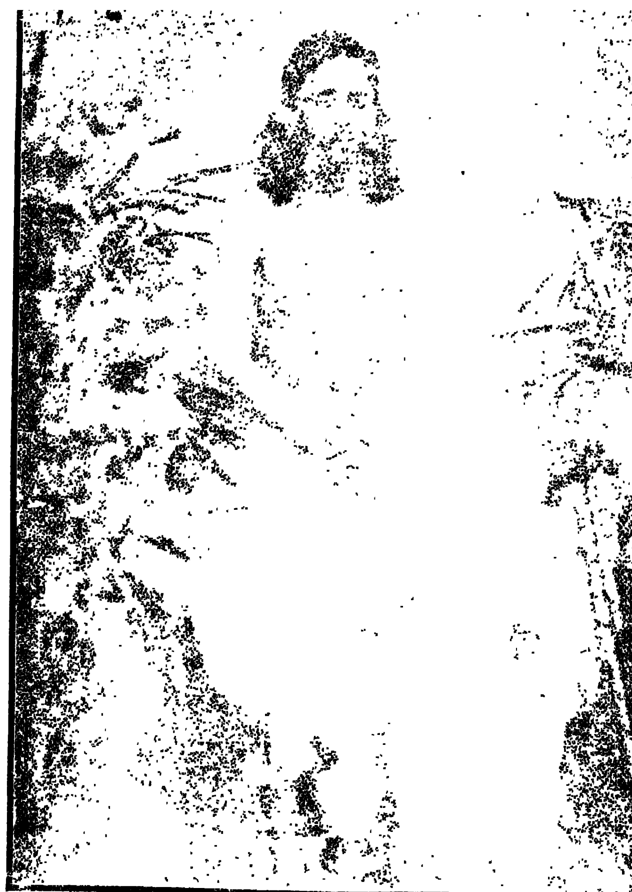


"গুরুপ্রসাদ"

চিরকুমার, মহাত্মা

শ্রীমৎ পাগলব্রহ্মচারী বাবার কয়েকটি অভ্রান্ত উপদেশ।

প্রকাশক—

শ্রীযতীন্দ্রমোহন শেঠ।

দুধের বাঁধ "হরিভজন কুটীর,"
পোঃ ঘাটাল, জেঃ মেদিনীপুর।

বৈশাখী সংক্রান্তি
১৩৩৩

মূল্য ।৶০

মুদ্রাকর—শ্রীরাজকুমার রায়
"পশুপতি প্রেস"
৩০ নং হরীতকী বাগান, কলিকাতা।

উৎসর্গ পত্র।

ভাই সব! বহুকালের পতিত এই জমিটুকু বহু খেটে, কাঁটা কাঁকর উলু বেনা তেড়ে হাসিল ক'রে ঠাকুর আবাদ ক'রেছিল, তাঁরই আগলের গুণে বহু আপদ বালাই এড়িয়ে সেই আবাদী বীজ হ'তে গাছ হ'য়েছে, কয়েকটি ফুলও হ'য়েছে, পাছে ফল হয়, তাই ফুল ক'টি ছিঁড়ে তাঁর পায়ে দিচ্ছি! তাঁরই মরাইয়ের ধান নিয়ে ভেনে কুটে নৈবেদ্য ক'রেছি, ভক্তি গঙ্গা-জল, জ্ঞান চন্দন ও দুটোই আমার নেই, তবে সময় সময় দু এক ফোঁটা চোখের জল পড়ে! তাই মিশিয়ে দিচ্ছি! তাঁরই মুখে শুনেছি ভ্রূর মাঝে গুরু আছেন, আর গুরু ব্রহ্ম, গুরু বিষ্ণু এও তাঁরই উপদেশ, তবে ভাই! গঙ্গা ত বিষ্ণুর পা ঘেমেই বেরিয়েছিল, তা হ'লে আমার চোখের জলই গঙ্গাজল! ধর ঠাকুর, গন্ধ নাই ব'লে ঘৃণা ক'র না! এ গাছ তোমারই লাগান, "মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো, মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ। মমাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

আয় ভাই সব! পূজা শেষ হ'য়েছে, এইবার প্রসাদ নিবি আয়! কাড়াকাড়ি ক'রে খেতে হয়! দেরি করিস না! প্রাপ্তিমাত্রেণ ভোক্তব্যং, আয় ভাই! তোরা যে আমার ভোগের ঐশ্বর্য্য, ত্যাগের অভ্যাস, যোগের কৌশল, তাই বড় আদরের গুরুপ্রসাদ তোদের দিচ্ছি! বিলিয়ে খাবি, নইলে শান্তি পাবিনা, কেউ না চাইলেও দিবি, এ যে গুরুপ্রসাদ!

"তোদের সুখে সুখী"

উপহার

....

....

....

....

বিজ্ঞাপন।

আমাদের দুধের বাঁধ "হরি ভজন কুটীর" হইতে আরও দুই খানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। সত্বর "আরাধনা" নাম্নী পুস্তিকা ভ্রাতা ভগিনীদের করকমলের শোভাবর্দ্ধন করিবে, আর্য্য ঋষিগণ যে সামগানের দ্বারায় আপন আপন আরাধ্যের আরাধনা করিতেন, আমাদের "আরাধনা" সেই সঙ্গীত-উপাদানে গঠিত, প্রত্যেক গানটি আপনাকে ধীরে ধীরে আপনার প্রার্থিত প্রদেশে নিয়ে যাবে। সঙ্গীতাচার্য্য যতীন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী (বর্ত্তমানে যিনি পাগল গুরুদাস নামে খ্যাত), তাঁর যত্নে সঙ্গীতগুলি সুর-লয়ে গঠিত, রাগিনী, তাল বিচার সহিত ব্যবস্থা আছে।

আর একটি পুস্তক কিছুদিন পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে নাম "সাধন-সোপান" গীতি-পুস্তক, মহাত্মা পাগল বাবার ১১৪ খানি গান, এবং পাগল গুরুদাসের ৪০ খানি গান তাহাতে আছে। গানগুলি সব মর্ম্মস্পর্শী, সাধন-সোপান প্রকৃতই সাধনার সোপান, স্পর্দ্ধা ক'রে বল্‌তে পারি অধ্যাত্ম রাজ্যে এরূপ পুস্তক অতি বিরল, বহু তপস্যালব্ধ ধন, শাস্ত্র প'ড়ে গান রচনা করা নয়। আত্মজ্ঞানী প্রত্যক্ষদর্শী মহাত্মার অভ্রান্ত উপদেশ। পুস্তক বিনিময়ে যে অর্থ গ্রহণ করা হয়, মাত্র অকৃতদার, ব্রহ্মচারী এবং আশ্রমাগত সাধু সেবার ব্যয়ের জন্য। ইতি—

প্রাপ্তিস্থান—

দুধের বাঁধ "হরিভজন কুটীর"

পোঃ ঘাটাল, জেলা মেদিনীপুর।

সূচীপত্র।

গুরুপ্রসাদ।

আবেদন পত্র।

ঠাকুর! তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আজ লেখনী ধারণ ক'রেছি, জানি না পরিণাম কি? তোমার ইচ্ছা, অপ্রকট ভাবে দিনকতকের জন্য ভবের ভাব দেখে চ'লে যাবে! কিন্তু ঠাকুর! ফুল ফুট্‌লে ভ্রমরকে নিমন্ত্রণ ক'রতে হয় না, চাঁদ উঠ্‌লে কুমুদিনীকে বিজ্ঞাপন ক'রতে হয় না! আলোর স্বভাবই প্রকাশ, তবে ফানস পরিয়ে দিলে আরও একটু উজ্জ্বল হয়, কিন্তু আলো না থাক্‌লে ফানসের কোন শক্তি নাই! চস্‌মার বাহাদুরী চক্ষুষ্মানের কাছে, অন্ধের কাছে নয়! তোমার আদেশ ছিল "আমার কোনও ঘটনা তুমি প্রকাশ ক'র না" কিন্তু ঠাকুর? চন্দ্র আত্মগোপন ক'রে থাক্‌বে, খদ্যোত সেই আসন অধিকার ক'রবে, সেও আমি সহ্য ক'রতে নারাজ, তার জন্য যদি আমায় মহানরকে গমন ক'রতে হয়, ক্ষতি নাই! কিন্তু যেন স্মৃতিভ্রষ্ট না হই! যেন স্মরণ থাকে—"আমি তোমার, তুমি বিশ্বের"। আমি

তোমাকে অনন্ত অব্যক্ত অসীম ধ্যানাতীত প্রভৃতি উপাধি দেবো না! কারণ বোঝা বড় ক'রে বাঁধলে, নিজে মাথায় তুলতে পারব না। তুমি আমার ঘরের ঠাকুর! ঠাকুর! তোমারই মুখে শুনেছি "চন্দ্র ছাপে না তারক উজোর, সূর্য্য ছাপে না বাদর ছাই। রণ পড়ে কাঁহা রাজপুত ছাপে, দানী ছাপে কাঁহা মাগন যাই"॥

অর্থাৎ প্রার্থী এলে দাতা কখনও আত্মগোপন করে না, তবে দাতা! গোপনে কেন? জগৎ যে প্রার্থী! উপযুক্ত দাতা খুঁজে পাচ্ছে না, তারা যে অসম্পূর্ণ! তারা যে অভাবী!—উপযুক্ত দাতা খুঁজে পাচ্ছে না! কি যেন হারিয়েছে, কি যেন একটা অভাব, তাদের রক্তবহা ধমনীর মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছে! স্বভাবী! এসো, তাদের হারানো রত্ন খুঁজে দাও! তোমায় ত গোপনে থাকতে দিব না! এস সখা! এস স্বামী! এস পিতা! এস পরমার্থ-দাতা! অলক্ষ্য হ'তে লক্ষ্যে এস! পথভ্রষ্ট পথিকের পথ-নির্ণায়ক ধ্রুবতারা! অকূপার মেঘে আচ্ছন্ন থেকো না! প্রকাশ হ'য়ে ব'লে যাও "এই পথ!" তোমারই শ্রীমুখবিনিঃ-সৃত কয়েকটি অভ্রান্ত উপদেশ, এই পুস্তকে প্রকাশ ক'রব! তুমি সত্য বারিধি! অসীমাধার! আমার আধার অতি ক্ষুদ্র! যতটুকু সংগ্রহ ক'রেছি, তাই অভাবীদিকে দিব! এমন সুস্বাদু সুপথ্য বিলিয়ে না খেলে আনন্দ পাব না। আমি এতদিন অলসেই ছিলাম, আমার জীবনের আনন্দ গুরু-

ভ্রাতাগণ, আমার নিদ্রিত-বৃত্তিকে জাগিয়েছে। আয় ভাই সব! যদি জাগালি, তবে শক্তি সাহস দে! আমি যে ভাই দুর্ব্বল! দে ভাই। কর্ম্মের শেষে তোদের শক্তি তোদের ফিরিয়ে দিব, সুদের দরুণ আমার নিজের কর্ম্মশক্তি পর্য্যন্ত তোদের দিয়ে আমি চিরতরে নিশ্চিন্ত হব! আয় ভাই! ভাই ভাই মিলে একটা আনন্দের হাট বসাই! জয় ঠাকুর!

পরিচয় পত্র।

বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত তালডাঙ্গরা থানার অধীন মণিপুর গ্রামে আমার গুরুমঠ "নিত্যানন্দ আশ্রম" নামে খ্যাত; আজ প্রায় ত্রিশ বৎসর হ'ল গ্রামের প্রান্ত সীমায় আশ্রম স্থাপিত হয়। আশ্রম চত্বরের উত্তরাংশে "আদিনাথ" নামক লিঙ্গমূর্ত্তি স্থাপিত, মধ্যস্থলে ঠাকুর পূর্ব্ব হ'তে আপন সমাধিমঞ্চ প্রস্তুত ক'রে রেখেছেন, পশ্চিমাংশে পূর্ব্বমুখে দুকুঠ্‌রী খোড়ো ঘর ঠাকুরের থাক্‌বার জন্য, এক কুঠ্‌রীতে ঠাকুর থাকেন, পাশের কুঠ্‌রীতে সমাগত ভক্তবৃন্দ ব'সে ঠাকুরের সঙ্গে কথাবার্ত্তা আলাপাদি করেন। আজ প্রায় তিন চার বৎসর,ঠাকুর দিবসে ঘরের বাহিরে আসেন না, সর্ব্বদা ঘরে কপাট বন্ধ থাকে, ঐ পাশের কুঠ্‌রীতে হাতখানেক লম্বাচওড়া গরাদে-শূন্য একটী জানালা আছে, সেখান থেকে ঠাকুরের দর্শন হয়। দক্ষিণদিকে একটি খোড়ো ঘর আছে, ঠাকুরের ভোগরাগ তৈয়ারীর জন্য। এবং ৩।৪ মূর্ত্তি অকৃতদার ব্রহ্মচারী প্রায়ই থাকেন, ঐ ঘরেই তাঁদের আড্ডা! ব্রহ্মচারী অনেক আছেন, তার মধ্যে অক্ষয়ানন্দ, নির্ম্মলানন্দ.জগদানন্দ, বিভূত্যানন্দ, এ'রা নিত্য পারিষদের ন্যায়; দক্ষিণ পশ্চিম কোণে একটি ই'দারা, ই'দারার পার্শ্বেই প্রবেশ পথ.ঠাকুরের কুটীরের পেছনে,একটি ছোট

পুষ্করিণী, ঠাকুর নূতন তৈরী ক'রেছেন। আশ্রম হ'তে অল্প দূরেই একটি পুষ্করিণী, নাম "খোড়ে", খোড়ে খুব বড় না হ'লেও নিতান্ত ছোট নয়, জল খুব ভাল না হ'লেও অব্যবহার্য্য নয়, সৌন্দর্য্যে আমাদের বঙ্কিম বাবুর "বারুণী পুষ্করিণী"র মত, ঘাসের ফ্রেমে আঁটা আয়নার মত না হ'লেও, উষ্ক, খুস্ক, মাথা নেড়া থান পরা বিধবা বাম্নীর মত বটে! তার জল খড়ি গোলার মত, তাই নাম খোড়ে, পাড়ের নীচেই জঙ্গল, উত্তরাংশেই কয়েকটি আমগাছ; খুব বাতাস, সেইজন্য গাছগুলি সর্ব্বদা চঞ্চল, দেখ্‌লে মনে হয় যেন কতকগুলি ভট্‌চাজ পণ্ডিত ব'সে শাস্ত্র বিচার ক'র্‌ছে। মোটের মাথায় স্থানটী সুন্দর, (উদাসীর চ'ক্ষে) ঈশ্বর-ভাবোদ্দীপক বটে! পশ্চিম পাড়ে একটি প্রাচীন বটগাছ, ঠাকুর সেইখানে ব'সে সাধন ক'রতেন, আজও সেখানে সন্ধ্যার পর ঠাকুর যান, সেখানে গেলে ঠাকুরের একটু ভাবান্তর উপস্থিত হয়। ঠাকুর বলেন, এই গাছতলায় সজ্ঞানে অজ্ঞানে, বহু রাত কেটেছে! জগৎ ঘুমাচ্ছে, আমি এখানে জেগে ব'সে আছি। কখনো অচৈতন্য, পেঁচার ডাকে মনে প'ড়্‌ত, আমি খোড়ের ধারে আছি। ঠাকুরের কথার হাবভাবে বোঝা যায়, ঠাকুর সেখানে হারান জিনিষ খুঁজে পেয়েছেন, আমাদের মত মরুভূমি হৃদয়ও সেখানে গেলে একটু সপ্‌সপে জব্‌জবে হয়।

উৎসব পত্র।

বৈশাখের ১লা হ'তে সংক্রান্তি পর্য্যন্ত সমাগত ব্যক্তি-দিগে ফল জল দেওয়া হয়, এবং সংক্রান্তি থেকে উৎসব আরম্ভ হয়। দিবারাত্রব্যাপী অবিরাম হরি-সংকীর্ত্তন, এবং অবিচারে অন্নদান, কোনও বৎসর তিনদিন, কোনও বৎসর পাঁচদিন অবস্থানুরূপ ব্যবস্থা হয়. ঐ সময় প্রায় ৪।৫ শত ছাত্র সম্মিলিত হয়. তারপর সন্ন্যাসী, যোগী, ব্রহ্মচারী বাউল, ফকির ভৈরব, ভৈরবী, নেড়া, নেড়া, অনেক আসে। ঠাকুরের নিকট সকলের সমান অধিকার। এক সময়ে চল্লিশ পঞ্চাশ দল কীর্ত্তন; খোল, মাদল, ঢোল, দগড়, করতাল কেঁদো সংযোগে ভক্তগণের উদ্দাম নৃত্য। তার পর দীয়তাং ভুজ্যতাং, নাও নাও, খাও খাও শব্দ. মধ্যে মধ্যে সুকণ্ঠ গায়ক, সুমৃদঙ্গীসহযোগে সমবেত ব্রহ্মচারীগণ কর্ত্তৃক ঊর্দ্ধনেত্রে হরিনাম কীর্ত্তন! দেখলে জগৎ ভুল হ'য়ে যায়! তার উপর ঠাকুরের হাঁসিভরা মুখ, সুধাভরা কথা, শুনলে মনে হয় সত্য-যুগের সূচনা হ'চ্ছে! "পূর্ণব্রহ্ম রাম" সীতা উদ্ধার ক'রে ফিরবার সময়, ভরদ্বাজ ঋষি যেরূপ অতিথি-সৎকার ক'রে-ছিল, যোগ বলে অসংখ্য বানর ও রাক্ষসের মনোমত খাদ্য বাসস্থানাদি দিয়েছিল, ঠাকুরের ইচ্ছায় মণিপুরেও সেইরূপ গাড়ী গাড়ী ভারে ভারে দ্রব্য সব অবিরাম আসছে।

আজ প্রায় ৪।৫ বৎসর পূর্ব্বে উৎসবকালীন এক বিভ্রাট উপস্থিত হয়, গ্রামস্থ এক ব্রাহ্মণের জমিতে কুমড়া কাঁকুড়, চেলো প্রভৃতি তরকারি ছিল, উৎসবকালীন ঐ ব্রাহ্মণই সব আনাজ সরবারহ ক'রবেন, এই ব্যবস্থা থাকে, অবশ্য আমরা ক্রয় ক'রে নেবো, কিন্তু উৎসবের পূর্ব্বদিন ঐ ব্রাহ্মণের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হ'য়ে যায়, সেইজন্য তিনি তাঁর নিজের চাষের জিনিষ আর বিক্রয় ক'রবেন না আমাদের নিকট প্রকাশ ক'রলেন্। আমরা কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হ'য়ে প'ড়্লাম, ঠাকুরও একটু চিন্তিত হ'লেন, স্থির সমুদ্রে চিন্তা-তরঙ্গ উঠ্‌ল, এমন সময় আশ্রম বাহিরে গাড়ীর শব্দ পাওয়া গেল, ঠাকুর ব'ল্লেন দেখ ত কে এল। গিয়ে দেখা গেল. সে সব গাড়ী মাত্র কুমড়া চেলো, কাঁকুড়ে বোঝাই। জয় ঠাকুর! আনন্দের আর সীমা নাই, সু-শৃঙ্খলে কার্য্য নির্ব্বাহ হ'ল; পরে জানা গেল, একজন কোনও বিপদে প'ড়ে ঠাকুরকে জানিয়ে ছিল, যদি এই বিপদ হ'তে উদ্ধার পাই তাহ'লে আপনার উৎসবের খরচের জন্য যাবতীয় তরকারী আমি দেবো, ঠাকুরের ইচ্ছায় বিপদে উদ্ধার পেয়েছে, তাই খানিকটা জমীতে ঠাকুরের জন্য ঐ সব তরকারী চাষ ক'রেছিল, উৎসব সমাগত জেনে পাঠিয়েছে।

ঠাকুরের সংযম।

আর এক বৎসর উৎসবকালীন এক উন্মত্ত ব্রাহ্মণ সংকীর্ত্তন মধ্যে প্রবেশ ক'রে উদ্দাম নৃত্য আরম্ভ ক'রলেন, ঠাকুর সে সময় ঘর হ'তে বেরিয়ে দুয়ারে আসন ক'রে ব'সেছেন। (এটি রাত্রিকালের ঘটনা) হঠাৎ ঐ ব্রাহ্মণ নাচ্‌তে নাচ্‌তে ঠাকুরের দিকে এল, ঠাকুর হাস্যমুখে ব'সে ব্রাহ্মণের গতিবিধি দেখ্‌ছেন, ব্রাহ্মণ নাচ্‌তে নাচ্‌তে ঠাকুরের মাথায়, খুব জোরে ২।৩ চাপড় মেরে দিলে, আরও মার্‌বে উদ্দেশ্য, ঠাকুর তার হাত ধ'রে ফেল্লেন, সেই মুহূর্ত্তে প্রায় পঞ্চাশ জন যুবক, উন্মত্তের ন্যায় ঐ ব্রাহ্মণকে মার্‌তে দৌড়াল, কিন্তু কৃপাসিন্ধু ঠাকুর ঐ ব্রাহ্মণকে নিজের বুকের মধ্যে চেপে ধ'র্‌লেন, কেউ যেন তাকে মারতে না পারে। সকলে ঠাকুরের ইচ্ছা বুঝে নিরস্ত হ'ল। ঠাকুর ব্রাহ্মণকে সঙ্গে নিয়ে আশ্রমের বাহিরে গেলেন এবং ঐ ব্রাহ্মণকে মিষ্টবাক্যে সান্ত্বনা ক'র্‌লেন, ব্রাহ্মণের অসাক্ষাতে আমাদিগে ব'ল্লেন, ঐ ব্রাহ্মণ বড় ভক্ত, আমাকে বড় ভালবাসে, আমার সংযম পরীক্ষার জন্য এই ঘটনা ক'রেছে। একটু পরেই দেখলুম, ঐ ব্রাহ্মণ ঠাকুরের পা ধ'রে কাঁদ্‌তে লাগলেন, সে রোদনে পাষাণও গ'লে যায়, যারা

মার্তে গেছল, তার কান্না দেখে তারাও কেঁদে ফেল্লে, আমি অবাক্। এক ইন্দ্রজাল, ধন্য ঠাকুর এঁর নাম সংযম। জানি না ঠাকুর তুমি কে ?

সত্যের নিকট মিথ্যার দাসত্ব।

গত বৎসর উৎসবকালীন আমি আমার আশ্রম হ'তে বেরিয়ে চন্দ্রকোণা রোডে পৌঁছালাম। পূজনীয় সাধক অধরচাঁদ গোস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ হ'ল, তিনি আমায় আদর ক'রে খানিকটা দৈ খাইয়ে দিলেন, তাঁর ইচ্ছা তাঁর সঙ্গে আমায় মেদিনীপুর নিয়ে যান, কিন্তু আমি ঠাকুর দর্শনে যাচ্ছি, দেহান্ত হ'লেও আমার প্রেতাত্মা মণিপুর যাবে, কাজেই গোঁসাইজীর আদেশ পালন হ'ল না, একটু পরেই পশ্চিমের গাড়ী এলো, গাড়ী থেকে কয়েকটি গুরুভ্রাতা আমায় ডাক্‌ছে দেখ্‌তে পেলাম, গাড়ী থাম্‌তেই তারা আমায় ধ'রে নিয়ে তাদের গাড়ীতে গেল, কথাবার্ত্তায় আমরা বাঁকুড়া পৌঁছালাম, সেই মূহুর্ত্তেই রওনা হ'য়ে পরদিন বেলা প্রায় ৮টার সময় মণিপুর পৌঁছালাম। ঠাকুর খুব খুসী, স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে ব'ল্লেন, যাও সব স্নান ক'রে এসো, নাম আরম্ভ হবে। ছোট সত্যানন্দ এসে পৌঁছাল, এক সঙ্গে স্নান ক'রে এলাম। নাম আরম্ভের ভার আমার উপরেই ছিল, নাম আরম্ভ হ'য়ে গেল। হঠাৎ কোথা হ'তে এক উন্মত্তা ভৈরবী এসে সংকীর্ত্তন মধ্যে প্রবেশ ক'ল্লে, চুল এলো থেলো, গায়ে

কাপড় নাই শূন্য দৃষ্টি, সকলেই অবাক্ ; কিন্তু আমি যে সময় বীরভূম বেড়াইতে যাই, তখন ঐ ভৈরবীকে দেখেছিলাম, পরিচয়ও হ'য়েছিল, ভৈরবী জানে না আমি ওখানকার লোক, কিছুক্ষণ পরেই মহাপ্রভুর ভোগের ব্যবস্থা হ'ল, নিবেদন হবার পূর্ব্বে ঐ ভৈরবী জোর ক'রে খানিকটা ভোগ নিয়ে ঠাকুরের ঘরে ঢুকল.ঠাকুরকে ধ'র্‌লে তোমায় খেতে হবে, আমি খাইয়ে দেবো। সাধারণ লোকের সমক্ষে, বিশেষতঃ ভোগ নিবেদনের পূর্ব্বে এক অপরিচিতা রমণীর হাতে কিরূপে খাবেন,তা'হলে সমাজে ব্যভিচার করা হয়। এদিকে সাধারণ লোকের মধ্যে একটা জল্পনা কল্পনা চ'ল্‌ছে যে মহাসিদ্ধা ভৈরবী, ঠাকুরকে পরীক্ষা ক'র্‌তে এসেছে, এখন ঠাকুরকে না দেখে সকলে ভৈরবীর দিকেই চেয়ে আছে। যদিও আমার দেখ্‌তে অসহ্য হ'চ্ছে,কিন্তু কি করি.ভৈরবীর অভিনয়ে সকলে মুগ্ধ ; ভৈরবী ঠাকুরের ঘরের মধ্যে গিয়ে আসন ক'রে ব'সেছে, কোন কথার উত্তর দেয় না, একদৃষ্টে ঠাকুরের দিকে চেয়ে আছে। শুন্‌তে পেলাম ঠাকুর ব'ল্‌ছেন, এ ত কাঠ খড় নয় মা! যে পুড়িয়ে দিবি। কেন একটা অভিনয় ক'রে শান্তি নষ্ট ক'রছিস্। ভৈরবী নিরুত্তর, ঠাকুর আমায় ডাক্‌লেন, আমি গেলাম। ঠাকুর জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন ব্যাপার কি ? আমি ব'ল্লাম অভিনয় ; ঠাকুর ব'ল্লেন 'তা বুঝেছি, এখন উপায় কি ?তুমি না হয় বাপু ওর হাতে দুটি খেয়ে ওকে ঘর থেকে

বের ক'রে নিয়ে যাও, তুমি খেতে পারবে ত?' আমি ব'ল্লাম আপনার শান্তির জন্য আমি নরকেও যেতে পারি। আমি ভৈরবীর কাছে গেলাম, ভৈরবী চোখ বুজিয়ে ধ্যান-মগ্নার মত ব'সে আছে ; আমি ব'ল্লাম একবার চোখে চেয়ে দেখ,ভৈরবী কথা শুন্‌লে না,আমি একপ্রকার জোর ক'রেই তাকে চাওয়ালাম্ এবং ব'ল্লাম,আমি ঠাকুরের ছাত্র,উনি আমি ভিন্ন নয়,আমায় খাইয়ে দাও,তাহ'লেই ওঁকে খাওয়ান হবে। ভৈরবী আমার মুখ দেখে একটু দোমে গেল। ঠাকুরের ইচ্ছায় আমার কথামত কাজ ক'র্‌লে। বহু কষ্টে ভৈরবীকে ঘরের বাহিরে নিয়ে এলাম, গোপনে অনেক বুঝালাম, কেন এমন অশান্তি ক'র্‌ছ ? তখন ভৈরবী ব'ল্লে উনি আমায় শান্তি দেন না কেন ? আমায় শান্তি না দিলে আমি ছাড়্‌ব না। সে দিন গেল, আবার ধুলাটের দিন ভৈরবী ধ'র্‌লে, ঠাকুর তোমায় ধুলাট ক'র্ত্তে হবে,এই ব'লে ঠাকুরের ঘর ঢুকে কান্না আরম্ভ ক'র্‌লে। ভীষণ কান্না কিছুতেই থামে না,কি ক'র্‌বেন,ঠাকুর ভৈরবীর সঙ্গে ভীষণ সংকীর্ত্তন-স্রোতে ঝাঁপ দিলেন। ভৈরবী যত ধূলামাটী নিয়ে ঠাকুরের মাথায় দিতে লাগল, ঠাকুর উর্দ্ধ-নেত্র, কোনও দিকে লক্ষ্য নাই, লোক সবে মাটীতে প'ড়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে, একে ঠাকুর গেছেন, তার উপর ভৈরবী আছে। মানুষের উপর মানুষ প'ড়তে লাগ্‌ল,মারা যাবার উপক্রম। ঠাকুর ঘটনা দেখে নিজেরঘরে ফিরে এলেন, উৎসব সমাধা হ'ল। পরে দেখলাম ভৈরবী আর সেরূপ

নাই; সে স্থির হ'য়ে [illegible] আশ্রমের কাজ-কর্ম্ম ক'রছে, যেতে ব'ল্লে [illegible] যাব না, কাঁদে। আমরা উৎসবান্তে চ'লে এলাম, ভৈরবী রইল। কিছুদিন পর দেখি, ভৈরবী আমার কুটীরে এসেছে, আমাদের নিত্যানন্দ আশ্রমের নিদর্শন লোহার বালা হাতে আছে, আর একটি ঠাকুরের "ফটো" বুঝলাম ঠাকুর তাকে দয়া ক'রেছেন। একমাস প্রায় এখানেছিল, পরে আমি মৌনব্রতী আছি ব'লে চ'লে গেল, আমিমনে মনে ব'ল্লেম "ঠাকুর! সত্যের প্রভাবে মিথ্যার মাথা আপনি নুয়ে পড়ে!"

স্বভাব।

ভক্ত সঙ্গে ঠাকুর।

ঠাকুর। বাপ্ সব! চরিত্র গঠন কর, স্বভাবী হও, তাঁর একটি নাম "স্বভাব" স্বভাবী না হ'লে তাঁকে পাওয়া যায় না! মাত্র আসন মুদ্রা মন্ত্র যন্ত্র শিখলে কিছু হবে না, যদি স্বভাবে গলদ্ থাকে। মনে কর আমি সাধু, তোমার বাড়ী অতিথি হ'লেম, বহু শাস্ত্র আলোচনা ক'রলেম, ষট্‌চক্র ভেদের প্রণালী বুঝালাম, আর ভোরে উঠে তোমার কম্বলটী বগলে ক'রে স'রে প'ড়লাম, কেমন সাধু বুঝ দেখি? বিকারেই লোক ভুল বকে, বিকার কাট্‌লে যা ছিল তাই, অষ্টাঙ্গ যোগ ঐ বিকারের ঔষধ! বিকার কাটার নামই স্বভাব, কোটী জন্ম যোগ যাগ তপস্যা নাম কীর্ত্তন ক'র্‌লে কিছু হবে না, কিন্তু স্বভাবী হ'য়ে একবার ডাকলেই সে ডাক তাঁর কাণে পৌঁছায়! বাপ্ মনোজয় ক'রতে হবে। মহাত্মা তুলসীদাস ব'লেছেন,

রাজা করে রাজ্য বশ যোদ্ধা করে রণ জয়ী,
আপন মনকে বশ করে যো সবসে সেরা ঐ।

দেখ বাপ্! বায়ুর আঘাতে জল ন'ড়ে গিয়ে যেমন

তরঙ্গ উপাধি পায়, তেমনি বাসনা-বায়ুর আঘাতে আত্মার একাংশ ন'ড়ে গিয়ে মন উপাধি পায়। বায়ু স্থির হ'লে জল স্থির হবে। তখন যে জল সে জল। তেমনি বাসনা বায়ু থাম্‌লেই মন উপাধির নাশ, তখন নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় অবিকৃত আত্মা! তারই নাম স্বভাব। সঙ্গ কোর্ত্তে হবে, স্বভাবীর সঙ্গ, যার সঙ্গ ক'র্‌বে তারই সাম্য পাবে, কিন্তু স্বভাবী ত জগতে খুব কম! নিজের মধ্যে খুঁজে বের ক'র্‌তে হবে, দেখ শ্বাস প্রশ্বাস কোনও কামনা নিয়ে উঠ্‌ছে না প'ড়ছে না, তুমি যতই অন্যমনস্ক হও ওর ভুল নাই। তা হ'লে বায়ুর সঙ্গ কর, সৎসঙ্গ করা হবে, স্বভাবীর সঙ্গ করা হবে, তাকেই শাস্ত্রে বলে "কেবল যোগ"! কলির জীবের পক্ষে এমন সহজ সুগম পন্থা আর নাই, যোগী ভোগী রোগী ত্যাগী সংসারী শ্রমজীবী সকলেই ক'র্‌তে পারে, কোনও কাজ পণ্ড হবে না। নাম মন্ত্র ঐ শ্বাসে প্রশ্বাসে জপ ক'রতে হবে, তার নাম মনে প্রাণে ঐক্য করা! কেউ কেউ বলেন, হেলায় নাম ক'রলেও উদ্ধার হবে, তাহ'লে বাপ্‌! ঐ ফণোগ্রাফ গুলা উদ্ধার হ'য়ে যেত! তারাও ত নাম করে গো? মহাত্মা তুলসী দাস ব'লেছেন,—

মালা ত করমে ফিরে জীব ফিরে মুখ মাহি।
মনুয়া ত দশ দিশ ফিরে উত সমরণ নাহি॥

তবে স্মরণ কাকে বলে ?

অজপা সমরণ হোতা হ্যায়,
কহো সন্ত কি এহি ঠৌর।
কর জিহ্বা সমরণ করে,
উ ত মন কি দৌড় ॥

অর্থাৎ হাতে মালা মুখে নাম আর মন দশদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে, একে স্মরণ বলে না, অজপার দ্বারায় যে স্মরণ তাকেই প্রকৃত স্মরণ বলে। ঠাকুর ভাবে গর গর হইয়া গাহিতে লাগিলেন,—

মন ভাব কাশীনাথে, বসি কর্ণিকাতে,
দ্বিদলেতে কর ধারণা ;—
গুরু বাক্য রাখ, ভ্রূমধ্যেতে দেখ,
বিরাজ করিছে সে জনা।—
মনপ্রাণ আর স্থির ক'রে আঁখি,
জপ উল্টা নাম উল্টা নেত্র রাখি,
রত্নাকর পাপী, হইল বাল্মীকি—
এমনি নামের মহিমা।—
জপিতে জপিতে উল্টা সোজা হয়,—
জপিলে পাইবে কথার নির্ণয়,—
ভেবে পাগলা কয়, (হ'লে) তিনে তিন লয়,
একমাত্র রয় সে জনা ॥

(গীতান্তে আবার ব'ল্‌ছেন)

"বাপু! ইন্দ্রিয়দের রাজা মন, মনের রাজা প্রাণ,—প্রাণ স্থির হ'লে মন আপনি স্থির হবে, অর্থাৎ মনের লয় হ'য়ে যাবে,—

(সমালোচনা)

ছোঃ সত্যানন্দ। এস ভাই, আমরা ঠাকুরের কথা কটা সমালোচনা ক'রে দেখি, বুঝবার সুবিধা হবে। স্বভাবী মানে কি? যে আপন ভাবে আপনি থাকে, যেমন চন্দ্র, সূর্য্য বায়ু আকাশ ইত্যাদি। কারও আশঙ্কায় বা অনুরোধে কাজ করে না, সকলের মধ্যে আছে, অথচ নির্লিপ্ত! নিন্দা বন্দনায় বিচলিত হয় না, হর্ষ বিষাদ, সুখ দুঃখ, দয়া, ক্রোধ, কর্ত্তব্য, অকর্ত্তব্য, কিছুরই ধার ধারে না, কিছু ক'র্‌ছি ব'লেও ভাবে না, ক'র্‌বো না ব'লেও সংকল্প করে না, তারি নাম স্বভাব বা তারই নাম্ স্বভাবী। যেমন নিদ্রিত ব্যক্তির নিকট নিন্দা বন্দনা যাই কর, সে বিকৃত হয় না, আমাদিগে ঠাকুর সেইরূপ স্বভাবী হ'তে ব'ল্‌ছেন, আর হবার উপায় ব'ল্‌ছেন, প্রাণের সঙ্গ করা। তা ভাই ঠাকুরের কৃপায় যতটুকু জেনেছি, বৃত্তিরোধের এমন উপায় ত আর নাই! মনই ত নব নব বৃত্তির জন্মদাতা, আর তাদের প্রতিপালক হ'চ্ছে প্রাণ, অর্থাৎ প্রাণের সাহায্যেই সমুদায় বৃত্তির প্রকাশ

হয়, তাহ'লে মন যদি প্রাণে মিশে যায়, তার চিন্তা কি? "পূর্ণানন্দ" গীতায় ভগবান্ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়েছেন, যে **কঠোর অভ্যাস** আর **তীব্র বৈরাগ্যের সাহায্যে বায়ুর ন্যায় দুর্দ্দার মনও বশ্যতা স্বীকার** করে। ঠাকুরের একটি গান আছে গুরুদাস দাদা একবার গান্ ত।

গীত।

স্বভাবেতে অভাব রবে না, কর স্বভাবের সাধনা,
স্বভাবের ভাবী না হ'লে, অভাব কভু যাবে না।
থাকরে আপন স্বভাবে, স্বভাবে সকলি পাবে,
দশে না এলে স্বভাবে, সে ভাব পাবে না।
যত যা দেখ বাহিরে, সবি আছে আপন ঘরে,
স্বভাব ভিতরে।
মিল্‌বে রতন যত্নে কর স্বভাব সাধনা।
স্বভাবেতে হ'য়ে পাগল
স্বভাবে হরি হরি বল,
স্বভাব-স্বরূপ সম্বল শমন ছোঁবে না।

ভাই অভ্যাসের অচলা শক্তি, এমন কি অভ্যাস কালে স্বভাবে পরিণত হ'য়ে যায়, অভ্যাস ত্যাগ ক'রনা, সব ছেড়, অভ্যাস ছেড় না।

স্মরণ মনন।

খ'ড়ের ধার।

পরমানন্দ, বড় সত্যানন্দ, ছোট সত্যানন্দ, ভক্তদাস, গুরুদাস, রাঘবানন্দ,সেবানন্দ, জ্ঞানদা, আশুতোষ প্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে ঠাকুর। ঠাকুর আপন মনে গাহিতেছেন।

গীত।

আমার বলিতে যাহা কিছু আছে সকলি চরণে সঁপিও।
সদা স্মরণ মননে রহিও॥
প্রাণ যায় যাক্ থাকে থাক্, কত এলো গেল লাখে লাখ,
যাহার অভাবে সব ফাঁকে ফাঁক্,
সে জনারে সদা ভাবিও॥
বল কেবা আছে কার, কেবা পর আপনার
যিনি হাঁসাতে কাঁদাতে. মারিতে রাখিতে,
তাঁহারে সতত ডাকিও॥
ভেবে পাগল কহিছে সার, উপায় নাহিরে আর,
শয়নে স্বপনে, জনমে মরণে. সেই বিভু গুণ গাহিও॥

ওরে যে যার স্মরণ নেয়, সে তাকে রক্ষা করে, মহাত্মা তুলসীদাস ব'লেছেন,—

যো যাকো স্মরণ লেতা হ্যায়,
সো তাকো রাখে লাজ্।
উলট জলে মছ্লি চলে,
বহি যায় গজরাজ্॥

দেখ, নদীতে যত বড় স্রোত হ'ক্ মাছ জলের শরণাগত ব'লে, তার অবাধ গতি, কিন্তু হাতী ভেসে যায়! একটা গল্প শুন,—

একদিন মহাত্মা কবীর ভিক্ষায় বেরিয়েছেন,—পথে কতগুলি ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেখা হ'ল, তাঁরা জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন বাপু! কবীরের আশ্রম কোথা ব'ল্‌তে পার? কবীর ব'ল্লেন কেন প্রভু! সে নীচ জাত, ভিক্ষা ক'রে খায়, তার সঙ্গে আপনাদের দরকার কি? ব্রাহ্মণেরা ব'ল্লেন নাহে বাপু! কবীর মস্ত বড় সাধক হ'য়েছে, খুব যোগশক্তি লাভ ক'রেছে, শুনি তার আশ্রম থেকে কেউ অভুক্ত ফেরে না, তাই আজ আমরা তার আশ্রমে অতিথি হব। কবীর ভাব্‌লে, সর্ব্বনাশ, এই মুহূর্ত্তে এতগুলি ব্রাহ্মণের খাবার আমি কোথা পাব? কাজেই আত্ম-পরিচয় না দিয়ে ব'ল্লে যান ঠাকুর! ঐ সাম্‌নে তার কুটীর, বেশী দূর নাই। (ব্রাহ্মণেরা অবশ্য কবীরকে পরীক্ষা ক'র্‌তে যাচ্ছে) কবীর অন্যদিকে চ'ল্ল, মনে শান্তি নাই, সাম্‌নে ব্রাহ্মণ অতিথি দেখেও তাঁকে আত্ম-গোপন ক'র্‌তে হ'ল! দুঃখের সীমা নাই, চ'খে জল এল, আর ভিক্ষায় গেল না, একটি গাছতলায় ব'সে, নিজের জন্মে ধিক্কার দিয়ে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল, ভাব্‌ছে আমায় কুটীরে না দেখে এই রৌদ্রে ব্রাহ্মণেরা ফিরে যাবেন! আমার ইহ, পরকাল সব গেল! এখানে ভক্তবৎসল ভগবান্, অস্থির

হ'য়েছেন, ভক্তের চ'খে জল প'ড়েছে, চঞ্চল হ'য়ে প'ড়েছেন, চিন্তা ক'রে দেখ্‌লেন, তাঁর প্রাণের ভক্ত কবীর অতিথি বিমুখ হবার ভয়ে কাঁদ্‌ছে, আর থাক্‌তে পার্‌লেন না, সত্বর কবীর মূর্ত্তি ধারণ ক'রে কবীর-আশ্রমে এসে ব'স্‌লেন। ব্রাহ্মণেরা গিয়ে উপস্থিত হ'লেন। ছদ্মবেশী কবীর শশব্যস্তে বল্লেন আসুন, আসুন, দাসের কি সৌভাগ্য! আশ্রম পবিত্র হ'লো, দীন কৃতার্থ হ'ল। তখনি জল নিয়ে ব্রাহ্মণদের পা ধুইয়ে দিলেন, ব'সতে আসন দিলেন, আহারের উদ্যোগ ক'রে দিলেন, যিনি বিশ্ব-ভাণ্ডারী! সামান্য কয় জন ব্রাহ্মণ ভোজনের জন্য তাঁর আর চিন্তা কি? ব্রাহ্মণেরা পরিতোষরূপে ভোজন ক'রে, 'ধন্য কবীর! ধন্য কবীর!!' ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে গৃহে ফির্‌ছেন, পথে আবার কবীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ। ব্রাহ্মণেরা অবাক্, এইমাত্র কবীরকে আশ্রমে দেখে আস্‌ছেন, সম্মুখে আবার কবীর? ব্রাহ্মণগণ ভাব্‌লেন, তা হ'তে পারে, একই মূর্ত্তির দুজন মানুষ অনেক দেখা যায়। কবীর জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, কেমন প্রভু! কবীর কিরূপ অতিথি সৎকার ক'র্‌লে; ব্রাহ্মণেরা আনন্দে ব'ল্লেন, ধন্য, ধন্য, এমন পরিতৃপ্ত জীবনে হই না। কবীর অবাক্, হাত জোড় ক'রে ব'ল্‌ছে, প্রভুরা কি দাসকে বিদ্রূপ ক'র্‌ছেন? এই ত আপনাদের দাস কবীর, আপনাদের সম্মুখে, আমিই ত যাবার সময়, আপনাদিগে আশ্রমাগত দেখেও অক্ষম ব'লে আপন পরিচয় গোপন ক'রে-

ছিলাম, তবে কে আপনাদের অতিথি সৎকার ক'র্লে দেব ? ব্রাহ্মণেরা বলে দূর পাগল! এইমাত্র কবীর আমাদের সন্তোষের সহিত ভোজন করালে, আর তুমি কি ব'ল্ছ ? তখন কবীর চীৎকার ক'রে কাঁদ্তে লাগ্ল, ব'ল্লে ঠাকুর! তা নইলে সংসারের সকল সুখ বিসর্জ্জন দিয়ে সাধু কি তোমার নাম নিয়ে থাক্তে পার্ত!

যো করে, সো হরি করে, কহে ত কবীর কবীর।

ব্রাহ্মণগণ ঘটনা বুঝ্তে পেরে, কবীরের পদধারণে উদ্যত, বলে আমাদের ক্ষমা কর, আমরা তোমাকে জব্দ ক'র্ব ব'লে এসেছিলাম। কবীর ব্রাহ্মণদিগে সান্ত্বনা ক'রে বিদায় দিলেন, ঠাকুর গাহিতে লাগিলেন—

হে অনাদি অনন্ত অপার, বর্ণিতে স্বরূপ সাধ্য আছে কার।
তুলনা উপমা জগতে মেলেনা. তুলনা উপমা পার॥
তুমি বিশ্বরূপ বিশ্ব-মূলাধার,
তোমাতে উৎপত্তি অখিল সংসার,
মিথ্যা সমুদয় অহং ইত্যাকার
তোমাতেই স্থিতি লয় আবার॥
ভূ-ভুর্বঃ-স্ব-মহ-জন-তপ, শুদ্ধ সত্য তুমি তোমারি স্বরূপ
শব্দ-স্পর্শ-রূপ গন্ধ-রসকূপ তোমাতেই প্রকাশ
মহিমা তোমার॥
আদি মূলবর্ণ বর্ণমালা তুমি
তুলনা উপমা তোমারি হে তুমি
তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণু হর শূলপাণি
তোমাতেই তুমি ওহে সারাৎসার॥

কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি।

ভক্ত সমভিব্যাহারে ঠাকুর

স্থান—আশ্রম কুটীর।

ভক্তদাস, গুরুদাস, সত্যানন্দ, পরমানন্দ, প্রভৃতি।

পরমানন্দ। আচ্ছা বাবা! বৈষ্ণব বাবাজীরা বলে, যে আমাদের কর্ম্ম নিষেধ, আমরা কর্ম্ম মানি না।

ঠাঃ। বাপু! কাজ ফুরালে সে আর আসরে থাকে না! যাত্রায় দেখিস্‌নি, যার যতক্ষণ কাজ আছে, তাকে আসরে থাক্‌তেই হবে, কাজ ফুরালে, অম্‌নি পোষাক খুলে বাসায় চ'ল্ল। এটা কর্ম্মক্ষেত্র,কর্ম্ম শেষ হ'লে এখানে থাক্‌বার যো নাই, তুমি কর্ম্ম ক'র্‌ব না মনে ক'র্‌লেও, তোমার মন কর্ম্ম ক'র্‌বে, আর ক'র্‌ব, ক'র্‌ব না, ও দুটোই যে কর্ম্ম। কাদা মাখাও কর্ম্ম, ধুয়াও কর্ম্ম। ক'র্‌বার ইচ্ছা, আর না ক'র্‌বার ইচ্ছা, উভয়েই সঙ্কল্প চাই। বাপ্‌! নাম করাও কর্ম্ম, চিন্তা করাও কর্ম্ম, শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ-ত্যাগও কর্ম্ম, কর্ম্মই যে জন্মান্তর গ্রহণের বীজ রে!

পঃ। দেখুন বাবা! বৈষ্ণবরা জ্ঞানী বা কর্ম্মী দেখলে কাছ দিয়ে চলে না, মাতাল দেখলে গুলিখোর যেমন পালায়, তেম্নি ভাবে স'রে যায়, বলে ভক্তি নষ্ট হবে।

ঠাঃ। ওটা তাদের বুঝবার ভুল, ভগবানকে যে সাধন ক'র্‌তে হয়, এটা ত জ্ঞানের সাহায্যেই জেনেছে, গুরু যা উপদেশ দেয়, বিবেকের সাহায্যেই ত বুঝতে হয়, আর জ্ঞানকে মানি না, জ্ঞান মার্গে গেলে ভক্তি নষ্ট হবে, এও যে জ্ঞানের সাহায্যে জেনেছে, তাহ'লে জ্ঞান চাই। আর কর্ম্ম, দেখ কর্ম্মের সাহায্য ভিন্ন গুরু-আদেশ পালন করা যায় না, জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, তিন অবস্থাতেই কর্ম্ম বর্ত্তমান, আর ভক্তির অনুষ্ঠান ক'রতে হ'লেও কর্ম্মের দ্বারাই অভ্যাস ক'র্‌তে হয়, তা হ'লে কর্ম্ম ছেড়ে থাকা যায় না। তার পর ভক্তি, আচ্ছা ভক্তি না এলে, সে সাধন ক'রবে কেন? আগে উপাস্যের উপর ভক্তি এসেছে, তার পর উপাসনার অনুষ্ঠান, তা হ'লেই বুঝ, জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তি, কেউ কাকেও ছেড়ে এক মুহূর্ত্ত থাক্‌তে পারে না। জলেতে, চিনিতে, নেবুতে মিশালে যেমন পবিত্র পানীয় হয়, তেমনি জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তিতে মিশিয়ে, চরিত্র খানিকে গ'ড়ে তুল্‌তে হবে। যিনি প্রকৃত বৈষ্ণব, তিনি এ তত্ত্ব অবগত আছেন, তিনি কাকেও ঘৃণা করেন না, মাত্র অজ্ঞানী গোঁড়া গুলা ঐরূপ ব'কে মরে, এই বিশ্বটাই যোগে চ'লেছে, সেও জন্ম থেকে আজ পর্য্যন্ত যোগের সাহায্যেই বেঁচে আছে। তার জন্মটাই একটা যোগ, শুক্র-শোণিতে যোগ হ'য়ে তবে জন্মেছে, অথচ যোগী দেখে ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করে, জ্ঞানের সাহায্যে বেঁচে আছে,

মা, বাপ্, পত্নী, পুত্র জ্ঞানের সাহায্যেই চিনেছে, বিষ্ঠা, চন্দন, আগুণ, জল, লাভ. লোক্‌সান, আলো আঁধার, ভাল, মন্দ, প্রতি পদক্ষেপটি জ্ঞানের দ্বারাই বিচার ক'রে ক'র্‌তে হ'চ্ছে. নইলে ব্যাটা কোন দিন মরে যেত, তবু বলে জ্ঞানীর সঙ্গ ক'রব না, স্নান ক'রে আরসী নিয়ে ব'সে গোপী-চন্দন গুলে, গোল, লম্বা, তিন কোণে, চার কোণে দো ফেঁকড়া, তে ফেঁকড়া তিলক সেবা ক'রছে, যা ছমাস হাত সাধ্‌লে তবে ঠিক হয়, ঝুলির মধ্যে হাত গলিয়ে একটি ক'রে মালা সরান, তার সঙ্গে নাম বলা, আর একটা মালায় গণনার সংখ্যা রাখা ; সেই সময় দাতা—ভকত এলে তার খাতির অভ্যর্থনা করা, এক চোরের খাটুন খাটছে, অথচ ব'ল্‌বে আমরা কর্ম্ম মানি না, নৈলে বাপ্! সাধক মাত্রেই যে বৈষ্ণব! সাধক অবস্থায় সকলেই শাক্ত, ভগবৎ কৃপা লাভ ক'রলেই বৈষ্ণব, যিনি জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তি তিনের সম্মিলন ক'রেছেন, তিনিই ত্রিবেণী-সঙ্গমে নিত্য স্নান ক'রছেন। তিনিই প্রকৃত বৈষ্ণব, তাঁর চরণে কোটী কোটী প্রণাম, তিনি আমার গুরু।

পঃ। আচ্ছা বাবা! বাইরে বরং বেশ থাকি, কিন্তু একটু ধ্যান ধারণা ক'র্‌ব ব'লে স্থির হ'য়ে ব'স্‌লেই যত চিন্তা তখনি এসে জুটে, এর কারণ কি বাবা?

ঠাঃ। বাপু! মনটা কিরূপ জান, যেন একটি লম্বা

দড়িতে একটা লোহার বল বাঁধা আছে, ধাক্কা দিয়ে দুলিয়ে দিলে, ধাক্কার জোর না কমা পর্য্যন্ত দুলবে, জোর ক'মলেই আপনি থামবে, তুমি গোটা দিন তাকে ধাক্কা দিয়ে দুলাচ্ছ, তারপর ঘরে গিয়ে ধ্যান ক'রতে ব'সলে, সে থামবে কেন? অপেক্ষা কর, ধাক্কার জোর কমুক, তবে ত থামবে। লাইনে ঠেলা গাড়ী দেখেছিস্? (অর্থাৎ ট্রলী) খানিকটা ঠেলে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিলে, সেই জোরে কতকদূর চ'লে যায়, তার মধ্যে তাকে থামাতে হ'লে ব্রেক্ ক'সতে হয়, অর্থাৎ যুক্তির সাহায্যে থামাতে হয়। যোগশাস্ত্রে সেরূপ ক্রিয়া আছে, তার নাম "উড্ডীয়ান অবরোধ", সেটী ঐ ব্রেক্ কসা, কিন্তু সেটাও গায়ের জোরে, যেমন ছেঁদে গাই দোয়া, দাঁড়িয়ে দুধ দেয় না ব'লে ঐ ব্যবস্থা, যদি দাঁড়িয়ে দেয়, তার তুল্য মজা নাই। স্বভাবে থাক, দাঁড়িয়ে দুধ দেবে। ঠাকুর গাহিতেছেন—

উপদেশ আর শুনবি কিরে ভাই—
প্রথম ভাগ কি মনে নাই?
মিথ্যা তুল্য পাপ, সত্য তুল্য যে তপস্যা নাই॥
যেজন আছে সত্য পালনে,
কাজ কিরে তার অন্য সাধনে,
সত্য হ'তে পায় সে সত্য সনাতনে,—
ভূ-ভুর্ব স্ব-মহ-জন-তপ সকল ফেলে সত্য ভাই॥

সত্য যেজন ক'রেছে আশ্রয়,
সতত আনন্দে রয়, সে হয় না নিরাশ্রয়,
পায় অন্তিমে শ্রীপদে আশ্রয়,
পাগলা কয় ব'লেছেন গুরু গোঁসাই ॥

ঠাঃ। বাপু! বাইরে সাধু সাজা বেশী কথা নয়, এক পয়সার রং নিয়ে কাপড়গুলি রাঙ্গিয়ে নাও, নিজের চুল দাড়ি, না কাট্‌লেই হ'ল, কোনও কৈফিয়ৎ নেই, তার উপর একটা চিম্‌টে, আর গাঁজায় দম দিতে পারলেই বাস্ মস্ত বড় সাধু। বাপু! আজকাল যদি কোনও লোক দেখে, সাধু গ্রামের দিকে যাচ্ছে, অমনি লাঙ্গল গরু ফেলে ঘরের দিকে দৌড়ায়, ঘটী, বাটি, বৌ, ঝি, সাম্‌লাতে; কি জানি, সাধু গ্রামে যাচ্ছে, কি ক'র্‌তে কি ক'রে বসে। আজকাল ছালা-বওয়া গরুর চেয়ে সাধু বোঝাই নেয় বেশী, সংসারের যত জিনিষ সাধুর পিঠে, সংসারে যা পাবে নি, সাধুর ঝোলায় তা পাবে। কি ব'লব বাপ্! জগতের কাছে সাধুসাজা বেশী কথা নয়! নিজের কাছে সাজাই গোল। কারণ মনের অগোচর পাপ নাই। পাপ পুণ্য যাই কর, তুমি ত সব জান, তোমার বিবেক যখন তোমায় সাধু ব'ল্‌বে, তখন তুমি প্রকৃত সাধু। গুরুদাস একটি গান কর বাপ্!

গীত।

ভিতর বাহির সমান কর আগে,
তত্ত্ব পাবে তবে সে জনার।
মনে যা ভাব মুখে তা বল,
কথায় কাজে হ'ক এক আকার॥
সে সত্যের ভাল, মিথ্যার মন্দ, বিচ্ছেদে বিরহ,
মিলনে আনন্দ, সে যোগীর যুক্তি, ত্যাগীর মুক্তি,
ভক্তের ভক্তি, জ্ঞানীর বিচার॥
সে আশার লালসা, ত্যাগের শস্তি,
সংযমে সত্য, চঞ্চলে ভ্রান্তি,
সে এ বিশ্ব যন্ত্রের সুনিপুণ যন্ত্রী,
চাঁদের জোছনা, অমার অাঁধার॥
গুরুদাস বলে যদি দেখ্‌বি তারে,
তবে বাহিরের দেখা ছাড়ি, চল ভিতরে,
আগে ব্রহ্মদ্বার ভেদি, উঠ রে সহস্রারে,
মিশে যাবি একাকারে, ফিরিবি না আর॥

ঠাঃ। দেখ বাপ, ভাবের ঘরে চুরি করিসনি, যা ক'রবি প্রকাশ্যে ক'র্‌বি, এমন কাজ ক'র্‌বি যেন গোপন না ক'র্‌তে হয়, এমন কথা ব'ল্‌বি, যেন গোপনে না ব'ল্‌তে হয়, মন মুখ এক ক'রে ফেল আর কিছু করিস্ বা না করিস্।

পঃ। বাবা! কর্ম্মক্ষয়ের উপায় কি?

ঠাঃ। কর্ম্মই কর্ম্মক্ষয়, ঘটী বাটির ময়লা তুল্‌তে হ'লে তাতে আবার কাদা বালী দিয়ে মাজ্‌তে হয়, চালের কুঁড়া তুল্‌তে হ'লে আবার তাতে কুঁড়া দিয়ে ছাঁট্‌তে হয়, পায়ে কাঁটা ফুট্‌লে, আর একটা কাঁটা দিয়ে তুল্‌তে হয়, পরে দুটো কাঁটাই ফেলে দিতে হয়। তেমনি কর্ম্মের দ্বারাই কর্ম্মের ক্ষয় ক'র্‌তে হয়। প্রারব্ধ নীরবে ভোগ ক'রে যাও, আর সৃষ্টি ক'র না।

সত্যানন্দ। আচ্ছা বাবা! গতজন্মের ঘটনা আমাদের স্মরণ হয় না কেন?

ঠাঃ। ওরে বহু বস্তা চাপা প'ড়ে গেছে ব'লে! মনে কর, এক দোকানে, সাবেক দু'বস্তা চিনি থাক্‌তে থাক্‌তে আবার এক জাহাজ চিনি আমদানী হ'ল, সাবেক বস্তার উপরেই হালের চিনির বস্তা সব রাখা হ'ল. এখন সাবেক বস্তা বার ক'রতে হ'লে বহু বস্তা সরাতে হবে; তেমনি আমাদের গত জন্মের ঘটনার উপর এ জন্মের বহু ঘটনা চাপা প'ড়েছে, সরাতে পারলেই সাবেক ঘটনা বেরিয়ে প'ড়বে, তার উপর জন্ম মৃত্যু দুটা ভীষণ ধাক্কা গিয়েছে, তাতেও কতক ভুল হ'য়েছে।

ছোঃ সঃ। আচ্ছা বাবা, ধর্ম্ম জগতে এত মতভেদ কেন?

ঠাঃ। ধর্ম্ম জগতে ব'লনি, অজ্ঞানের জগতেই যত

মত ভেদ। মাত্র বোঝবার ভুল, যারা ধর্ম্ম নিয়ে বিবাদ আরম্ভ ক'রেছে, ধর্ম্ম সাধন তাদের উদ্দেশ্য নয়, ধার্ম্মিক নাম নিয়ে লোকের কাছে পসার জমাবে এই ইচ্ছা। কেউ কেউ হুজুগেও নেমেছে, যেমন ঐ বন্দে মাতরমের দল। যারা হুজুগে নেমেছিল, দু এক জনকে ধ'রে জেল ফাঁসী দিতেই তারা একবারে ঘরে ঢুকে মাগের আঁচল ধ'রে ব'স্‌ল। কিন্তু যারা দেশের অবস্থা দেখে, হিন্দুর পূর্ব্ব গৌরব স্মরণ ক'রে, প্রাণের টানে নেমেছে, তারা অটল, শত বাধাবিঘ্নেও তা দিকে উদ্দেশ্য হ'তে টলাতে পারেনি।

ছোঃ সঃ। আচ্ছা বাবা, শাস্ত্রে ধর্ম্মের নানা প্রকার ব্যবস্থা না ক'রে সোজাসুজি একটা পথ ক'রলেই ত হ'ত।

ঠাঃ। বাপু! ঐ কারণেই হিন্দুশাস্ত্র সকলের শীর্ষ-স্থান অধিকার ক'রেছে, অবস্থা বা অধিকারী ভেদে ব্যবস্থা আছে ব'লে, ইঁথু, ঘণ্টাকর্ণ, কুলকুলতির বার থেকে, নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনার ব্যবস্থা মাত্র হিন্দু শাস্ত্রেই আছে, অন্য ধর্ম্মে সকলের জন্য এক ব্যবস্থা, তোমার ধাতে সহ্য হ'ক্ আর না হ'ক্। কেমন জানিস্? এক কবিরাজ ছেলেকে মূর্খ দেখে মৃত্যুর পূর্ব্বে মোণ খানেক হরীতকী গুঁড়িয়ে ছেলেকে ব'ল্লে, তুই ত কিছু শিখ্‌লি না, তোর কাছে যে কোনও রোগী আসুক্, এই হরীতকী গুঁড়া

তাকে দিবি, কিন্তু বাপ্! হরীতকী ভাল জিনিষ হ'লেও যার পেটের অসুখ হ'য়েছে, তার পক্ষে ত মৃত্যুর ব্যবস্থা করা হবে! দেখ, দোকানে যদি সব চোদ্দ আঙ্গুল মাপেরই জুতা রাখা হয়, তোমার পায়ে হ'ক আর না হ'ক নিতেই হবে! না নাও তোমার জুতা পরা হবে না, বল দেখি কি অসুবিধা! দেখ বাপ! তোমার জল খাবার জন্য একটু মোহনভোগ করে দিলেই তুমি সন্তুষ্ট, কিন্তু দীনে সাঁওতালের জন্যে যদি সে ব্যবস্থা করা হয়, সে ব'লবেই 'কি দিলি হে! চিট্যা চিট্যা মত লাগছে,' কাজেই তার জন্য চিঁড়া, লঙ্কা নুন ব্যবস্থা ক'রতে হবে। বাপ্! সবাই এক জনকেই চাচ্ছে, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি সকলেই ব'লছে, আমার ঠাকুর সব চেয়ে বড়, তা হ'লে সব চেয়ে যে বড়, তাকেই সবাই চাচ্চে ত?

অথচ সব চেয়ে বড় দুটা হ'তে পারে না। তবেই বুঝ, সবাই এক জনকেই চাচ্ছে, কেবল নামে গোল বেঁধেছে, কেউ বলে ব্রহ্ম, কেউ কৃষ্ণ, কেউ শিব, কেউ রাম ইত্যাদি। তাহ'লে নামেই ভুল, মালে ভুল নাই। সেই এক বস্তুই জ্ঞানীর ব্রহ্ম, যোগীর আত্মা, ভক্তের ভগবান্, শাক্তের শক্তি, শৈবের শিব, যে যা বলে সব কবুল। ঠাকুর গাহিতে লাগিলেন—

একি শক্তি বলে, ত্রিজগৎ চলে, স্ব-ভাবে স্ব-ভাব,
কভু নাহি মিলে, কেন হিংসা দ্বেষ, বুঝিনা বিশেষ
চল পাপ দেশ ত্যজিয়া যাই।
মিথ্যা অহং জ্ঞানে দুদিনের তরে,
কোথায় রহিবে বল দুদিন পরে, দেখিলে প্রত্যক্ষ,
গেল লক্ষ লক্ষ, এক বিনা বিশ্বে কিছু যে নাই॥
এস এস সবে ভাই ভাই মিলে,
করি কোলাকুলি নাচি হরি ব'লে
ছাড় অহংকার, বল কেবা কার, মিলায়ে ত্রিতার,
এস গুণ গাই॥

(আগে মানুষ হও)

ছোঃ সঃ। আচ্ছা বাবা! যারা ঘট পটকে ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা ক'রে, তারাই ত সাকারবাদী?

ঠাঃ। হাঁ সাধারণের ধারণা তাই বটে, কিন্তু বিচারে দেখ, তারাও নিরাকারবাদী, কারণ, যে প্রতিমাকে তারা ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করে, পূজার পূর্ব্বে তারি কাঁধে চেপে চোখ চান্‌কায়, আবার পূজার পরে দুলে বেহারার কাঁধে চাপিয়ে জলে নিয়ে গিয়ে ফেলে দেয়, বলে আর ওতে ঠাকুর নেই। তা হ'লে বোঝ, তাদের ধারণা, পূজার সময় ঠাকুর এসেছিল, বিসর্জ্জনের পর চ'লে গেছে। সে ঠাকুর দেখ্‌তে পাওয়া যায় নি। দেখ্‌তে হ'লে সাধন

ক'র্‌তে হয়। তাহ'লে তাঁরাও নিরাকারবাদী? বাপু! ঈশ্বরদর্শনের পূর্ব্বে সবাই নিরাকারবাদী! দর্শন হ'লে সাকারবাদী, তবে একেশ্বরবাদী হওয়া খুব ভাল। যাক্ উপাস্য নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নাই। শুধু তুমি তুমি ব'লে ডাকনা! সেকি, তা নিজে এসে ব'লে যাবে। আগে মানুষই হওনা, তার পর ত ঠাকুর! আগে মানুষ, তার পর ব্রাহ্মণ, তার পর দেবতা, তার পর ঈশ্বর, তার পর ব্রহ্ম, তা না হ'য়ে আগেই উপাস্য নিয়ে মাথা ফাটাফাটি; কেবল কার উপাস্য বড়, কে পাবে, কে পাবেনি, এই চর্চ্চা। ওরে এমন অধঃপতন জগতে আজও সৃষ্টি হয়নি, যেখান থেকে তাঁর কাছে যাবার পথ নেই। ঠাকুর গাহিলেন।

গীত।

মন তুই ঠাকুর চিন্‌লিনে।

দেহ-ঘর দেখে ঘোর, লেগেছে তোর, ঘর ত ঢুক্‌লিনে।
অজপার সনে গোপনে গোপনে কভু ত মিল্‌লিনে,
দ্বিদলের মাঝে সে জন বিরাজে বারেক দেখ্‌লিনে॥
নশ্বরে মিছে ভুলে গেলি মন, স্বরূপ চিন্‌লিনে,
উল্টো-নয়নে মিশে মনে প্রাণে, সুরসে ডুব্‌লিনে॥
দেহ-রথ খান্ চলে কার বলে বিচারে বুঝ্‌লিনে,

কয়টি চক্রেতে চলে রথ খান্ চালায় কোন্ জনে,
কতজন আছে আদেশে সে কাজে বারেক দেখ্‌লিনে ॥
কেমন এ দেহ রয়েছে কেমনে গড়েছে কোন্ জনে,
মিছে এলি পাগল ভবের মাঝারে বারেক ভাব্‌লিনে ॥

বাপ! সর্ব্বদা বিচারে থাক, প্রতি বাক্য,প্রতি পদক্ষেপ বিচারে কর। বিচারই জ্ঞানের সোপান, সর্ব্বদা বিচার কর, সত্য বস্তু কি? দেহ কি? জগৎ কি? আমি কে? আমার কর্ত্তব্য কি? যতদিন কর্ম্ম আছে, মন্দ ছাড়, ভাল কর, যখন কর্ম্মত্যাগের সময় হবে, তিনি ব্যবস্থা ক'রে দেবেন, ফলের জন্য চিন্তা ক'র না। গীতায় ব'লেছে—

'কর্ম্মণ্যে বাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন' কর্ম্ম ক'রে যাও—কর্ম্ম ক'রে যাও—ওরে কর্ত্তা সাজার বড় জ্বালা, কর্ত্তার অধীনে থাকার তুল্য মজা নাই, প্রভু হ'তে যাস্‌নি, গুরু সাজ্‌তে গিয়ে শেষে গরু সেজে ব'স্‌তে হয়। শিষ্য প্রভু প্রভু ক'রে সত্ত্ব বুদ্ধি উকারটি কেড়ে নেয়, উকার হ'চ্ছে সত্ত্ব গুণময় বিষ্ণু! গু শব্দের উকার গেল ত গরু হ'ল। খুব সাবধান, আমি বাবা এক পৈঠা নীচের লোক, আমি বাবা সোহং নয়, আমি নাহং কেবল ত্বংহি, ত্বংহি ক'রেই বেঁচে আছি। ওরে গুরু কেউ কারো নয়, গুরুর গুরু হিসাব ক'রে যা দেখি, শেষে সেই আসল গুরুতে ঠেক্‌বে। যেখানে আনন্দের হাট, গুরু শিষ্য

নাস্তি পাট। দেবার কিছু নেই. কেবল জাগিয়ে দেওয়া! তোমারি মধ্যে সব আছে, গুরু কি জানিস্? ধাড়ী হাঁস, ডিমে তা দিয়ে গরম ক'রে দেয়, সময় হ'লেই অজ্ঞান আবরণ ফেঁসে বিবেক বাচ্ছা আপনি বেরিয়ে পড়ে, একটি গান কর বাপ! বলবার জন্য অনেক কথা দরকার, কর্‌বার জন্য বেশী কথা চাইনি, ওরে প্রথম ভাগের কথা কটা পালন ক'র্ত্তেই যে বহু জন্মের দরকার, বেদ বেদান্ত পরের কথা, গাও বাপ গুরুদাস।

গীত।

তোমা হ'তে কাছে কে আছে আমার
দেখিনা বারেক তবু চাহিয়া,
তুমি ধরিয়া ক্ষেপণি করে জীবন-তরণী মম,
যুগে যুগে আসিতেছ বাহিয়া॥

কভু ফেলিয়া ঘুর্ণিপাকে আপনি ভাবিছ ব'সে.
সামালিয়া তরী পুনঃ চলিয়া পড়িছ হেসে
কভু বা উর্ম্মিতালে, হেলে দুলে তরী চলে
কে জানে কোথায় যায় ভাসিয়া॥

দেখি না এমন মাঝি এমন ক্ষেপণি ধরা
হাসান কাঁদান ছবি দেখি না এমন ধারা
বিরহ-মিলনে গড়া পুলক-বিষাদে ভরা
র'য়েছে বিশাল ধরা তব মুখ চাহিয়া॥

পরমানন্দ। আচ্ছা বাবা! প্রত্যেক মানুষের স্বভাব রকম রকম হয় কেন?

ঠাঃ। ওরে গুণ অনুসারে স্বভাব, দেখিস্‌নি এক মাটি এক বায়ু, এক জল, এক উত্তাপ নিয়ে সকল গাছ হয়, কিন্তু তেঁতুল টক্‌, তাল মিষ্টি, লঙ্কা ঝাল, এক ঔরসে এক গর্ভে জন্ম নিয়ে এক মাতৃস্তন্যে পুষ্ট হ'য়ে কেউ সাধু কেউ চোর হয়, সব তাঁর ইচ্ছা! সংসারটা তাঁর মনোহারী দোকান, সব রকম জিনিষ থাকতে হবে, কম্বল শুদ্ধ জিনিষ ব'লে শুধু কম্বল রাখলে দোকান চ'ল্‌বে না।

প। বাবা! আমাদের বুঝ্‌বার ক্ষমতা নেই ব'লেই আপনাকে এত বিরক্ত ক'চ্ছি!

ঠাঃ। কে ব'ল্লে তোমার বুঝ্‌বার ক্ষমতা নেই? তুমিই ত বুঝ্‌চ, তুমি না বুঝ্‌লে আমার বুঝায় কি তোমার বুঝা হবে? তুমিই বুঝ্‌ছ, আমি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি মাত্র।

ঠাকুর ভক্ত সঙ্গে ভাবে গরগর হইয়া গাহিতেছেন—

এ বিশ্ব-সংসারে, ভালবাস যারে, তাহারি মাঝারে
সে জনে দেখ না
সদা লক্ষ্যে লক্ষ্য রাখনা।

সবই বিভুরূপ সব রূপে তিনি,
তাঁরি তেজে সবে করে আমি আমি,

বিচারিয়ে দেখ কে তুমি কে আমি,
আমাতেই আমি দেখনা ॥
আমি তিনি তুমি সব বল মুখে,
আমি তুমি তিনির মাঝে লক্ষ্য রেখে,
সতত বিহর আত্মানন্দ সুখে,
কেন অহং দুঃখে যাতনা ॥
যাহার মায়াতে হ'য়েছ পাগল
লক্ষ্য রেখে তাঁরে সোজা পথে চল
মোহ দূরে যাবে, সংশয় মিটিবে
তাঁরেই মনপ্রাণ সঁপনা ॥

যে ঈশ্বর চায় সে কিছু চায় না

ঠাঃ। বাপ্ সব! স্মরণ মননের কাছে কিছুই নাই, মহাত্মা তুলসীদাস ব'লেছেন,—

জপ তপ সংযম সাধন,
সব সমরণ কি মাহি।
কহে তুলসী বহু বিচারি,
সমরণ সে কুচ্ নাহি॥

স্থিরচিত্তে ডাক, বল ঠাকুর, তোমার কি রূপ, কি নাম, কিছুই জানি না, তুমি আমায় দেখা দাও, আমি তোমায় চাই, তোমার দেয় কিছুই চাই না। আমি তোমায় ভাল বাসব, বাস্, আর কিছু ভাব্‌তে হবে না। উদ্দেশ্যটা ঠিক রাখিস্, যে আমি ঈশ্বর চাই, সাধনে ভুল হয়, সে নিজে এসে ব'লে যাবে। কোন পথ সোজা হবে, এই বিচার ব'সে ব'সে ক'র্‌লে, কখনও কলিকাতা পৌঁছান হবে না, হাঁট্‌তে সুরু কর, ঘোর হ'ক, আর সোজা হ'ক, কলিকাতা একদিন পৌঁছাবেই নিশ্চয়, পথিককে জিজ্ঞাসা ক'রে নিলেও চ'ল্‌বে, কাজ সুরু ক'রে দাও, খুব নাম-জাহির সিদ্ধাইওলা বড় গুরু খুঁজে সময় নষ্ট ক'রনি, যে পথ দেখায়, সে হাঁটে না, হাঁটবে তুমি,

যদি বড় গুরু চাও, গীতাকে গুরু কর, ভগবান্ গুরু হবে, গুরু বড় হ'লেই যদি শিষ্য বড় হয়, তবে ভগবান্ বুদ্ধদেবের বহু শিষ্য ছিল, সবাই কি বুদ্ধ হ'য়েছে? জগৎগুরু শঙ্করের বহু শিষ্য ছিল, সবাই কি নির্ব্বাণ-মুক্তি পেয়েছে! তোমার যেমন আধার, যেমন বিশ্বাস, যেমন অধ্যবসায়. সেইরূপ বস্তু লাভ হবে, কেউ কেউ খুব সিদ্ধাইওলা গুরু খোঁজে, যেমন শূন্যে উড়ে যায়, জলে হেঁটে যায়, ইত্যাদি, কিন্তু লাভ হওয়া দূরে থাকুক, লোকসান সম্পূর্ণ। শিষ্যের সদাই মনে হয়, কবে সেই উড়ে যাওয়া বিদ্যাটা পাব, কাযেই প্রথম কর্ম্মে অনাস্থা হয়। দেখ, একটি গল্প শুন,—এক গুরুভক্ত শিষ্য, একটি আশ্চর্য্য ঘটনা দেখে ছিল, শূন্যে যেন এক তড়িন্মূর্ত্তি পুরুষ, আর আটটি বিদ্যুদ্বরণী স্ত্রীলোক যাচ্ছে. ভাবে বোধ হ'ল, পুরুষটি যেন পালিয়ে যাচ্ছে, রমণীগুলি কি যেন প্রার্থনা নিয়ে তার পাছে পাছে দৌড়াচ্ছে, কারণ বুঝতে না পেরে, গুরুর কাছে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা ক'রলে। গুরু ব'ল্লেন বাপু! ওই যে শূন্যে পুরুষ মূর্ত্তি দেখেছ, ও একজন সাধক, আর যে বিদ্যুদ্বরণী আটটি রমণী দেখেছ, ওরা অণিমা, লঘিমা আদি অষ্ট সিদ্ধি, ঐ সাধকের সাধন উদ্ভূতা, সাধককে ব'ল্ছে আমাদিকে গ্রহণ কর, কিন্তু ভগবৎকৃপাপ্রার্থী সাধক, গুরু-মুখে শুনেছে, ঐশ্বর্য্য লাভ ক'রলে ঈশ্বর লাভ হয় না, তাই ভয়ে পালাচ্ছে, অষ্ট সিদ্ধি, দাসীর মত পাছু পাছু যাচ্ছে।

দেখ বাপ্! যে ঈশ্বর চায়, সে এ বিশ্বের কিছু চায় না।

লোভী গুরু ত্যাগী শিষ্য।

ঠাঃ। দেখ বাপ! গুরুগ্রহণ বিষয়ে একটা লক্ষ্য রাখা উচিত, গুরু স্বভাবী কিনা? সন্তুষ্টি লাভের জন্য যার আশ্রয় নিচ্ছি, নিজে তিনি সন্তোষ হ'য়েছেন কিনা? কারণ গুরু লোভী হ'লে বড় বিপদ, শিষ্যের চালের লাউ থেকে গোয়ালের গরুটি পর্য্যন্ত তার আশা, কাযেই শিষ্য নাচার। তাই মহাত্মা তুলসীদাস ব'লেছেন,—

লোভী গুরু লাল্‌চি চেলা,
দুনু নরকমে ঠেলি ঠেলা,

একটা গল্প শোন। একজন রামায়ণ শুন্‌তে গিয়েছিল, গিয়ে দেখে, গান বেশ জোমেছে, শ্রোতারা সকলেই থালা, বাসন, কাপড়, পয়সা, ফেরী দিচ্ছে, সেও গান শুন্‌তে ব'স্‌ল, ঘটনা চক্রে একজনের হাত লেগে তার মাথার পাগড়ীটী আসরে প'ড়ে গেল, গায়েন মনে ক'রলে ফেরী দিলে, সে কুড়িয়ে নিয়ে নিজের লোকের কাছে দিলে। যার পাগড়ী, সে লজ্জায় কিছু ব'ল্‌তে পারলে না, আসর থেকে উঠে গেল, পথে একজন জিজ্ঞাসা ক'রছে, কিহে গান কেমন হ'চ্ছে? সে ব'ল্লে গান ভাল হ'চ্ছে, তবে "প'ড়লে বাবার নয়,"—বাপ্ লোভী গুরুর কাছে পরিত্রাণ নেই। আর একটা গল্প শোন—

এক রাজা গুরুকে সর্ব্বস্ব দান ক'রেছিল, কিন্তু গুরু ভাব্‌লে, যদি কখনো রাজার ভোগ লালসা আবার জাগে, তা'হলে ত যুক্তির দ্বারায় কেড়ে নিতে পারে, সুতরাং রাজা যাতে মরে তার চেষ্টা ক'র্‌তে হবে। এইরূপ চিন্তা ক'রে, একদিন রাজাকে গুরুদেব ব'ল্লে চল বনভোজন ক'রতে যাই, গুরুভক্ত রাজা প্রস্তুত, সকলে মিলে একদিন বনভোজনে যাত্রা করা হ'ল, ভীষণ জঙ্গলে গিয়ে গুরু ব'ল্লে বাপু! তুমি একটু জল চেষ্টা করে আন, বড় পিপাসা হ'য়েছে। গুরুগত প্রাণ রাজা ব্যস্ত হ'য়ে জলপাত্র নিয়ে চ'ল্ল, গুরুর ধারণা নিশ্চয় রাজাকে কোনও জানোয়ারে ধ'রে খেয়ে ফেল্‌বে, রাজা জল অন্বেষণ ক'র্‌তে গিয়ে গভীর জঙ্গলে উপস্থিত হ'ল, চারিদিকে হিংস্র জন্তু ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু রাজার উপর তারা কেউ হিংসা ক'রলে না। রাজা জল খুঁজে পায় না, গুরু পিপাসিত, চিন্তায় অধীর হ'য়ে প'ড়েছেন, হঠাৎ দেবর্ষি নারদ সেই পথে এসে উপস্থিত, রাজাকে দেখে দেবর্ষি জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, বাপু তুমি কি খুঁজ্‌ছ? রাজা ব'ললেন প্রভু! গুরু আমার পিপাসায় কাতর, আমি জলের সন্ধানে এসেছি, কিন্তু জল ত এ বনে পাচ্ছি না। নারদ ব'ল্লেন জল ত এ বনে নাই, আচ্ছা তুমি এই ফলটি নিয়ে যাও, তোমার গুরুকে দেবে, এই ফল খেলেই তোমার গুরুর পিপাসা দূর হবে। রাজা আনন্দের সহিত ফল নিয়ে চ'ল্‌ল, কিছুক্ষণ পরে গুরুর নিকট

পৌঁছাল, গুরু দেখ্‌লে, মরেনি ত এখনো, মনোভাব চেপে জিজ্ঞাসা ক'রলে জল পেয়েছ? রাজা ব'ল্লেন, আজ্ঞা না, জল পাই না, এক মহাত্মা একটি ফল দিয়েছেন, ব'লেছেন, এই ফল খেলেই পিপাসা দূর হবে। গুরু ব'ল্লেন এ ফলের নাম কি? রাজা ফলের নাম জানে না, ব'ল্লেন ফলের নাম আমি জানি না, গুরু ব'ল্লেন যাও, সত্বর ফলের নাম জেনে এস, রাজা আবার সেই পথে চ'ল্লেন। কিছু দূর গিয়ে আবার নারদের সঙ্গে দেখা হ'ল, করজোড়ে ব'ল্লেন প্রভু! এ ফলের নাম কি? অন্তর্যামী দেবর্ষি ব'ল্লেন, বাপু! আমি ত ফলের নাম জানি না, শিবের নিকট আমি এই ফল পেয়েছিলাম, আচ্ছা চল, আমি তোমায় নিয়ে শিবের কাছে যাই। যোগবলে নারদ সেই মুহূর্ত্তে রাজাকে নিয়ে কৈলাসে গেল। মহেশ্বরকে ফলের নাম জিজ্ঞাসা করায় তিনি ব'ল্লেন আমি ত জানি না, ব্রহ্মা আমায় এই ফল দিয়েছিল। এইরূপে কৈলাস, ব্রহ্মলোক, বিষ্ণুলোক ঘুরে বিষ্ণুর কাছে জানা গেল, এই ফলের নাম ফলের মধ্যেই আছে। রাজা ফল নিয়ে গুরুর কাছে এল; গুরু দেখে অবাক্, ভাব্‌ছে তাই ত মরেনি ত এখনো? করজোড়ে রাজা বল্লেন প্রভু! এই ফলের নাম, ফলের মধ্যেই আছে, ভাঙ্গলেই দেখ্‌তে পাবেন, গুরু ফল ভেঙ্গে দেখে, তাতে লেখা আছে "যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল" ফলের একভাগে ছবির মতন আঁকা

আছে, রাজার গুরুকে নরকে ফেলে যমদূত সব লোহার মুগুর মারছে, আর এক ভাগে আঁকা আছে, রাজা স্বর্ণ সিংহাসনে উপবিষ্ট, বিদ্যাধরীগণ চামর ব্যজন ক'রছে, দেখ বাপ্! **"যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল"**।

একটু গান হ'ক না গো—অনেক কথা ত হ'য়ে গেল, আমি একলাই বলব?—

গীত।

নাকের সোজা চল্‌তে হবে মন, শুন্‌রে গুরুর সার বচন।
দুই ধারে দুই নাসার ছিদ্র, যাওয়া আসা হচ্ছে কেবল—
তাহারি মধ্য, আছে দুয়ের মাঝে আর যে ছিদ্র;—
কর তার মাঝে মূল অন্বেষণ।
একে শীত একে উষ্ণ ভাই,
থাক্‌বি কিসে বলনা তুষ্ট মন তোরে সুধাই;—
দিবা নিশি হুঁস ফুঁসানি এতে কতদিন আর বাঁচবি ধন?
তোর ছট্‌ফটানি ঘুচে যাবে ভাই,
আয় না জোরে বাক্য ধ'রে ঘরে ঢুকে যাই,
বসে থাকবি রে চোরা কুটীরে সদাই হ'য়ে সচেতন।
যাঁর শাসনে জগৎ চলে সে ব'সে সেইখানে
দেখবি যদি মনরে পাগল, আয় শুদ্ধ মনে;
সেথা যমের বাপের নাই অধিকার,
সত্য স্বরূপ বচন॥

বিশ্বাস।

ঠাঃ। দেখ বাপ্! বিশ্বাস ভিন্ন উপায় নেই, বিচার ক'রে কি ক'র্‌বি, তাঁর সৃষ্ট অতি ক্ষুদ্র একটি পদার্থের কারণ নির্ণয় বিচারের দ্বারায় ক'রতে যাও, কিছু দূর গিয়ে বুদ্ধিবৃত্তি হারিয়ে যাবে, বিচার্য্য, বিচারক, বিচার, এক হ'য়ে যাবে। তাঁর সৃষ্ট, সবই অনন্ত,তাই বেদান্তের বাক্যা-নুসারে এবং তাঁর করণ কারণ দেখে তাঁর অস্তিত্ব স্বীকার ক'রে নাও—বেদান্তের সার বাক্য, অস্তি, ভাতি, প্রিয়, ঈশ্বর আছেন, তাঁর প্রকাশেই বিশ্ব প্রকাশ, এবং সে প্রিয়, ভালবাসার, এই সৃষ্টির সামঞ্জস্য দেখে, তিনি আছেন বিশ্বাস ক'রে তাঁকে ভালবাস, শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর, এই পাঁচ ভাবের যে ভাবে ইচ্ছা, গুরু, প্রভু, সখা, পুত্র, পতি, ষে ভাবে তোমার ইচ্ছা! যোগ, যাগ, তপস্যা, নাম, আদি যাই কর, মনে রেখো, এগুলি উপায়, উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ, উদ্দেশ্য ভুলে যেন উপায়ের পায়ে মাথা খুঁড়িস্‌নি! ভাত রাঁধার সমস্ত অনুষ্ঠান ক'রে যেন হাঁড়িতে চাল দিতে ভুলিস্‌নি, জন্ম জন্ম ব'সে জ্বাল দিলেও ভাত পাবি নি, অন্তঃসারশূন্য হ'স্‌নি, ধান আর আগ্‌ড়া, দেখতে একই রকম, কিন্তু আগ্‌ড়া অন্তঃসারহীন, অর্থাৎ তার ভিতর চাল নাই, তাই সে ত্যজ্য। তাতেই চৈতন্যদেব ব'লেছেন, ভগবৎ-কৃপালাভ উদ্দেশ্যশূন্য যোগী,

ন্যাসী, কর্ম্মী, জ্ঞানীর সঙ্গ ত্যাগ ক'রতে, তাতে যোগের দোষ বুঝায় না, কর্ম্ম জ্ঞানেরও দোষ বোঝায় না, মাত্র কর্ম্মীর দোষ। ঈশ্বর পাবার উদ্দেশে যে যোগ সেই যোগই যোগ, নচেৎ কর্ম্মভোগ মাত্র। মোট কথা উনানেই রাঁধ কি ষ্টোভেই রাঁধ, কাঠের জ্বালেই রাঁধ, বা কয়লার আঁচেই রাঁধ, উদ্দেশ্য ভাত, গুরুবাক্যে বিশ্বাস রাখা চাই, ইচ্ছাস্বত্বে গুরুর সঙ্গে অদ্বৈত ভাব আরোপ ক'রনি। প্রভু ভৃত্য, বা পিতা পুত্র ভাবটাই রাখবে, নাস্তিক হ'তে যেওনি, বেদান্ত বাক্যে সংশয়ও মহাপাপ, সে অস্তি, নিশ্চয় বিশ্বাস ক'রবে। আর না ক'রলেও উপায় নাই, অগত্যায়ও ক'রতে হবে। হাঁ রে কর্ত্তাহীন কর্ম্ম কি এত সুনিয়মে চলে? গুরুদাস! একটি গান গাও ত বাপ।

গীত।

তোমারি অন্ত কে পায়? মায়াময়,
তোমারি মায়াজালে, বদ্ধ জীবদলে, শকতি নাহি কারও
বারেক আঁখি মিলে চায়।
জগদুপাস্য তুমি তুমি হে উপাসক,
তুমিই ব্যাধি পুনঃ তুমি বটে ভিষক,
তুমিই হত পুনঃ তুমি হন্তারক, আছ, বা থাকিবে,
তুমিই অনাদি অব্যয়।

স্রষ্টারূপে তুমি করিছ সৃজন,
পাতারূপে পুনঃ তুমি কর পালন,
সংহারীরূপে নাশিছ ত্রিলোকে
তোমাতে উদ্ভব পুনঃ তোমাতে সবি লয়।
অলক্ষ্যে থেকে তুমি খেলিছ কত খেলা,
ভাবিত ভব বিধি বুঝিতে তব লীলা,
বিধি-পুরন্দর শশী দিবাকর মোহিত সুরনর
তোমার মোহিনী মায়ায়।

ঠাঃ। দেখ একজন মুটে রামায়ণ শুনতে গেছল্, গিয়ে শুন্‌লে, গায়েন গাচ্ছে "রাম তোমার নাম নিলে ভব নদী পার হওয়া যায়, পারের কড়ি লাগেনি,"—মুটে শুনে ভাব্‌লে আমায় ত দিন নদী পার হ'য়ে কাজে যেতে হয়, যেতে আস্‌তে দিন পয়সা লাগে, যাক্ আজ থেকে রাম নাম ব'লে পেরিয়ে যাব, যখন ভবনদী পার হওয়া যায়, সে না জানি কত বড় নদী! আর আমি যা পার হই, এত খুব ছোট নদী,—অক্লেশে পার হ'তে পার্‌ব। মনে মনে স্থির ক'রে নদীর ধারে গিয়ে জয়রাম ব'লে নাম্‌ল,—বিশ্বাসে পারও হ'য়ে গেল, এইরূপ কিছুদিন পার হ'য়ে প্রতিদিন পারে যে পয়সাগুলি লাগ্‌ত, সেই পয়সাগুলি নিয়ে আবার রামায়ণ শুন্‌তে গেল, গায়েন ঠাকুরকে ডেকে ব'ল্লে—ঠাকুর, আপনি আমার বড় উপকার ক'রেছেন, জীবনে আমার বহু পয়সা বাঁচবে, এই

কয় দিনের পারের পয়সা ক'টি আপনি নেন্। গায়েন ঠাকুর ভাবছে, কি ব'লছে, আমি ওর অনেক পয়সা কিসে বাঁচালেম; জিজ্ঞাসা ক'রলে বাপু! ব্যাপার কি বল দেখি? মুটে ব'ললে প্রভু! সেদিন আপনার মুখে শুনেছিলাম, রাম নামে ভবনদী পার হওয়া যায়, তাই সেদিন থেকে, আমার আর পারের পয়সা লাগেনি, আমি জয়রাম ব'লে পার হ'য়ে চ'লে যাই! তাই আপনাকে এই পয়সাকটি দিতে এসেছি, গায়েন ঠাকুর অবাক্! বলে—বল কি হে! আমায় দেখাতে পার? মুটে বলে সে কি ঠাকুর! আমি ত জলের উপর দিয়ে যাই, আপনি সম্ভব জল ছাড়া দু'হাত উঁচু দিয়ে যান,—গায়েন ব'ললে আচ্ছা চল, আমি তোমার সঙ্গে যাব, মুটে সঙ্গে চ'লল, নদীর ধারে গিয়ে 'জয়রাম' ব'লে মুটে নাম্ল, জল তার পায়ে লাগেনি, ব্রাহ্মণও দেখাদেখি 'জয়রাম' ব'লে নামল, কিন্তু বিশ্বাস নাই! ক্রমে তার একহাঁটু, এক উরুত হ'তে লা'গ্ল, ব্রাহ্মণ কাপড় গুড়াচ্ছে, শেষে কাঁছা খুল্বার যোগাড় ক'চ্ছে, মুটে ডাক্চে, আসুন ঠাকুর! ব্রাহ্মণ বলে—আরে বেটা কাপড় যে ভিজে যায়! মুটে ঘুরে চেয়ে দেখে, গায়েন ঠাকুর কাঁছা খুল্ছে, মুটে বলে, ও ঠাকুর! রামও ব'ল্বে, কাঁছাও খুল্বে, তা হ'লে হ'বে কেন? দেখ বাপু! বিশ্বাসের এমনি গুণ! ঠাকুর ভাবে গান ধরিলেন—

গীত।

সুখের মরণ মরবি যদি মন, তবে কররে মরণ সাধন।
সাধন ভজন জানবি কেবল জন্ম মরণ কারণ
মরতে যখন হবে তখন আগে হ'তেই মর,
মরার ভিতর তাজা জিনিষ, তার তদন্ত কর,
প্রেমের মরা ম'রতে পার্‌লে, এড়াবি জন্ম মরণ।
হঠাৎ মরণ পথে যেতে বড় দুঃখ হবে,
যাওয়া আসা থাকে যদি, ভয় ভেঙ্গে যাবে,
বারেক স্থির হ'য়ে তুই দেখ্‌রে ভেবে,
কোন ঘরে সুখের মরণ।
কত ভুলে ভুলে অন্তকালে, আঁখি উল্টাবে,
পাবিনা স্থান মরণ ঘরে, দূর ক'রে দেবে,
হ'চ্ছেই যখন শ্বাসের দোলন—
উল্টে ধরনা দুনয়ন॥

ঠাঃ। দেখ, প্রহ্লাদের বিশ্বাসের জোরে স্ফটিকস্তম্ভ হ'তে নৃসিংহ মূর্ত্তি প্রকাশ, ধ্রুবের বিশ্বাসের জোরে বনের বাঘ ভালুক তাকে হিংসা ক'র্‌ত না,—বিশ্বাসে দস্যু রত্নাকর 'মরা' মন্ত্র জপ ক'রে বাল্মীকি, বিশ্বাসে মহাত্মা কবীর রামানন্দের মুখনিঃসৃত রাম নাম নিয়ে সিদ্ধ হ'য়েছিল,—বিশ্বাসের জোরে রামদাস হনুমান্, শত যোজন সাগর অক্লেশে পার হ'য়েছিল, কেবল রাম নামে বিশ্বাস ছিল

ব'লে, আর রাম নামে বিশ্বাস বলেই বুক্ চিরে দেখিয়েছিল, তার বুকের মধ্যে রাম নাম লেখা আছে। বিশ্বাস হারিও না! বাপ্ গুরুদাস! একটু রামনাম গাও ত বাপ্!

গীত।

"জয় সীতারাম"

একবার মনের সাথে প্রাণ মিশায়ে বল রে ;—
বল হরে রাম হরে রাম দিওনা বিশ্রাম রে।
জয় নির্ব্বাণনায়ক নবদূর্ব্বাদলশ্যাম রে ;—
জয় নরকার্ণবতারণ নটবর নয়নাভিরাম রে।
জয় জানকী-মনমোহন নীলতনুনিন্দিত কাম রে,—
জয় মারমদমর্দ্দন রঘুনন্দন ঘনশ্যাম রে।
জয় হরকোদণ্ডভঞ্জন মনোরঞ্জন প্রাণারাম রে ;—
জয় জনকানন্দবর্দ্ধন জীবমূর্দ্ধনিবাসী রাম রে।
অনলে তৃণসম দহে পাপ জপিলে শ্রীরামনাম রে ;—
শিব বিরিঞ্চি নারদ ব্যাস অজ্ঞাতগুণগ্রাম রে।
জয় জয় রাম, জয় সীতারাম, জপ মন অবিরাম রে ;—
জপিতে জপিতে যাতনা জুড়াবে লভিবি পরম ধাম রে।
সঁপিছে পাগল করমের ফল তোমার চরণে রাম হে ;—
জয় রাঘবায় নমঃ দাও হে শান্তি
গুরুদাসে প্রাণারাম হে।

ঠাঃ। হাঁ বাপ্! বহু শাস্ত্র প'ড়ে কি হবে! প্রথম

ভাগের উপদেশ কটা পালন ক'রতেই যে বহু জন্মের দরকার রে! উপদেষ্টার অভাব নেই, পালনকারীর অভাব। যদি পরিত্রাণের আশা থাকে, তবে এক কথা নিয়ে ব'সে থাক্‌বে, আর যদি জাহির হ'য়ে গুরুগিরি ক'র্‌তে চাস্‌, তাহ'লে বহু দরকার, সাজসজ্জা বেশ, ভূষা, বচন, রচন, মন্ত্র-যন্ত্র, জটা-দাড়ি সব চাই, না হ'লে খদ্দের প'ট্‌বে না। ধর্ম্ম-বণিক হ'স্‌ না বাপ্‌! ধার্ম্মিক হবার চেষ্টা কর,— একটা গান শোন। ঠাকুর গাহিতে লাগিলেন,—

গীত।

তুই এক কথা রাখ মনে।
দু'শ পাঁচ'শ শিখলে ক্ষেপা, দুঃখ পাবি নিদানে॥
একে লক্ষ্য রেখে তুই অলক্ষ্য দেশ নে জেনে
পতঙ্গ সম হও রে আকুল, রূপ হেরে নয়নে॥
এক বিশ্বাসে থাক রে মন ভাব রে একজনে
বারাঙ্গনা সতী নারী হ'য়েছে কোন্‌ খানে॥
মূল ছেড়ে জল কোথা ঢালিস,
হিসাব নাই তোর কেনে—
বাড়ল পাগল দেঁতর হাসি কাণ্ড দেখে শুনে॥

গৃহস্থ ভক্তদের প্রতি।

আজ কতকগুলি গৃহস্থ ভক্ত এসেছে, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা ক'রছে, বাবা! আমাদের কর্ত্তব্য কি?

ঠাঃ। সকল কাজের মধ্যে তাঁর নাম, দিনান্তে আমায় আধঘণ্টা ক'র্‌তে হবে, এটা মনে রাখ্‌তে হবে। অলসতায় বা ভ্রমে যেমন সংসারের কাজ একটি বইতে দাও নি, তেমনি ভগবানের নাম করা যে আমার একটি মুখ্য কর্ত্তব্য, এটি বেশ স্মরণ রাখ্‌তে হবে। একটি গাই যদি এক পুয়া দুধ দেয়, অথচ রাত ১০টায় দুইতে হয়, সেটি যেমন অলসতা ক'রে বাদ দাওনি, এটিও তেমনি যেন কোনও দিন বাদ না পড়ে! ভূতের বেগার খাটবার সময়, পূর্ণ যুবকের উদ্যম নিয়ে যাও, আর যাঁর কৃপায় বেঁচে আছ, যিনি তোমার প্রয়োজন মত সমস্ত জিনিষ মুখের কাছে যুগিয়ে দিচ্ছেন, তোমার জন্য সদাই ভাব্‌ছেন, তোমার মনোরঞ্জনের জন্য পত্নীরূপে, প্রতিপালনের জন্য পিতারূপে, স্তন্যদুগ্ধ দানে মাতৃরূপে, সখ্যতায় বন্ধুরূপে, পিপাসানিবারণের জন্য জলরূপে, বাঁচিয়ে রাখ্‌বার জন্য বিশ্বপ্রাণ সমীরণরূপে, পরিপাকের জন্য বৈশ্বানর অগ্নিরূপে, খাদ্যের জন্য শস্যরূপে, শ্রবণ-কথনের জন্য আকাশরূপে, আনন্দ-দানের জন্য পুত্ররূপে, জ্ঞানদানের জন্য গুরুরূপে, সর্ব্বজ্ঞের জন্য

আত্মারূপে তোমার ভিতরে বাহিরে অবস্থান ক'র্‌ছেন, তাঁকে ভাব্‌বার বেলাই যত অলসতা! তখন এক মুহূর্ত্তে বৃদ্ধ হ'য়ে যাও! তাঁর নামসুধাপানে এত অগ্নিমন্দা! যদি কেউ বলে, একটু ভগবানের নাম করি এস, তখন বল, আর ভাই সমস্ত দিন খেটে খুটে পারিনি, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে যদি কেউ বলে, আজকের বৃষ্টিতে মাছ উঠ্‌বে, চল যাই, তখনই অমাবস্যার রাত্রে লাঠিলণ্ঠন নিয়ে, মরা-বাঁচার চিন্তা না ক'রে দৌড়াবে, জগতের কোনও বাধা তোমায় আর ধ'রে রাখ্‌তে পার্‌বে না। বাপু! সমস্ত জীবনটা যা ক'র্‌ছ, সব ত দায়ে প'ড়ে, স্বেচ্ছায় একটু কিছু কর না। প্রাণপাত ক'রে অর্থসঞ্চয় ক'র্‌ছ, কিন্তু গিন্নীর বিনা হুকুমে একটি পয়সায় হাত দিবার যো নাই। স্মরণ ক'রে দেখ দেখি, যতদিন অর্থ নিয়ে ব্যবহার ক'র্‌ছ,—মাত্র দায়ে প'ড়েই খরচ ক'রেছ কিনা? স্বেচ্ছায় বোধ হয় কাকেও দু'পয়সা দিতে পারনি, এই প্রাণের দায়ে, মানের দায়ে, পেটের দায়ে, লজ্জার দায়ে, সমাজের দায়ে, মাতৃদায়ে, পিতৃদায়ে, কন্যাদায়ে, ইত্যাদি সব দায়ে প'ড়ে! বোঝ দেখি বাপ্‌! যে অর্থ মাত্র দায়ে প'ড়েই দিতে হয়, স্বেচ্ছায় দিবার সাধ্য নাই, সে অর্থ কি তোমার হ'তে পারে? তুমি ত ভাণ্ডারী! যেন প্রভুর হুকুমে দিচ্ছ! কর্ত্তব্য চাবুক মেরে তোমায় দেওয়াচ্ছে! যদি তোমার নিজের অর্থ,

তবে স্বেচ্ছায় কিছু ব্যয় কর. অর্থাৎ না দিলেও সে কিছু ক'র্‌তে পারেনি, তবু আমি প্রয়োজন দেখে দিলাম, সেই ত প্রকৃত তোমার অর্থ! শঙ্করাচার্য্য ব'লেছেন,—

অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যম্,
নাস্তি ততঃ সুখলেশং সত্যম্।
পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ,
সর্ব্বত্রৈষা কথিতা নীতিঃ॥

শাস্ত্রে আরও ব'লেছেন,—

অর্থানামর্জ্জনে ক্লেশস্তথৈব পরিরক্ষণে।
নাশে দুঃখং ব্যয়ে দুঃখং ধিগর্থান্ ক্লেশকারিণঃ॥

বাপু, অর্থের সদ্ব্যবহার কর, সংসারী সংসারীর কর্ত্তব্য পালন ক'র্ত্তে পার্‌লে সন্ন্যাসী হ'তে নিকৃষ্ট নয়। দেখ, একটি গাছে শুক-সারি দু'টি পাখী থাক্‌ত, ঘটনাচক্রে দুটি পথিক ঐ গাছতলায় রাত্রিবাসের জন্য রইল, কিছু কাঠ সংগ্রহ ক'রে আগুন জ্বেলে ব'সে আছে, এমন সময় শুক এসে পৌঁছাল, সারিকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে এরা কে? সারি ব'ল্লে পথিক, আজ এই গাছতলায় আশ্রয় নিয়েছে। শুক ব'ল্‌লে সারি! তাহ'লে ওরা ত আজ আমাদের অতিথি, আমরা গৃহস্থ, অতিথি উপবাসী থাক্‌লে মহাপাপ, গৃহস্থ-ধর্ম্ম নষ্ট হবে, কিন্তু অন্য খাদ্য আমি কোথায় পাব? আমি আমার দেহদানে আজ অতিথির সৎকার ক'র্‌ব। এই কথা ব'লে শুক পথিকদিগে সম্বোধন ক'রে ব'ল্‌লে, মহাশয়গণ,

আপনারা আজ আমার অতিথি। অতিথিসৎকার গৃহস্থের ধর্ম্ম! আমার ত অন্য কিছু নাই, তাই আমি স্বেচ্ছায় আমার দেহ আপনাদের সেবার জন্য দিচ্ছি, উপেক্ষা ক'র্‌বেন না। এই ব'লে শুক প্রজ্বলিত অগ্নির উপর প'ড়ে গেল, প্রজ্বলিত অগ্নির তেজে সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু হ'ল। সারি দেখে ভাব্‌লে, স্বামীর দেহেও ত অতিথিদের পূর্ণভোজন হবে না, তবে আর কেন? 'জয় স্বামী' ব'লে আগুনে প'ড়্‌ল. পথিকরা অবাক্! দেখ বাপ! গৃহস্থের কর্ত্তব্য কি ভীষণ! সন্ন্যাসী হ'তেও কঠিন ব্রত নয় কি? ধড়া চূড়া বেঁধে লোটা চিম্‌টে নিয়ে না বেরুলে ভগবান্ মিলে না—কে ব'লেছে? ভগবান্ কি পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে যে, তাকে খুঁজে ধ'রতে হবে? কিছু ক'র্‌তে হবে না, দিনান্তে সংসার-কর্ত্তব্য শেষ ক'রে আত্ম-কর্ত্তব্যটা ঠিক রেখো! হাজরিটা দিয়ে রেখো। যে চাকর প্রতিদিন কাজে হাজির থাকে, বিশেষ কাজ না ক'র্ত্তে পার্‌লেও মণিবের একটা লক্ষ্য থাকে যে, লোকটার কামাই নাই। ডাক, ডাক, ডাকার ভুল ক'রনি, তা না হ'লে যাবার সময় বড় ঠকা বোধ হবে, মহাত্মা তুলসীদাস ব'লেছেন,—

দয়া ধরম কি মূল হ্যায়, নরক মূল অভিমান।
তুলসী দয়া ছোড়িও মৎ যব কণ্ঠাগত প্রাণ॥

ধর্ম্মের মূল দয়া, নরকের মূল অভিমান,

দয়া ছেড়ো নি। চৈতন্যদেবও ব'লেছেন, জীবে দয়া, নামে রুচি। আজকাল হ'য়েছে কি জান বাপ্! কেউ ভবিষ্যৎ চিন্তা দূর ক'র্‌বার জন্য মরাইয়ে ধান, বাক্সে টাকা বেঁধে রাখ্‌ছে, আর কেউ তার পাশের বাড়ীতে অন্নাভাবে জীবন ত্যাগ ক'র্‌তে ব'সেছে, বেশ্যালয়ে গিয়ে মুহূর্ত্তমধ্যে রাশি রাশি অর্থ ব্যয় ক'র্‌ছে, ভিখারীকে একটি পয়সা দিবে না, যে মুহূর্ত্তে ভিখারীকে গলাধাক্কা দিবার ব্যবস্থা ক'র্‌ছে, সেই মুহূর্ত্তে যদি বাড়ীর ভিতর থেকে খবর আসে, ছেলের ধনুষ্টঙ্কার হ'য়েছে, গিন্নি মাথা কুট্‌চে, অমনি কর্ত্তব্য চাবুক হাঁক্‌রাতে লাগ্‌ল, নিয়ে আয় ডাক্তার, বাস্ এক মুহূর্ত্তে বিশ টাকা বেরিয়ে গেল! মৃত্যুকে কিও উপায় নাই, তার উপর নালিশ চলে না। বাপু ম'র্‌তে হবে, সসাগরা ধরণীর অধিপতি হ'লেও ম'র্‌তে হবে। রাজাই হও, বাদ্‌সাই হও, পেট ভর্‌লে আর খেতে পারবে নি, তবে বাপু দুমুঠো ভাতে যখন তোমার পেট ভ'রে যায়, তখন অত খেটে মর কেন? অবস্থার উপর সন্তুষ্ট থাক, মহাত্মা তুলসীদাস ব'লেছেন,—

গোধন, গজধন, আউর রতনধন খান।
যব আওত, সন্তোষ ধন, সব ধন ধূলিকা সমান॥

কর্ম্ম ক'রে যাও, ফলের জন্য ভেবো না,— কর্ম্মেই তোমার অধিকার, যা হবার তা হবে,—কথাটা মনে রেখে কর্ম্ম ক'রে যাও।

যুক্তির দ্বারা নাম করা উচিত।

ঠাকুর ভক্ত-সঙ্গে।

(স্থান—আশ্রম কুটীর)

ভক্তদাস, গুরুদাস, পরমানন্দ, রাঘবানন্দ প্রভৃতি।

পঃ। বাবা, কেউ কেউ বলেন, কলিতে যোগ যাগ তপস্যায় কিছু হবে না, কলিতে নামই সত্য,—

ঠাঃ। কলিতে নাম সত্য, আর সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরে কি মিথ্যা ছিল? যা সত্য, চিরকাল সত্য। যেমন ভাব প্রকাশের জন্য ভাষা, তেমনি বস্তু প্রকাশের জন্য নাম। নাম উচ্চারণের পূর্ব্বে নামধারীকে স্মরণ হয়, তুমি আমার নাম ক'রবার পূর্ব্বেই আমার মূর্ত্তি তোমার মনে হবে, তাই কলিযুগে নামের ব্যবস্থা, কিন্তু যারা ব্রহ্মকে কোনও পদার্থ ব'লে স্বীকার করে না, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সকল বিষয়ই মিথ্যা, এ জ্ঞান যাদের হ'য়েছে, তারা মান্‌বে কেন? রূপ বা গুণ নিয়েই ত নামকরণ হয়, তারা বুঝেছে ব্রহ্ম নির্গুণ, নিরাকার, তা হ'লে নাম ক'রবে কার?

পঃ। আজ্ঞে চৈতন্যদেব ব'লেছেন, কলিতে নাম ভিন্ন গতি নাই।

ঠাঃ। ঠিকই ব'লেছেন, চৈতন্যদেব কি মিথ্যাবাদী? তবে কি জানিস্, ওটা প্যাটেণ্ট ঔষধ, অধিকাংশেরই উপকার হবে। তিনি দেখ্‌লেন—মোটেই কিছু

করে নি, না করার চেয়ে করা ভাল, ঈশ্বরের নাম মনে ক'রে "হরি হরি" কি "রাম রাম" করুক। আবার তিনিই ব'লেছেন, "কোটী জন্ম করে যদি নাম সংকীর্ত্তন, তথাপি না পায় ব্রজের ব্রজেন্দ্রনন্দন! অর্থাৎ চঞ্চলমনা টিয়া পাখীর মত নাম ক'রলে কি হ'বে? কলের গানেও হরি-নাম গাচ্ছে,—তা হ'লে কি উদ্ধার হ'য়ে যাবে? চৈতন্য-দেবের উদ্দেশ্য, ছড়ান মনটা অনবরত নাম ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে, একমুখী হ'ক, পরে কর্ত্তব্য নিজেই নির্ণয় ক'রে নিবে, আর প্রথম প্রথম পথে নামাবার জন্য সুবিধা দেখিয়েছেন, একবার কৃষ্ণ নামে যত পাপ হরে, পাপীর কি সাধ্য বল তত পাপ করে? কিন্তু আবার ব'লেছেন, তৃণাদপি সুনীচেন, হিংসা নিন্দা ত্যাগ দিয়ে মনে প্রাণে ঐক্য ক'রে, তা হ'লে যুক্তি চাই, মনে প্রাণে, কি উপায়ে এক করা যায়, জান্‌তে হবে, তা হ'লে যোগের সাহায্য নিয়ে যুক্তির দ্বারা নাম ক'রতে হবে! শুধু গলাবাজী ক'র্‌লে হবে না। মহাত্মা তুলসীদাস ব'লেছেন, "নাম রতন পায় কর্‌ত, গাঁট বাঁধ না খোল। নাহি পন নাহি পরখ, নাহি গ্রাহক নাহি মূল॥" যদি পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিতে নাম রতন পেয়েছিস্‌, গাঁট বেঁধে রাখ্‌, খুলিস নি, এর গ্রাহক নাই, মূল্য নাই।

পঃ। বাবা আজকাল সব দেশে দেশে ঘুরে ঘুরে যেচে যেচে নাম বিলি ক'র্‌ছে।

ঠাঃ। বাপু, যেচে দিলেও নিবে কেন? যদি নেয়,

ব্যবহার ক'র্‌বে নি, যে গুড় খেয়েছে, সে জল খুঁজে খাবে, যে টক্‌ খেয়েছে, তাকে জল দিলেও খাবে নি, জোর ক'রে দাও, কুল্‌কুচা ক'রে ফেলে দিবে। বাপু! এটি হিন্দুধর্ম্ম, অবস্থা বুঝে ঔষধের ব্যবস্থা আছে। নাড়ী ধ'রে বায়ু পিত্ত, কফের কোন্‌টা বেশী কম হ'য়েছে দেখে ঔষধ দেয়. এ দেশে এক নিয়ম খাটিবে নি। সাধন ভজনটা কি জানিস্‌? মরণের আখ্‌ড়া দেওয়া। এখন থেকে আখ্‌ড়া দিয়ে রাখ্‌লে, সে সময় ভুল হবে নি। কিন্তু শেষপর্য্যন্ত কে থাক্‌বে, বিচার ক'র্‌তে হবে, শেষের সময় হাত পা অবশ হবে, চোখে দেখ্‌তে পাবে না, কাণে শুন্‌তে পাবে না, বাক্‌ রোধ হ'য়ে যাবে, কিন্তু বায়ু শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত থাক্‌বে—তা হ'লে বায়ুর সঙ্গে যদি নাম গেঁথে দেওয়া যায়, তবেই শেষের মুহূর্ত্তে উপকার দিবে! তখন গলাবাজী চ'ল্‌বে না। আরও একটা বিচার ক'রে দেখ, যদি মূর্ত্তিদর্শন ভিন্ন ঈশ্বর সাধনা না হয়, তাহ'লে অন্ধের হবে না, যদি নাম শ্রবণ ভিন্ন না হয়, তাহ'লে বধিরের হ'ল না, যদি নাম-কথন ভিন্ন না হয়, তাহ'লে বোবার হ'ল না, যদি তীর্থ-ভ্রমণ ভিন্ন না হয়, তাহ'লে খঞ্জের হ'ল না, যদি অর্চ্চনপাদ-সেবা ভিন্ন না হয়, তাহ'লে পঙ্গুর হ'ল না, তাহ'লে সম্পূর্ণ-অবয়ব সবল নিরোগী ব্যক্তি ভিন্ন ঈশ্বর সাধনা হবে না। এই কি তাঁর উদ্দেশ্য? তা নয়, তা নয়, ভেবে এমন একটা সাধনার জিনিষ বার কর, যা সকলের আছে, বা সব সময়

থাকে। সেটি আমাদের শ্বাস, প্রশ্বাস ; অন্ধ, খঞ্জ, বধির, মূক, পঙ্গু সকলেরই আছে, ঐ প্রাণের সাহায্যে নাম জপ ক'র্‌তে হবে। তাহ'লে তোমার প্রকৃত স্মরণ করা হবে। প্রাণ স্থির হ'লে মন স্থির, মন স্থির হ'লেই দৃষ্টি স্থির, মন প্রাণ দৃষ্টি যদি স্থির হ'ল, আর কি চাও? মনই ইন্দ্রিয়দের পরিচালক, মন যদি স্থির হ'য়ে গেল, ইন্দ্রিয়গণ বাধ্য হ'য়ে স্থির হবে, মন না দেখ্‌লে চোখের দেখা দেখাই নয়, মন না শুন্‌লে কাণের শোণা শোণাই নয়, মন যদি কোনও বিষয়ে চিন্তা করে, সে সময় সাম্‌নে দিয়ে লোক গেলে দেখা যায় না, কেউ ডাক্‌লে শোনা যায় না, সুতরাং মনকে স্থির ক'র্‌তে হবে, আজিই সে স্থির হ'তে চাইবে না, বহুকাল এলো মেলো বেড়াচ্ছে, তার পেছনে পাহারায় থাক্‌তে হবে, বিবেককে তার পেছনে পাহারায় রাখ, অন্য দিকে গেলেই ফিরিয়ে আনুক, তবে সে অবলম্বনশূন্য হ'য়ে এখন থাক্‌বে না ; যেমন বালকের হাত হ'তে পুতুল কেড়ে নিতে হ'লে মুয়া দিতে হয়, তেমনি তাকে একটা কিছু কাজ দিতে হবে, মনকে ঐ কাজ দাও, শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম জপ ক'রুক্, এই প্রণালীতে নাম কর, নামের নীরসতা ঘুচে যাবে, সরস হবে, নাম নামী অভেদ বোধ হবে। নইলে খড় তোল, গরু তোল, কপাট খোল, হরিবোল সবই এক।

গুরুদাস সেই গানটি গাও ত বাপ—

'মুখে জয় সীতারাম বলিতে বলিতে',—

গুঃ—মুখে জয় সীতারাম বলিতে বলিতে, বন্ধুগণ মুখে
শুনিতে শুনিতে, কবে আমার জীবন যাবে।
সহস্রারজ্যোতিঃ দেখিতে দেখিতে,
অনাহত ধ্বনি শুনিতে শুনিতে,
অন্তর্জগতে ভ্রমিতে ভ্রমিতে
কবে আমার জীবন যাবে?
অজপায় নাম জপিতে জপিতে,
হৃদয়ে মূর্ত্তি তব আঁকিতে আঁকিতে,
ব্রহ্মে লগ্ন মন থাকিতে থাকিতে,
ক্ষুদ্রবিন্দু মহাসাগরেতে মিশিবে ;—
যেভাবে এসেছি যেন সেইভাবে পারি যেতে,
বাসনা কামনা সব, থাকে প'ড়ে এ জগতে,
ক্ষুদ্র জ্যোতিঃ যেন মিশে সে মহাজ্যোতিতে,
এ দীন ভাবিছে, ভবে সেদিন আসিবে কবে?

আহা! বেশ গান, দেখ্ বাপ! নির্গুণ ভাব্টা অন্তরে রাখ্‌বি, আর বাইরে সগুণ দেখ্‌বি, আর রসনায় নাম ব'ল্‌বি, তাহ'লে আট ঘাট বাঁধা রইল, কারো সঙ্গে বিবাদ হবে নি, রসগোল্লার মত উপরে রস, ভিতরে রস, বড় মধুর হবে, নীরস মরুভূমি দিয়ে হাঁট্‌বার দরকার কি? সরস সরল পথ থাক্‌তে?

ব্রহ্মচারীদের প্রতি।

(স্থান—খ'ড়ের ধার)

ভক্তদাস, গুরুদাস, রাঘবানন্দ, সেবানন্দ, পরমানন্দ, বড় সত্যানন্দ, সত্যানন্দ, জ্ঞানদা, আশুতোষ, হেমাঙ্গপ্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ঠাকুর।

ঠাঃ। দেখ্ বাপ্! জোর ক'রে কিছু ক'র্‌তে যাস্ নি, সব সময় সাপেক্ষ, ফল ধ'র্‌লে ফুল আপনি খ'সে যাবে, সব ভুল হ'য়ে যাবে, নইলে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, সবই বেশ ভোগ করা হ'চ্ছে, রসনায় আস্বাদ বিস্বাদ, নাসায় দুর্গন্ধ সুগন্ধ, কর্ণে শ্রাব্যাশ্রাব্য, চক্ষুতে সুন্দর কুৎসিত, চামড়ায় স্পর্শ, সমস্ত জ্ঞানই আছে, আহার নিদ্রা মৈথুন, ভয়, ক্রোধ, সবই আছে, অথচ কর্ম্ম ক'র্‌বার বেলা গুণাতীত হ'য়ে ব'স্‌লে চ'ল্‌বে কেন? এখনও আদরে আনন্দ আছে, উপেক্ষায় অভিমান আছে, লোকসানে দুঃখ আছে, তোষামদে নেশা হয়, যশে ফুর্ত্তি হয়, অথচ মুমুক্ষু হ'য়ে ব'স্‌লে চ'ল্‌বে কেন? সেটা অলসতা বা দুর্ব্বলতা ভিন্ন কিছু নয়, তমোগুণের ক্রিয়া কি জানিস্! অলসতা, তন্দ্রা, ভ্রম, প্রমাদ। মনে ক'চ্ছ খুব বৈরাগ্য হ'য়েছে, তা নয়, সে বৈরাগ্যে মোক্ষ পাবে না।

পঙ্গু ক'রে দেবে, ভিতরে সঙ্কল্প চেপে রেখে বাহ্য ইন্দ্রিয় দমন, কপটতা বা ধূর্ত্ততা ভিন্ন কিছু নয়, মাত্র প্রভুত্ব ক'র্‌ব এই আশা! ওরে আগে দাসত্ব কর্‌, তবে ত প্রভুত্ব! আগে উপার্জ্জন কর্‌, তবে ত ব'সে খাবি। ধর্ম্ম যে মোক্ষের সোপান, সৎকর্ম্মের দ্বারা প্রারব্ধ ক্ষয় ক'র্‌তে হবে, সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে চিত্তশুদ্ধি হবে, চিত্ত নির্ম্মল হবে, তবে ত তাতে আত্মজ্যোতিঃ প্রতিফলিত হবে। আমি মোক্ষকামী ধর্ম্মকাজ ক'র্‌ব না, পাগলের প্রলাপ ভিন্ন কি বলা যায়, এ কথা বিজ্ঞাপন ক'র্‌তে হবে কেন? উপর থেকে তার ব্যবস্থা হবে, অনাসক্ত হ'য়ে কর্ত্তব্য যা সামনে পড়ে, ক'রে যাও, যদি বল ফল-কামনা না ক'র্‌লেও কর্ম্মের স্বভাব, সে ফল প্রসব ক'র্‌বে, শাস্ত্র তারও বিধি দিয়েছে, কর্ম্মফল ইষ্টে অর্পণ ক'র্‌তে হয়। তাহ'লে ঐ বীজে আর গাছ হবে না, কারণ সিদ্ধ করা ধানে আর গাছ হবে না, তবে আন্তরিক দিতে হবে, মুখে 'কৃষ্ণায় নমঃ' ব'লে যশের জন্য কাণ পেতে থাক্‌লে চ'ল্‌বে না, বাপ্‌ সব! তাঁকে ভালবাস্‌ব ব'লে ভালবাস, কিছু চেও না, মোক্ষ, মুক্তি, সিদ্ধি, আরোগ্য, কিছু না, শুধু তোমায় ভালবাস্‌ব, ধর্ম্মবণিক হ'স্‌নি, কর্ত্তব্য সম্মুখে এলে সিংহের মত তাকে আক্রমণ ক'রে সমাধা ক'র্‌বে। তবে পূর্ব্ব হ'তে মাত্র কর্ম্মেরি জল্পনা-কল্পনা কর নি, বাহ্যে পেলে পাইখানা যাবে, "পাইখানা, পাইখানা,"

চিন্তা ক'রনি, আত্মার মোক্ষ, জগতের হিত, সাধুর কর্ত্তব্য, যদি তাই না ক'র্‌বে ত জনসঙ্গে কেন? ধড়াচূড়া বেঁধে আশ্রম ক'রে, বচন রচন দিয়ে, তাদের খাবে, তাদের উপকার কিছু ক'র্‌বে না। দেখ বাপ্‌! জ্ঞান-দানের তুল্য দান নাই, দয়ার তুল্য ধর্ম্ম নাই, তুমি মোক্ষকামী সংসারে কেন? পর্ব্বত-গুহায় যাও, তা নয়—সুখটিও চাই, ক'র্‌বও না কিছু, সে ত প্রবঞ্চক। সাবধান, তুমি সাধু, যে কোনও উপায়ে জগতের হিত কর, জগতের সেবা কর, তিনিই নিজ মুখে ব'লেছেন, "বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্‌। বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি, তেজস্তেজস্বিনামহম্‌॥

উপনিষৎ ব'লেছেন,—

এবং যঃ সর্ব্বভূতেষু, পশ্যত্যাত্মানমাত্মনা।
স সর্ব্বে সমতামেতৎ ব্রহ্মাভ্যেপি পরং পদম্‌।

শঙ্করাচার্য্য ব'লেছেন,—

ভব সম চিত্ত, সর্ব্বত্রত্বং,
বাঞ্ছস্য চিরাদ্‌, যদি বিষ্ণুত্বং।

গুরু নানক ব'লেছেন,—

পাথর পূজে চুতিয়া, পুছ পুছ পস্তায়,
নানক পূজে আত্মা, ঘট ঘট শালগ্রাম।

মহাত্মা তুলসীদাস ব'লেছেন,—

সব কই ঘট্‌মে হরি বৈঠা হ্যায়,
পাছান তা নেহি কৈ।
আপকো নাভিকা গন্ধঃ মৃগ নাহি জান ত,
ঢুঁড়ত ব্যাকুল হৈ ॥

আরও দেখ, কৃষ্ণ অবতারে ভগবান্ দেখিয়েছেন, অনাসক্ত ভাবে কর্ম্ম কিরূপ ক'র্‌তে হয়, তার কি কর্ম্ম ক'র্‌বার কিছু দরকার ছিল? না কোনও স্বার্থ ছিল? তুমি কি কৃষ্ণ অপেক্ষাও যোগী? তিনি আসক্তি ত্যাগ ক'রে কর্ম্ম ক'রেছেন, আর তুমি কর্ম্ম ত্যাগ ক'রে আসক্তি রেখেছ, উল্টা বুঝ্‌লি রাম! নিষ্কাম মানে কি কর্ম্মে শক্তি-হীনতা? নির্গুণ মানে কি গুণহীন? ব্রহ্মের কোনও শক্তি নাই? আর তার কোনও গুণ নাই? কেমন? ওরে তা নয় তা নয়, অমূল্য মানে মূল্যহীন নয়, মূল্য দেওয়া যায় না। বিশেষতঃ যারা অকৃতদার, তাদের কর্ত্তব্য আরও গুরু, তারা বিধিনির্ণীত কর্ত্তব্যকে ঠেলেছে, কেন ঠেলেছে, স্বাধীনপ্রাণে বিশ্বের কল্যাণ ক'রবে ব'লে, তা দিকে কোনও কাজে বাধা পেতে হবে না, তা দিকে পিছু-দিকে তাকাতে হবে না, কেবল সম্মুখের দিকে ছুট্‌বে, সে ত নিজের জন্য কিছু ক'রছে না, সে যা ক'রছে, স্বার্থে নয় পরার্থে, তা না ক'রে অলসতাকে প্রশ্রয় দিয়ে বৈরাগ্যের দোহাই দিয়ে পরের মাথায় কাঁঠাল রেখে শুধু ব'সে খাবে,

সেটা ঘোর তমোগুণের লক্ষণ, খুব সাবধান,দেখ মহাজনরা কি ক'রে গেছেন, রাম, কৃষ্ণ, পরশুরাম, গৌরাঙ্গ, বামন, বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য্য, রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিবেকানন্দ, সকলেই কাজ ক'রেছেন, যাঁর যেমন আধার। এটা যে কর্ম্মক্ষেত্র, এখানে যখন আসা হ'য়েছে, তখন অবিচারে স্বীকার কর, কর্ম্ম ক'রতে এসেছি, ঋণ শোধ ক'রতে এসেছি, জোর ক'রে না কর. আবার আস্‌তে হবে, তাই শাস্ত্রে ব'লেছেন,

"যাবন্ন ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটীশতৈরপি"।

কোটী কল্পেও যদি কর্ম্মক্ষয় না হয়, বিশ্রাম দুরাশা। ভাব, কাজ ক'রলেই ত কাজ ফুরাবে, হাঁটলেই ত পথ ফুরাবে। এখন আমার কথা না শুন্‌তে পার, মনে মনে অহংব্রহ্ম হ'তে পার, কিন্তু মনে রেখো—

অবশ্য মেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্।

কর্ম্ম ভিন্ন কর্ম্ম ক্ষয়ের দ্বিতীয় উপায় নাই। পিপাসা নিবারণের জন্য জলই একমাত্র উপায়, যদি বল, জ্ঞানাগ্নিদগ্ধ-কর্ম্মানং, সে জ্ঞানের উৎপত্তিও কর্ম্মের দ্বারায়, সৎকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি না হ'লে জ্ঞানের প্রকাশ হয় না। ওরে নাতোয়ান প্রজার দুনা মাল্‌গুজারি। কর্ম্মশূন্য থাকিস্‌ নি, ভাঙ্গা ঘরে ভূতের বাসা, জোর ক'রে গুরু সাজিস্‌ নি, বাহিরে কর্ম্ম ছাড়্‌লে যদি মুক্তপুরুষ হয়, তা হ'লে পঙ্গুর

মত মুক্ত পুরুষ ত কেউ নয়, তাকে যে ধ'রে হাগাতে হয়। দেখ বাপ্! নিজের মতে চলিস্নি, জোর ক'রে প্রভু হ'তে যাস্নি। সব যাবে, কাজ ক'রে যাও, পুরস্কারের জন্য ভাবতে হবে নি, তবে কাজেরও প্রকারভেদ আছে, মাটী কাটার নামও কাজ, কিন্তু সকলের জন্য ব্যবস্থা নয়। অবস্থা বিশেষে কর্ম্মের ব্যবস্থাও আছে। কর্ম্ম তিনপ্রকার, কায়িক, বাচনিক, মানসিক. তার মধ্যে যার বৃত্তিতে যেটি খাপ খায়, সদ্গুরুর আদেশ অনুসারে সে সেইরূপ কাজ ক'রবে। আর যদি মোক্ষই চাস্, জগতের সেবা করা মোক্ষলাভের সরল পথ নয় কি! মনে কর একটি মানুষকে যদি ঠিক ভালবাসা যায়, তাকে ভাব্‌তে ভাবতে কত সময় আমি ভুল হয়ে যায়, কিন্তু ঐরূপ পাঁচ দশ বিশ ক'রে যখন সারাজগৎকে ভাল বাস্‌তে পার্‌বি, তখনি ত আমি ভুল হ'য়ে যাবে! জগৎকে ঈশ্বর জ্ঞান হবে. "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" জ্ঞান এসে যাবে. তাহ'লেই ত হ'ল, বিয়ে ক'রে সংসারী হ'লে টাকা চাই চাই করতিস্, এও মোক্ষ চাই মোক্ষ চাই কর্‌ছিস্। একই কথা, দেহি দেহি ত ঘুচ্‌ল না। কারো সঙ্গে মিশ্‌বার যো নাই, তাহ'লে মোক্ষ পাব না, কিছু কাজ কর্‌বার যো নাই —তাহ'লে মোক্ষ পাব না, কারো সঙ্গে কথা কইবার যো নাই, মোক্ষ খারাপ হ'য়ে যাবে। এত বন্ধনের বিনিময়ে বন্ধন, ভুল সেরে নে, ভুল সেরে নে, অবস্থা মত কাজ ক'রে যা, সংসারার হাত পা

বাঁধা, তাদের মাথায় যে কর্ত্তব্য আছে, তাই তাদের যথেষ্ট। তোমরা স্বাধীন, সাধ্যমত সৎকর্ম্ম কর, অন্ততঃ যতদিন কর্ম্ম আছে, সময় হ'লে তিনি অবসর ক'রে দিবেন, কি হবে, তোমার ভাববার দরকার কি? সদসৎবিচার ক'রে অনাসক্ত ভাবে কর্ম্ম ক'রে যাও, যখন তোমার ইচ্ছায় আপনি কর্ম্ম হ'য়ে যাবে, তখন কর্ম্ম ত্যাগ; আর কর্ম্ম ক'রতে হবে না। তুমি ক'রতে চাইলেও তিনি ক'রতে দিবেন না।

প্রশ্নোত্তর।

(স্থান—হরিভজনকুটীর)

ভক্তসঙ্গে ঠাকুর, পরমানন্দ, বড় সত্যানন্দ, ছোট সত্যানন্দ, ভক্তদাস, গুরুদাস প্রভৃতি।

ভক্তদাস। আচ্ছা বাবা কি ধ্যান ক'রব?

ঠা। যা তোমার ভাল লাগে! অর্থাৎ যাকে ভালবাস, মহর্ষি পতঞ্জলি ব'লেছেন,—

"যথাভিমতধ্যানাদ্বা"—

ভ। বাবা আমাদের ভালবাসার কি একটা স্থির হ'য়েছে, কখনও এটা কখনও ওটা,—

ঠা। তবে কোনও চিন্তা না ক'রে স্থির হবার চেষ্টা ক'রবে, কোনও সঙ্কল্প আস্‌তে দিবে না।

ভ। মন কি কর্ম্মশূন্য হ'য়ে থাক্‌বে বাবা!

ঠা। ঐ যে কর্ম্ম রইল, সঙ্কল্প তাড়ান! যোগের পঞ্চম অঙ্গ প্রত্যাহার-মনকে প্রাণের সঙ্গে রাখবার চেষ্টা। টলে জীব, অটলে শিব। প্রত্যাহার পরিপক্ক হ'লেই ধ্যান।

ভ। বাবা! অবলম্বন শূন্য হ'য়ে থাকা আমাদের পক্ষে কষ্টকর, বা দুরাশা!

ঠা। তবে ..…অনুষ্ঠানে বিনা কল্পনায় যে জ্যোতি দর্শন হবে, তাই ধ্যান ক'রবে—

ভ। বাবা প্রতিদিন ত দর্শন হয় না।

ঠা। নাই বা হ'ল, কোনও বস্তু একবার দেখ্‌লে, তারপর না দেখ্‌লেও কি সে বস্তু স্মরণ হয় না—

ভ। আজ্ঞা তা হয়।

ঠা। তবে তাই চিন্তা ক'রবে। কেউ কেউ গুরু মূর্ত্তিও চিন্তা করেন, কিম্বা রাম, কৃষ্ণ, কালী, শিব প্রভৃতি ও চিন্তা করেন।

ভ। আচ্ছা বাবা! আপনি যে ব'লেছিলেন,—মুদ্রা মানে ঘরে খিল দিয়ে নির্জ্জনে বসা, কিন্তু মুদ্রা এঁটেও দেখেছি, তখনও ভিতরে গোলমাল থাকে।

ঠা। তা থাক্‌বে বৈ কি? যদি পাঁচজন লোক ঘরে ঢুকিয়ে খিল দাও? কিম্বা ঘরে লোক আছে তখন খিল দাও? তাহ'লে? ঘর খালি ক'রে খিল দাও। তার ক্রিয়া ত তোমরা পেয়েছ. ইচ্ছা মাত্রেই সঙ্কল্পশূন্য হ'তে পারবে।

ভ। আচ্ছা বাবা! সাধন করা কিসের জন্য?

ঠা। প্রকৃত বিশ্রাম লাভের জন্য।

ভ। সাধারণ মানুষ কি বিশ্রাম পায় না?

ঠা। কৈ পায়, তাহ'লে জ্বলে ম'র্‌ত কেন?

ভ। কেন সংসারের কাজ শেষ ক'রে তারা ত বিশ্রাম লাভ করে।

ঠা। হাঁ, সে মাত্র দেহটাকে ছিঁচ্‌ড়ে নিয়ে যেয়ে, বিছানায় ফেলে! মন কিন্তু কর্ম্ম করে। বরং যখন এ ধার ওধার ঘুর্‌ছিল, তখন ভাল ছিল, বিশ্রামে দ্বিগুণ জ্বালা, চিন্তা রাক্ষসী তখন গোটাটা গিলে ফেলে!

ভ। তাহ'লে প্রকৃত বিশ্রামটি কি? কিরূপেই বা লাভ হয়।

ঠা। যে দিন কর্ত্তব্য নামধারী দায়িত্বের হাত হ'তে মুক্তি পাবে, যে দিন নিজের কিছু প্রয়োজন ব'লে থাক্‌বে না, যেমন বাপের বেটা সংসারের কোনও ধার ধারে না, অভাব স্বভাব ভালমন্দ বাবা জানে, তার মানে জড়তা নয়, স্বেচ্ছায় কর্ম্ম করা। তবেই যিনি ভাল, মন্দ, সুখ, দুঃখ, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের পরপারে গেছেন, তিনি গুণাতীত, গুণ তার দাসত্ব ক'রছে। লেখাপড়া বিধ নিষেধ, তার জন্য নয়।

ভ। আচ্ছা বাবা! প্রাণায়ামের প্রয়োজন কি?

ঠা। এই হাত পা এলে গেলে যেমন জিরাতে হয়, অর্থাৎ বিশ্রাম দিতে হয়, সেইরূপ প্রাণকে বিশ্রাম দেওয়া, এলে গেলেই ত মুস্কিল গো! এই দেহ রথের ঐ যে সারথি! স্থিরত্বই সাধনা। বায়ু স্থির না হ'লে মনস্থির হবে না।

"চলে বাতে চলচ্চিত্তম্, নিশ্চলে নিশ্চলং ভবেৎ।

চঞ্চলতাও যে অভ্যাসের দ্বারা লাভ ক'রেছ,—নইলে

তুমিই ত মাতৃগর্ভে আধহাত জায়গায় ছিলে, আজ সারা বিশ্ব দৌড়েও তোমার সাধ মিটে নাই। সুতরাং অভ্যাসে যা লাভ ক'রেছ অভ্যাসেই তাকে ত্যাগ ক'র্‌তে হবে। মণিপুর থেকে বাঁকুড়া যেতেও হাঁট্‌তে হবে, ফিরতেও হাঁট্‌তে হবে। যে সিঁড়ি ছাতে উঠবার, সেই সিঁড়িই নামবার, সুতরাং কর্ম্মের দ্বারাই কর্ম্মের ক্ষয় ক'রতে হবে।

ভ। আচ্ছা বাবা! সংসারে থেকে কি যোগ সাধন হয় না?

ঠা। সংসারে থেকেই ভাল হয়, রাজর্ষি জনক মহাযোগী ছিলেন, তাই ব্যাসদেব পুত্র শুকদেবকে, জনকের নিকট যোগ শিক্ষার জন্য পাঠিয়েছিলেন। আরো দেখ, গীতায় ব'লছে, "যুক্তাহারবিহারশ্চ" অর্থাৎ আহার, বিহার, নিদ্রা, চেষ্টা, কর্ম্ম, সব নিয়ম মত ক'রতে হবে, যোগের দ্বিতীয় অঙ্গ নিয়ম, তাহ'লে বাইরে ঘুরে বেড়ালে নিয়ম থাক্‌বে কি ক'রে? ভগবান্ আরও ব'লেছেন,—"শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসন মুত্তমম্।

তাহ'লে আশ্রম প্রয়োজন। কোনও কোনও মহাজন ব'লেছেন, "যোগী বৈঠা ভালা, সন্ন্যাসী রমৃতা ভালা," আর যাঁরা এই পথপ্রদর্শক। সেই সব ঋষিদের কথা ভাব, প্রায় অনেকেই বিবাহিত, এবং পুত্র কন্যাদিও ছিল, শাস্ত্রযুক্তি অনুসারে পত্নীগমনে সংসারীর ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা হয়,

তারপর বুঝে দেখ, কোনও ভৃত্য যদি প্রভুর নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম শেষ ক'রে, আবার এসে প্রভুর একটু সেবা করে, তার উপর প্রভু কত সন্তোষ হয়! দেখ বাপ্! অনাচারী সন্ন্যাসী অপেক্ষা স্বভাবী গৃহস্থ ভাল. আজকাল সন্ন্যাসীর অবস্থা দেখ্ছ ত? সহর ঘেঁসে একটি আশ্রম ক'রে ভড়ং ভাড়ং দেখিয়ে বেশ্ দু'পয়সা উপায় ক'রে জমী, জমা, বাড়ী, চাকর, দরোয়ান, নালীশ, মোকর্দ্দমা, আরো যা কিছু ক'র্ত্তে নাই, সবই চ'লছে। একটু যবনিকার আড়ালে। তার চেয়ে কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সংসারী ভাল। সে মেষচর্ম্মাচ্ছাদিত মেষ, এ যে সিংহচর্ম্মাচ্ছাদিত মেষ, বড় খারাপ।

পঃ। বাবা! আমাদের ওখানে একজন বৈষ্ণব আছে, সে রূপার দাঁত খুঁটনীতে ক'রে রাধাকৃষ্ণের ফটোর দাঁত খুঁটে দেয়। বলে আমাদের সেবা-ধর্ম্ম।

ঠাঃ। হুঁা দাঁত খুঁটে দেয় বটে, কিন্তু গা হাত পা টিপে দেয় কি! তার বেলা বেটা জানে ভেঙ্গে যাবে, তখন জ্ঞান আছে, যে ওটা কাগজ, কালি আয়না।

পঃ। দেখুন বাবা! রামানন্দ সাধুরা বড় আচারী, তাদের কাছে আমাদের থাকাই মুস্কিল।

শুচি অশুচি।

ঠাঃ। দেখ বাপ্! প্রথম প্রথম আচার মেনে চলা ভাল। মন পবিত্র হয়, তা ব'লে যেন শুচিবাই না হয়। তারপর যখন বুঝ্বে, এই সারাটা বিশ্বে পাঁচটা জিনিষ, মাটী, জল, আগুন, হাওয়া, আকাশ, আবার ঐ পাঁচটা একটা হ'তেই হ'য়েছে, একটা হাঁসেরই পাঁচটা ডিম। তখন কোন্‌টা শুচি আর কোন্‌টা অশুচি ব'লবে? তবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা ভাল। আর শাস্ত্রেও ব'লেছে,—

"স্নানং মনোমল-ত্যাগং শৌচং ইন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
অভেদদর্শনং ধ্যানং জ্ঞানং নির্ব্বিষয়ো মনঃ॥"

অর্থাৎ মনের ময়লা ত্যাগের নামই স্নান। ইন্দ্রিয় বশীভূত করার নাম শৌচ, পাঁচ ঘুচিয়ে এক করার নাম ধ্যান। বিষয় হ'তে মন আলাদা হ'লেই জ্ঞান লাভ। বিষয় মানে মাত্র টাকা কড়ি জমী জমা নয়, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যাবতীয় বিষয়। শুধু পাঁদ গামছা ঘসে ঘসে পাঁদের ছাল তুলে ফেল্‌লে কি হবে? এক আঙ্গুল ভিতরেই যে আবার তাই! চোখ বুঝিয়ে ধ্যানে বস্‌লে কি হবে, মাঝে মাঝে এলো মেলো ভাবনা, আর ঘোর অন্ধকার. আর খপরের কাগজ প'ড়ে ব্রহ্মজ্ঞান, তাতে কি হবে, অপক্ক রম্ভা!

পঃ। আচ্ছা বাবা! যারা দরিদ্র খেটে খায়, তাদের উপায় কি?

ঠাঃ। কেন তারা সদ্‌গুরুর আশ্রয় নিয়ে সৎ নাম গ্রহণ ক'রে শ্বাসে প্রশ্বাসে জপপ্রণালী গুরুর নিকট জেনে সর্ব্বদা জপ ক'রবে। সংসারের কর্ত্তব্যও সমাধা ক'রবে। কাজের সময় শ্বাস প্রশ্বাস ত বন্ধ থাকে নি, পরে দিবারাত্রের মধ্যে, যখন তার সুবিধা হবে, স্থির হ'য়ে ব'সে তাঁর রূপ চিন্তা ক'রবে। আর ঈশ্বর আছেন, তাঁকে ভালবাস্‌তে হবে, সেটা সর্ব্বদা মনে রাখ্‌বে, আর আমায় ম'রতে হবে, এই কথাটা দিনে রাত্রে দু চারবার স্মরণ ক'রবে। তা হ'লে ঈশ্বর তার উপর শীঘ্র সন্তোষ হবেন।

সন্ন্যাসী।

পঃ। আচ্ছা বাবা! সন্ন্যাস নেবার নিয়ম কি?

ঠাঃ। সন্ন্যাস নেওয়া মানে? সন্ন্যাস ত একটি অবস্থা! একটি মানুষেরই চারটি অবস্থা হয়, ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ, সন্ন্যাস, তা না হ'য়ে সেই পাঁচসিকা দিয়ে ভেক নিয়ে বৈষ্ণব হবার মত?

পঃ। আজ্ঞে এই যে সন্ন্যাসের ঘরে গিয়ে সন্ন্যাস নেয় না?

ঠাঃ। হাঁ হাঁ, কাক যেমন ময়ূরপুচ্ছ দিয়ে গা ঢেকে ছিল, ওরে বাপু! সন্ন্যাসীকে স্পর্শ ক'রলে স্নানের ব্যবস্থা আছে, কারণ মৃতব্যক্তি-স্পর্শজনিত দোষ হয়। সন্ন্যাসীকে নিজের পিণ্ড নিজে দিতে হয়, তা হ'লে ভাব শাস্ত্রের উদ্দেশ্য কি? মৃতব্যক্তি যেমন সুখ, দুঃখ, নিন্দা, বন্দনা, মান, অপমান, ভাল, মন্দ, কিছুতেই বিচলিত হয় না,—জীবন্তে সজ্ঞানে সেই অবস্থা প্রাপ্ত হ'লে, তাকে বলে সন্ন্যাস। দায়ভাগে ব্যবস্থা আছে, সন্ন্যাসীর শ্রাদ্ধে বা সম্পত্তিতে অধিকার নাই। ওরে বাপু! তিনটি জগৎ জয় ক'রে গেলে তবে অধ্যাত্ম জগতে প্রবেশ করা যায়। হস্ত পদ চক্ষু কর্ণাদির দ্বারায় বহির্জগৎ, মনের

দ্বারায় অন্তর্জগৎ, বুদ্ধির দ্বারায় বৌদ্ধ জগৎ পার হ'লে তবে আত্মায় রমণ। তখন সন্ন্যাস অবস্থা, নৈলে শাক ভাত খেয়ে কালীয়া কোপ্তার ঢেঁকুর তুল্লে কি হবে? আজকাল সন্ন্যাসী চিন্‌বার মাপকাঠী হ'চ্ছে খবরের কাগজে কটা পাশ ক'রেছে, কেমন লেক্‌চার দেয়? কত বড়লোক শিষ্য আছে। এর কারণ কি জানিস্? মানুষের দোষ নাই, সোণা চিন্‌তে হ'লে কষ্টি পাথরের দরকার। কিন্তু তাদের কষ্টি পাথর নাই. কিসে বুঝে নেয়? প্রায়ই মানুষ নিজের মন নিয়ে কাজ করে নি। নিজের মন নিজের বশে নেই, অপরের ইচ্ছায় চালিত হ'য়ে প'ড়েছে, কারো বার আনা, কারো ষোল আনাই; অধিকাংশ লোকই গিন্নির যুক্তিতে কাজ করে, কেউ কেউ আশ পাশের ছু'চারজনকে জিজ্ঞাসা করে, নাম মাত্র। মনে কর, কোনও একটা যুক্তি স্থির ক'রতে হ'লে, মনটাকে গুছিয়ে নিয়ে ব'স্‌তে হবে ত? কিন্তু বেচারাদের মনের আদায় নাই, গয়ংগচ্ছে প'ড়ে গেছে। দেখ, তাস খেল্‌বার সময় যদি পাশে ব'সে একজন ব'লে দেয়, এটা দাও; ছু'চার-বারের পর, আর তার মত না নিয়ে কাগজ দেওয়া যায় নি। তখন যে খেলছিল, সে জয় ঢাক কাঁদে ক'রে ব'সে রইল। বাজাতে লাগ্‌ল অপরে। সে মাত্র কাগজ কুড়াচ্ছে, সাজাচ্ছে, নিজের ইচ্ছায় যদি কখনও একখানা তাস্ দিব মনে ক'রে, পাশের লোকটি বলে, হাঁ হাঁ হাঁ

দিও নি, থাম দেখি, খানিক পরে হয় ত ব'ল্লে আচ্ছা দাও, সেইটাই দিতে হ'ল, কিন্তু নিজের ইচ্ছায় হ'ল না। কি ক'রে সন্ন্যাসী চিন্‌বে? পাঁচ সের গুড় ওজন ক'র্‌তে হ'লে, বাটখারাটাও ত পাঁচ সের চাই? পরের মতে চ'লে চ'লে এক ত নিজের মন হারিয়ে ফেলেছে, তার উপর কল্পনার যেরূপ আড়ম্বর, মিথ্যা যেরূপ প্রতিপত্তি লাভ ক'রেছে, তাতে ত চিন্‌বার উপায়ই নাই। যার চোদ্দ-পুরুষ যোগে গঙ্গাস্নান করে নি, সে লিখ্‌ছে যোগশাস্ত্র, রাশি রাশি ক্রিয়া মুদ্রা, আসন, লিখে দিচ্ছে, নিজে কিন্তু আসনের মধ্যে শবাসন, মুদ্রার মধ্যে রৌপ্য মুদ্রা, আর ক্রিয়ার মধ্যে আহার নিদ্রা, মৈথুন জানেন। কি ব'লব বাপ্! তবে যদি পরিত্রাণ চাস্, ত্রাহি ত্রাহি ক'রে কাঁদ্, জাহির হ'তে যাস্‌নি। ওরে ব্রহ্মচারী, যোগী, ত্যাগী, সন্ন্যাসী, অবধূত, পরমহংস, সবই এক একটি উপাধি, উপাধি, উপাধির তুল্য ব্যাধি নাই, স্বর্গের দ্বার হ'তে ঘাড়ে ধ'রে টেনে আনে। হাটে ধর্ম্ম মিলে না—নরদামায় যে ভাত কুড়িয়ে খাচ্ছে, সেখানে চেষ্টা কর্‌বি, সাধু মিল্‌লেও মিল্‌তে পার্‌বে।

কর্ম্মফল।

পঃ। আচ্ছা বাবা! আত্মজ্ঞান লাভ ক'র্‌লেও কি কর্ম্মফল ধ্বংস হয় না ?

ঠাঃ। না ধ্বংস হয় না, তবে দুর্ব্বল হয়। হাত হ'তে তীর ছেড়ে দিলে, সে তীরের উপর তীরন্দাজের আর কোনও কর্ত্তৃত্ব থাকে না. ছাড়বার পর যদি বুঝ্‌তে পারে, যে মানুষ টাকে তীরটা লাগবে, তাহ'লেও নিরুপায়, কৃতকর্ম্মের ফল ভোগ ক'র্‌তেই হবে। মনে কর প্রবাসী পুত্রের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে মা মাথা খুঁড়ে কপাল কেটে ফেল্লে. তার পর জানা গেল, খপর মিথ্যা. পুত্র মরে নি। রোদন থামল বটে, কিন্তু কপালের ঘা কি তখ্‌নি সারে ?

মায়া।

সত্যানন্দ। আচ্ছা বাবা! মায়া কাকে বলে?

ঠাঃ। আবরণকে মায়া বলে, অজ্ঞানকে মায়া বলে, আশাকে মায়া বলে, যেমন আয়নার উপর ময়লা প'ড়্লে তাতে নিজের মুখ দেখা যায় না, মেঘ ক'র্লে যেমন সূর্য্য দেখা যায় না, সেইরূপ কতকগুলা কামনা বাসনা ঢাকা প'ড়ে আমাদের জ্ঞানকে প্রকাশ হ'তে দেয় না। কামনা বা আশাই মায়া, মিথ্যাকে সত্যজ্ঞানই মায়া।

সঃ। আচ্ছা বাবা! প্রকৃতিই ত গুরুরূপে মানুষকে পলে পলে শিক্ষা দিচ্ছে, কেন মানুষ ধ'র্তে পার্‌ছে না।

ঠাঃ। কি ক'রে ধ'র্‌বে? গুদাম খালি নাই। মনে কর একটা বাটী যদি গুড়ে বোঝাই থাকে, আর তাতে দুধ রাখা যায় কি? তেমনি সর্ব্বদা বিষয় চিন্তায় বা অন্যান্য চিন্তায় গুদাম বোঝাই, আর সেখানে কিছু ধ'রবার উপায় নাই। অসদ্ভাব যখন যতটুকু খালি ক'র্‌বে, তখনি সদ্ভাব ততটুকু ঢুকে যাবে, ভাল তোমায় খুঁজ্‌তে হবেনি, মন্দ তাড়াও, মন্দ শূন্য হ'লেই ভাল। বহু মহাপুরুষ এই জগতে তাদের তপস্যা-সঞ্চিত সদ্ভাব রেখে গেছে, সে সব ভাব বায়ুর সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আধার খালি পেলেই ঢুকে প'ড়্‌বে, তার জন্য তোমায় চেষ্টা ক'র্‌তে হবে না।

একেশ্বরবাদী।

রাঘবানন্দ। আচ্ছা বাবা! আপনি বলেন একেশ্বর-বাদী হওয়া খুব ভাল, কিন্তু কি যুক্তিতে একেশ্বরবাদী হওয়া যায়?

ঠাঃ। বৎস! অনধিকারীর নিকট এ সব ব'ল্‌তে নাই, দেখ বাপ্‌! সর্ব্বদাই চিন্তা ক'র্‌তে হবে, এ বিশ্বের কর্ত্তা একজন কেউ আছে, তার নাম ব্রহ্মই হউক, আত্মাই হউক, রামই হউক, বা যাই হউক। তুমি যদি রামকে ভাল-বাস, তাহ'লে ভাব্‌তে হবে, রামই এ বিশ্বের একমাত্র কর্ত্তা, দৃশ্য, অদৃশ্য, জড়, চৈতন্য, যা কিছু সব রামই হ'য়েছেন, এটি বাহিরের ভাব। আর একটু সূক্ষ্মে বুঝ, তুমি থাক্‌তে একের অস্তিত্ব রাখা মুস্কিল, কারণ রাম, আর তুমি দুই হ'ল, তা হ'লে "একমেবাদ্বিতীয়ম্‌", শব্দের অর্থ হয় না। তাহ'লে দেখ, "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" বলা ভিন্ন অর্থাৎ আমি ব্রহ্ম না ব'ল্লে "একং ব্রহ্ম দ্বয়ং নাস্তি" সপ্রমাণ করা যায় না। গুরুদাস সেই গানটি গাওত বাপ্‌!—

ভয় ঘুচেছে এবার আমি ভরসা পেয়েছি,—

গুঃ। ভয় ঘুচেছে এবার আমি ভরসা পেয়েছি,

যদি একটা বই দুটা নাই তবে স্বর্গ কি আর নরক কি?

আমি আদি অন্ত মধ্য আমি বোদ্ধা আমি বোধ্য,

আমি মহৎ ক্ষুদ্র আমি পুরুষ প্রকৃতি—

আমি ভূর্ভুবস্ব, মহ, জন, তপ, সত্য সপ্তব্যাহৃতি।

আমি দ্রষ্টা আমি দৃশ্য আমি স্রষ্টা আমি বিশ্ব,
দ্বিজ, ক্ষত্র, শূদ্র, বৈশ্য, আমিই সব জাতি ;—
আমি নির্লিপ্ত নিষ্ক্রিয় মুক্ত অথচ সবেই আছি।
সর্ব্বঘটে আমি থাকি, করি না কিছু ব'সে দেখি,
দাতা, ভোক্তা, নয় গো আমি, কর্ম্মের সাক্ষী
জগৎ আমাতেই হয় উৎপত্তি, আমাতেই নেয় সমাধি।

রাঃ। আচ্ছা বাবা! যদি বলি, রাম তুমিই একমাত্র আছ?

ঠাঃ। বিচার ক'রে দেখ্ বাপ্! তুমি ব'ল্লে তার পূর্ব্বে একটা 'আমি' আছে, 'তুমি' দ্বিতীয় পুরুষ, 'আমি' প্রথম পুরুষ, সুর না থাক্‌লে রেখাব গান্ধার প্রকাশ হ'তে পারে না, তুমির প্রকাশক আমি, আমি না থাক্‌লে তুমি কথার সৃষ্টিই হ'ত না। সুতরাং "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" বলা ভিন্ন এক প্রমাণ করার দ্বিতীয় বাক্য নাই। ইহা অবিতর্কিত সত্য।

রাঃ। আচ্ছা বাবা! ব্রহ্ম অনন্ত, অব্যক্ত, অসীম, তাহ'লে আমি কি ক'রে ব্রহ্ম হব?

ঠাঃ। আমি বলি তুমিও অনন্ত, অব্যক্ত, অসীম, নাম উপাধি ছাড়, তাহ'লে তুমি মানুষ, মানুষের আদি খুঁজে খুঁজে যাও, অনন্তে পৌঁছাবে। আর এই অনন্ত বায়ু রাশির সঙ্গে তোমার নাসার বায়ু কি ভিন্ন? অসীম আকাশের সঙ্গে তোমার ঘটাকাশ কি পৃথক্? জাগতিক

উত্তাপ হ'তে তোমার দৈহিক উত্তাপ কি পৃথক্? তুমিই জাগ্রতে ব্যক্ত, সুষুপ্তিতে অব্যক্ত, আর ব্রহ্ম যদি অনন্ত হয়, তা হ'লে তুমি খণ্ড বা সীমাবিশিষ্ট কি ক'রে হ'বে? ব্রহ্মকে অখণ্ড ব'লে, আবার অন্য কোনও বস্তুর পৃথক্ অস্তিত্ব কল্পনা ক'র্‌লে, ব্রহ্ম অখণ্ড এ বাক্য অস্বীকার করা হয়। যত মরা সোণাই হউক, সোনা ত? খাদ উড়িয়ে দিলেই পাকা! বৃক্ষের যে কোনও স্থান স্পর্শ কর, গাছ ছুঁয়েছি বলা চল্‌বে, অর্থাৎ এক স্বীকার ক'র্‌তে হ'লে আত্মা ব্রহ্ম ভিন্ন উপায় নাই, বেদান্ত বাক্যের সহিত মিলিয়ে দেখ, বেদান্তের সারবাক্য অস্তি, ভাতি, প্রিয়, অস্তি অর্থে আছে, ভাতি অর্থে প্রকাশ, প্রিয় অর্থে ভাল-বাসা। তা হ'লে দেখ, আমার অস্তিত্বেই বিশ্বের অস্তিত্ব, আমার প্রকাশেই বিশ্বপ্রকাশ,—আর আমিই আমার শ্রেষ্ঠ ভালবাসার, আমি না থাক্‌লে বিশ্ব আছে না আছে কে দেখ্‌ত? আর ব্রহ্ম যে আছে নিশ্চয়,কে স্বীকার ক'র্‌ত! পুত্র শোকে মাতা, কি পতি শোকে পত্নী, মাথা খুঁড়ছে, ব'ল্‌ছে আমি ম'লাম না কেন? তখনি তাকে যদি বলা হয়, তোমার গলা কেটে ফেল্লে তোমার ছেলে বাঁচ্‌বে, সে স্বীকার ক'র্‌বে না, কেন স্বীকার ক'র্‌বে? সে যদি রইল না, পুত্র পতির মরা বাঁচায় তার ক্ষতি বৃদ্ধি কি? তাহ'লে আমি আমাকে যত ভাল বাসি, তেমন ভালবাসা কাকেও বাসি না,

যদি কেউ পারে, সে অতি বিরল। তারি নাম বিশ্ব-প্রেমিক। যে আপন ভুলে পরকে ভালবাসতে পারে, সে জাগতিক উপমার নয় কারণ যাহা বিরল, তাহা সার্ব্বজনীন উপমিত নয়। যেমন কোনও কোনও মেয়ের পেটে দুটা ছেলে হয়। তবে 'অহং ব্রহ্ম' মুখে বলা বাচালতা মাত্র, ওটি কেবল নিজের ভাব, বা মূলধন। একটি গান কর বাপ্ গুরুদাস!

গুঃ। ক্ষেপা মন রে বেহুঁসে, এসে কি কল্লি আমির দেশে
তুই আসল আমি ভুলে গেলি. নকল আমি মিশে।
তুই জন্মাবধি ভিতর কাণা, চিন্‌বি আমি কিসে;
মহাকাশে উড়্‌ছে আমি, ছায়া ঘটাকাশে।
সেই আমিটাই এই আমি রে, মোটে নাই তোর দিশে;
আছে এক আমিতেই লক্ষ আমি, ঘটে ঘটে মিশে।
ঘটের নাশে এক আমি পাই হিসাবে নিকাশে;
সেই আমির জোরে বেড়ায় আমি কত খেলে হেসে।
তুই বারেক ত চিন্‌লিনা আমি, আমির ঘরে এসে;
আমি আমি বলে সবাই কিন্তু আমিতে না মিশে;
শেখা কথায় ব'ল্‌লে আমি, আমি চিন্‌বি কিসে?
সে ভিতর আমির নাই রে খপর বাহির আমির দেশে।
এই আমি আমার কিছু নয় মন, সেই আমি আমার শেষে;
সেই আমি রে ধ'র্‌তে হয় মন, আমির ভিতর মিশে।
আসল আমি ভুল্‌লি পাগল, আপন করম দোষে॥

মুক্তি

রাঘবানন্দ। আচ্ছা বাবা! জীবন্তেও কি মুক্তি হয়?

ঠাঃ। হাঁ জীবন্তেই হয়, মুক্তি মানে কি? যেদিন তুমি অধীনতার বাইরে যাবে। স্বাধীন হবে, সঙ্কল্প বিকল্পের পরপারে যাবে, তোমার যে মন মনে ক'রে রেখেছে আমি বন্দী, সেই মন নিজেকে মুক্তভাব চিন্তা ক'র্‌বে, সেই দিন তুমি মুক্তপুরুষ। মুক্তি মানে ত বাঁধন খোলা? বাঁধন খোলার মানে কি বন্দীর মৃত্যু! আর মুক্ত হবেই বা কে? বিশ্বব্যাপী আত্মা, সূতায় মালা গাঁথার ন্যায় দেহ গাঁথা আছে, মালা ভেঙ্গে প'ড়ে গেলে কি, সূতার মুক্তি হয়, আত্মা চির-মুক্ত, তুমি চঞ্চল অবস্থায় কর্ম্মপাশে বন্দী হ'য়ে আছ, তুমি মনে মনে কর্ত্তা সেজেছ,—এইটা ক'র্‌ব, এইটা ক'র্‌ব না, আমি গেলে সংসার মারা যাবে, পত্নীর চোখের জল, পুত্র কন্যার হাসিমুখ, বাড়ী, বাগান পুখর, ঐ গুলিই তোমার বাঁধনের দড়ি, তোমার ঐ মন যখন বিচার ক'র্‌বে, আমি কে? বন্ধন কিসের? আমারই বা কে? কোথা হ'তে এসেছি; আমার চঞ্চলতা কেন? আমার স্থান কোথায়? তখন ভূত স'রে যাবে, বাঁধন ছিঁড়ে যাবে। তখন বনেই যাও, সংসারেই থাক, শতঝঞ্ঝার মধ্যেও স্থির থাক্‌তে পার্‌বে। মদ না খেয়ে মদের

দোকানের পাশে ব'সে থাক্‌লে, যেমন মজা দেখা যায়, তেমনি মজা দেখ্‌তে পাবে। তাকেই বলে জীবন-মুক্ত ভাব।

র্যাঃ। আচ্ছা বাবা! এই সংসার কোলাহলের মধ্যে থেকে সমস্ত কর্ম্মের মধ্য দিয়ে সে ভাব লাভ হবে?

ঠাঃ। হাঁ সেইটিই মধুর! সেই প্রকৃত বীর সাধক। তা না হ'য়ে মুক্তি পাব মনে ক'রে জোর ক'রে সব কাজ ছেড়ে দিয়ে জড়ের মত থাকায় সুখ কি? তার চেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে মর্‌লে হ'ল। তাহ'লে আর কোন মন্দ কাজ কর্‌তে হবে নি। ওরে তার নাম একটি আনন্দ, তাকে পেতে অত নিরানন্দ ভোগ ক'র্‌তে হবে কেন? পেটে ম'রে, কথা না কয়ে, আগুনে পুড়ে, জলে ডুবে, দূর্ দূর্, কথা কইবার শক্তি পেয়েছিস্ ক'য়ে নে। বোবা যে দম্ ফেটে মরছে, হাঁসবার শক্তি পেয়েছিস্, হেঁসে নে, শিয়াল কুকুর হাঁসতে পারে নি ব'লে যে পশু উপাধি পেয়েছে, কর্ম্মের শক্তি পেয়েছিস্, বিচার ক'রে কর্ম্ম ক'রে নে, পঙ্গু যে কপালে চাপ্‌ড়াচ্ছে, যা যা পেয়েছিস্, সদসৎ বিচার ক'রে ব্যবহার কর্. ভাল, মন্দ, একটা মাতুরীর উল্টা সোজা, মাতুর কিন্‌লেই সোজা উল্টা দুই পিঠ কিন্‌তে হবে। একজন বেশ্যার জন্য ফুল তুল্‌ছে ব'লে আমি নারায়ণ সেবার জন্য ফুল তুল্‌ব না? দুগ্ধ সুরাপায়ীর পক্ষে কুফলদায়ক, তা ব'লে কি দুগ্ধ ত্যাজ্য? আসক্তি ত্যাগ করাই মুক্তির উপায়।

স্থিরত্ব।

রাঃ। বাবা তবে যে আপনি বলেন স্থিরত্বই সাধনা? আবার কর্ম্ম ক'র্তে ব'ল্ছেন কেন তবে?

ঠাঃ। ওরে! স্থিরত্বই সাধনা, একথা শুধু আমি বলি না,—ভগবদ্বাক্য, সে স্থির কেমন জানিস্? পৃথিবীর ভার মাথায় নিয়ে যেমন বাসুকী স্থির! বিশ্বের পালনভার নিয়ে যেমন বিষ্ণু স্থির! বিশ্বের সংহার ভার নিয়ে যেমন মহাদেব স্থির! ছাপ্পান্ন কোটী যদুবংশের নেতা হ'য়ে কুরুক্ষেত্রের ভারতযুদ্ধের প্রধান উদ্যোগী হ'য়ে দুষ্টের দমন, এবং সাধুর পরিত্রাণের ভার মাথায় নিয়ে যেমন শ্রীকৃষ্ণ স্থির, শতপুত্র শোকে যেমন বশিষ্ঠ স্থির, প্রলয় ঝঞ্ঝাঘাতেও যেমন সমুদ্র-গর্ভ স্থির, কোটী কোটী অত্যাচার উৎপীড়নেও যেমন হিন্দুধর্ম্ম স্থির, কন্দর্প-নিন্দিত রূপবান্‌কে দর্শন ক'রেও জরা-জীর্ণ ব্যাধিগ্রস্ত স্বামী বুকে নিয়ে যেমন হিন্দু-ললনা স্থির, শাখা প্রশাখার প্রভূত আন্দোলনেও যেমন বৃক্ষমূল স্থির, সেই প্রকৃত স্থির, নৈলে ভাঙ্গা দেওয়ালও ত স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে! তা ব'লে কি তার স্থিরত্বের অনুকরণ ক'র্তে হবে?

নির্ব্বাণ।

রাঃ। আচ্ছা বাবা নির্ব্বাণ কাকে বলে?

ঠাঃ। নির্ব্বাণ মানে নিবে যাওয়া, তবে নিভ্‌বে কি? নিভবে প্রাণের চঞ্চল অবস্থা মন, চঞ্চলতাই মনের অস্তিত্ব, চঞ্চলতা থামলেই মনের লয়, সমাধি বা নির্ব্বাণ। যেমন একটি জ্বালা মশাল নিয়ে যদি খুব জোরে ঘুরাণ হয়, তাহ'লে একটা আগুণের চাকার মত দেখায়, তখন আর মশাল মনে করা যায় নি। কিন্তু ঐ আগুনের চাকার মত যে আকারটী সেটি কেবল জোরে ঘুরাবার জন্যই হ'য়েছে,—ঘুরাণা বন্ধ ক'রলেই চাকার মত আকারের নাশ। যেই মশাল সেই মশাল। তেমনি কামনা বাসনা রূপ চঞ্চলতার নাশ হ'লেই মন উপাধির নাশ। অর্থাৎ সঙ্কল্প বিকল্প বর্জ্জিত অবস্থার নামই নির্ব্বাণ।

নিষ্কাম কর্ম্ম।

রাঃ। বাবা নিষ্কাম কর্ম্ম কাকে বলে।

ঠাঃ। সমস্ত কর্ম্মকেই বলে। যা কিছু করছি সমস্তই ঈশ্বরের কর্ম্ম, বাপ্ থাক্‌তে কি বেটার নামে ষ্টেট্ চলে? আর সে বাপ্ মরবারও নয়। প্রকৃতই যে সমস্ত কর্ম্ম তাঁর! তুমি কর্ম্মচারী! রাজার সৈন্যরা যুদ্ধে যায় দেখেছ? বন্দুক ছোড়ে, তলোয়ার খেলে, মরে মারে, কিন্তু জয় পরাজয়, লাভালাভ, সব রাজার, তোমার কর্ম্ম নয়, তুমি তার আদেশ প্রতিপালক যন্ত্র! তোমার দ্বারা যা হ'তে পারে তিনি করিয়ে নিচ্ছেন। এই ভেবে বিবেকের সহিত যুক্তি ক'রে কর্ম্ম ক'রে যাও, সবই নিষ্কাম কর্ম্ম হবে। নৈলে একটি বেগুনগাছ লাগিয়ে দিয়ে ব'ল্লে "ঘোড়া বক্‌শিস দাও" দুচার মাস ভাত না খেয়ে, তেল না মেখে, কাঁছা খুলে, ব'ল্লে তপস্যা ক'রলাম্ "মোক্ষ দাও"। তা দিবে কেন?

সত্য এবং তপস্যা।

রাঃ। আচ্ছা বাবা! তপস্যার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি?

ঠাঃ। বাপু! সত্যের তুল্য তপস্যা নাই, জ্ঞানের তুল্য দান নাই, দয়ার তুল্য ধর্ম্ম নাই, মিথ্যার তুল্য পাপ নাই, অভিমানের তুল্য নেশা নাই, ক্রোধের তুল্য রিপু নাই, ধৈর্য্যের তুল্য বন্ধু নাই, ক্ষমার তুল্য দণ্ড নাই, উপাধির তুল্য ব্যাধি নাই, হরিনামের তুল্য নাম নাই, সন্তোষের তুল্য আরোগ্য নাই, স্থিরত্বের তুল্য সাধনা নাই, মনের তুল্য গতি নাই, গুরুর তুল্য উপাস্য নাই, ত্যাগের তুল্য শান্তি নাই, মহাত্মা তুলসীদাস ব'লেছেন,—

সাঁচ বরাবর তপ নেহি, ঝুঁট বরাবর পাপ।
যিস্কো হৃদয়ে সাঁচ হ্যায়, তিস্কো হৃদয়ে আপ। ৮

আরও ব'লেছেন—
সাঁচ্চা কহো দীন রহো, ছোড়ো পরধন কি আশ, ৮
ইস্‌মে যব না হরি মিলে ত জামিন তুলসীদাস।

কিন্তু বাপ্! আজকাল গল্পের জমাটি হবে না—ব'লেও মিথ্যা বলে, পাঁচটা সাজিয়ে ব'ললে, লোক হাঁস্‌বে, বাহবা দিবে, কিন্তু যারা তার গল্প শুনে হাসে, তারাই বলে, ও শালা ফক্কড়, মিথ্যাবাদী, ওর কথা বিশ্বাস ক'র না। দেখ পাওনা কি হ'ল? বাপ সত্যই ব্রহ্ম, শাস্ত্রেও ব'লেছে,—

"সত্যং জ্ঞান মনন্তং ব্রহ্ম"।

যার ধ্বংস হয় না তাহাই সত্য, অর্থাৎ আত্মাই সত্য। আত্ম-নির্ণয়ই তপস্যা।

'আমি' কি?

জ্ঞাঃ। আচ্ছা বাবা! আমি শব্দটি কি? বা আমি কে? কৃপা ক'রে বুঝিয়ে বলুন।

ঠাঃ। 'আমার' বাদ দিলে হাতে যা থাকে, তাই 'আমি'। লোকে বলে আমার হাত, আমার পা, আমার মাথা, আমার মন, আমার ইন্দ্রিয় সমষ্টি, আমার রিপু সকল, তাহ'লে এ সব ত আমার, আমি টা অনুসন্ধান ক'রে দেখ, যদি বল দেহ আমি, মৃত্যুর পর দেহ ত অক্ষত থাকে, অথচ অপ্রয়োজন বোধে পুড়িয়ে ফেলে! তাহ'লে দেহও আমি নয়! যদি বল, মন আমি, তাহ'লে নিদ্রিত অবস্থায় মন ত থাকে না, যদি বল প্রাণ আমি, তা হ'লে কুম্ভককালীন প্রাণের গতি রোধ হ'য়ে যায়, প্রাণ আত্মায় লয় হ'য়ে যায়, তবুত আমি থাকি। যদি বল, বুদ্ধি আমি, তাহ'লে সদ্যপ্রসূত বালকের ত কোনও বুদ্ধি থাকে না, যদি বল চিত্ত আমি, সমাধি কালে ত চিত্তবৃত্তি রোধ হ'য়ে যায়,তবু আমি থাকে! চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব দেখ, ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, চক্ষুঃ, কর্ণ. নাসা, জিহ্বা, ত্বক্, হস্ত, পদ, গুহ্য, লিঙ্গ, বাক্য, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার, এই চব্বিশ তত্ত্ব দেখ, এর মধ্যে

কেউ আমি হ'তে পারে কি ? তারপর ষড়রিপু দেখ. কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ মদ, মাৎসর্য্য, এরাও কেউ আমি হ'তে পারে না, অথচ চল্‌তি গাড়ী দেখলেই বুঝ্‌তে হবে ভিতরে চালক আছে, সেই চালকই "আমি"। যার শক্তিতে এই বিশ্বযন্ত্র চালিত, সেই আত্মাই আমি, নইলে কীট হ'তে ব্রহ্মাদি পর্য্যন্ত সবাই ব'লছে আমি, পথে লোক যাচ্ছে জিজ্ঞাসা কর, কে যায় ? অবিচারে উত্তর দিবে আমি। বালককে সব শেখাতে হয়, বাবা, দাদা, মা দিদি. কিন্তু 'আমি' কথাটি কেউ কি শেখায় ? সেই বালককে জিজ্ঞাসা কর, কে যায় রে ? স্বভাবেই ব'ল্‌বে আমি, তাহ'লে বুঝ আমি কি ? সহিষ্ণুতার চরম আদর্শ পৃথিবী গন্ধগুণ বিকাশে ব'ল্‌ছে আমি, গভীরতায় মরণ-ভীতি জাগিয়ে, উন্মত্ত স্রোতাবেগে ঐরাবতের দর্প দমিয়ে. তরঙ্গগর্জ্জনে নাবিকের ধৈর্য্য টলিয়ে, জল ব'ল্‌ছে আমি। বিশ্বধ্বংসা শক্তি বুকে নিয়ে উন্মত্ত যুবকের ন্যায় বুক্ চাপ্‌ড়ে তেজ ব'ল্‌ছে আমি। কভু বা কুলবধূর মত গায়ে মৃদু হাত বুলিয়ে কভু বা উন্মত্ত গর্জ্জনে বিশ্বখানাকে তোলপাড় ক'রে বিশ্বপ্রাণ সমীরণ ব'লছে আমি। মহাপ্রলয়াভাস জগতের স্মৃতিতে জাগিয়ে আকাশ ব'লছে আমি, পলকের প্রকাশে চোখ্ ঝলসিয়ে বিদ্যুৎ ব'ল্‌ছে আমি, রূপের প্রভায় বিশ্ব প্রকাশ ক'রে তিমিরারি অংশুমালী ব'ল্‌ছে আমি,

রোহিনীর কাছ হ'তে বিদায় নিয়ে কুমুদিনীরঞ্জন, লম্পট যুবকের ন্যায় হাস্‌তে হাস্‌তে গাঢ় তমঃরাশি ভেদ ক'রে নিশামণি চন্দ্র ব'লছে আমি, পদাহত তৃণ পদাপসারণের পর মস্তকোত্তলন ক'রে ব'লছে আমি, তাহ'লে বুঝে দেখ, আমিই তাই, মাত্র কামনাজড়িত হ'য়ে জীব-ভাব প্রাপ্ত হ'য়েছি! কর্ম্মের দ্বারায় চেষ্টা কর বাপ! সে নিজ বোধগম্য' বাক্য চিরকাল বাক্যই থাক্‌বে, যতই গুছিয়ে বল, কখনও সে কর্ম্ম হবে না।

সাকার, নিরাকার।

জ্ঞা। আচ্ছা বাবা সাকার নিরাকার প্রভেদ কি ?

ঠাঃ। বাপু! দুই এক, নিরাকারেরই সাকার, উভয়ে উভয়কে প্রকাশ ক'রছে। মনে কর একটি সাদা কাগজ, এইবার ধনুকাকৃতি দুটি কালীর রেখা টান, মধ্যে একটি বিন্দু দাও, দেখ একটি চোখের আকার হ'ল, তাহ'লে বুঝ, নিরাকারই ত আকার প্রকাশ ক'রলে, অনন্ত শূন্যের দশ হাত প্রাচীর দিয়ে ঘেরে নাও, একটি গৃহের আকার হবে, প্রাচীর ভেঙ্গে দাও, যেই শূন্য সেই শূন্য। তবে বাপ্! জ্ঞানীর চক্ষে সাকার নিরাকার এক, আকারহীনের নামই নিরাকার, নইলে কিম্ভূত কিমাকার! অভিধানে নিরাকার শব্দেরই সৃষ্টি হ'ত না! নিজে চিন্তা কর, সব বুঝতে পারবে, অনন্তের সঙ্গে তার খোঁজে দে, ইলেক্ট্রী আলো দেখেছিস্ মেসিনের সঙ্গে তার খোঁজে দিলেই যেখানে ইচ্ছা যতক্ষণ ইচ্ছা জ্বালাতে পার।

প্রকৃতি।

জ্ঞা। আচ্ছা বাবা! কেউ ব'লেছেন নারী নরকের দ্বার। কেউ বলেন, নারী স্বর্গের সোপান।

ঠা। দেখ বাপ! ওটা ভাবের মার পাঁাচ, মায়ের স্তন ঘেঁটে চটুকে দুধ খাওয়া গেছে, তাতে জীবন রক্ষা হ'য়েছে আবার একটু ভাবের মারপ্যাঁচে, সেই স্তন দর্শন ক'র্লেও আত্মহত্যা হয়, ওরা এক পায়ে ডুবায়, একপায়ে উঠায়। যে রমণী সহধর্ম্মিণীরূপে ধর্ম্মের সাহায্য ক'রে স্বর্গের সোপান তৈরী ক'রে দেয়, সেই রমণী স্বৈরিণী রূপে ঘাড়ে ধ'রে নরকে ডুবায়! যে রমণী পতির মঙ্গল কামনায় দেবতার পায়ে বুক চিরে রক্ত দেয়, সেই রমণী স্বহস্তে ছুরিকা ধারণ ক'রে পতির বুকে আমূল বিদ্ধ করে। স্বর্গ নরকের চাবিকাঠি ওদেরই হাতে, ঘৃণায় বা উপেক্ষায় রমণীর প্রাণে ব্যথা দিবে না, সৃষ্টি স্থিতি লয়, তিন শক্তিই ওদের হাতে, ওরাই গর্ব্ভে ধ'রে সৃষ্টি করে। বুকের রক্ত দিয়ে পালন করে, রক্ত খেয়ে সংহার করে। সাপ নিয়ে খেলা ক'র্তে যাস্‌নি, যদি যাস্ তবে পাকা রোজার কাছে সর্প-বশীকরণ মন্ত্র আগে শিখবি, নৈলে ছুঁলেই মৃত্যু! দূরে থেকে দণ্ডবৎ ক'র্বি! লীলার কারণে তিনিই আধা আধা হ'য়ে পুরুষ প্রকৃতি হ'য়েছেন, যদি রমণীর হাত হ'তে পরিত্রাণ পেতে চাস্, ছোট ছেলে সাজ্, বালকের কাছে বেটীদের সব অহঙ্কার

চূর্ণ হ'য়েছে, কেবল কিসে শিশু শান্তিতে থাকে, এই চিন্তায় পাগল হ'য়ে পড়ে! একাক্ষর মন্ত্র 'মা' বুলিটা অভ্যাস ক'রে নে! তাহ'লেই হবে, রাধার প্রেমে প'ড়ে কৃষ্ণচন্দ্রকে বহু নাকানী চোকানী খেতে হ'য়েছে। মোহিনীর মোহে পোড়ে যোগেশ্বর শিবকেও নাকাল হ'তে হ'য়েছে। স্বীয় কন্যার রূপে মোহিত হ'য়ে ব্রহ্মারও ধৈর্য্য চ্যুতি, ইন্দ্র গুরুপত্নীরূপে, চন্দ্রও তাই; ব্যাস, পরাশর, বিশ্বামিত্র, দুর্ব্বাসাপ্রভৃতি ষাট হাজার বৎসর তপস্যা ক'রেও মোহিনীর মোহজালে আবদ্ধ হ'য়ে ছিলেন। কিন্তু ধ্রুবর কিছু ক'র্‌তে পারেনি। সে মা মা ব'লে জাল কেটে দিলে। তাই বলি বাপ্ সাবধান, ওরাই বন্ধনমুক্তির কর্ত্তা! ওদিকে ঘৃণা ক'র না, বৎস, আত্মায় রমণ করে ব'লে ওদের নাম রমণী, আর একটি নাম নারী, ন+অরি=নারী অর্থাৎ ওরা শত্রু নয়, আর এক নাম অবলা, এস্থলে অবলা শব্দে বলহীন হ'তে পারে না, কারণ ওঁরা স্বয়ং শক্তি, শক্তি অর্থেই বল, যেমন সকল বস্তুতেই আগুণ আছে, বলা চলে, কিন্তু আগুণে আগুণ আছে বলা পাগলামি মাত্র! অর্থাৎ ওরা শক্তিমতী নয় শক্তি! আর এক নাম, প্রকৃতি, প্রঃ শব্দে শ্রেষ্ঠ, কৃতী অর্থে কর্ত্তা, সুতরাং ওরাই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তা, বৎস! পুরুষ প্রকৃতির মিলনই ব্রহ্ম

—:•:—

কয়েকটী উপদেশ।

জগদানন্দ, নির্ম্মলানন্দ, বিভূত্যানন্দ, অক্ষয়ানন্দ,
পীতাম্বর, হৃষিকেশ, গোসাঞিজী, হরেকৃষ্ণ
প্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে ঠাকুর।

গোসাঞিজী। আচ্ছা বাবা! ঈশ্বর কত দূরে আছেন?

ঠাঃ। আলো হ'তে আঁধার যত দূরে থাকে!

গো। তাহ'লে ঈশ্বর কি আমাদের খুব কাছেই আছেন?

ঠাঃ। এত কাছে, যে তুমিই তাই ব'ল্লে তবে বুঝায়। তুমি আর ঈশ্বর, এদুইয়ের মধ্যে কোন আর প্রাচীর নাই।

গো। প্রাপ্তির উপায় কি?

ঠাঃ। ঈশ্বর ভিন্ন অন্য প্রাপ্তির আশা ত্যাগ করা।

গো। আত্মার মুক্তি কাকে বলে?

ঠাঃ। প্রলাপের উক্তিকে!

গো। কারণ?

ঠাঃ। আত্মা চিরমুক্ত।

গো। তবে মুক্ত হয় কে?

ঠাঃ। আমি বন্দী, এই সংস্কারগ্রস্ত মন।

গো। ত্যাগ কাকে বলে ?

ঠাঃ। আসক্তিশূন্য ভোগকে !

গো। যোগ কাকে বলে ?

ঠাঃ। অনেককে এক করার নাম যোগ !

গো। ব্যাধি কাকে বলে ?

ঠাঃ। নাম উপাধিই ব্যাধি।

গো। আরোগ্য কাকে বলে ?

ঠাঃ। সকল অবস্থায় সন্তোষ থাকার নাম।

গো। মোক্ষ কার নাম ?

ঠাঃ। সুখ দুঃখের পরপার অবস্থা।

গো। শান্তি কাকে বলে ?

ঠাঃ। নিশ্চিন্ততা লাভের নাম শান্তি।

গো। ভ্রান্তি কাকে বলে ?

ঠাঃ। মিথ্যাকে সত্য জ্ঞান।

গো। ব্রহ্মচারী কাকে বলে ?

ঠাঃ। যিনি মূর্দ্ধাতে বিশ্রাম লাভ করেন।

গো। ধ্যান কাকে বলে ?

ঠাঃ। নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় ভালবাসার বস্তুকে চিন্তা করা।

গো। আসন কাকে বলে।

ঠাঃ। সুখে স্থির হ'য়ে বহুক্ষণ ব'সে থাকা।

গো। নিয়ম কাকে বলে ?

ঠাঃ। সদ্‌গুরু বাক্য প্রতিপালন।

গো। সদ্‌গুরু কাকে বলে ?

ঠাঃ। যিনি অজানাকে জানিয়ে দেন।

গো। শাস্ত্র কাকে বলে ?

ঠাঃ। প্রত্যক্ষদর্শীর বাক্য।

গো। প্রত্যক্ষদর্শী কাকে বলে ?

ঠাঃ। সত্যকে যিনি অনুভূতি ক'রেছেন।

গো। সংযম কাকে বলে ?

ঠাঃ। উচ্ছৃঙ্খলতা ত্যাগ।

গো। প্রাণায়াম কাকে বলে।

ঠাঃ। প্রাণকে বিশ্রামে রাখা।

গো। প্রত্যাহার কার নাম।

ঠাঃ। মনের পেছনে পাহারা দেওয়া।

গো। ধারণা কার নাম।

ঠাঃ। 'একটা ধ'রে থাকা।

গো। সমাধি কাকে বলে।

ঠাঃ। বিচার্য্য, বিচারক, বিচার তিনের একত্ব।

গো। নির্ব্বাণ কাকে বলে ;

ঠাঃ। আনন্দ নিরানন্দের পর পার।

গো। কি যুক্তিতে সত্য চেনা যায়।

ঠাঃ। যে যুক্তিতে মিথ্যা চেনা যায়।

গো। মন স্থির হয় কিসে ?

ঠাঃ। মন থাক্‌তে মন স্থির হয় না, চঞ্চলতাই মনের অস্তিত্ব।

গো। চঞ্চলতা নাশের উপায় ?

ঠাঃ। মনের লয় করা।

গো। কি উপায়ে মনের লয় হয় ?

ঠাঃ। প্রাণের সঙ্গ কর, প্রাণ স্থির হ'লেই মন স্থির হয়। বাতাস থাক্‌তে ঢেউ থাম্‌তে দেখেছ কি ? স্থির-তরঙ্গ কোথাও আছে কি ? আমি ত বাবা দেখি নাই।

গুরু ত্যাগ বা গ্রহণ।

ছোট সত্যানন্দ, সত্যানন্দ, পরমানন্দ, আশুতোষ, হেমাঙ্গ, প্রভাত, কুলদা, রাধিকা, সুশীল, প্রভৃতি ভক্ত-সঙ্গে ঠাকুর।

আশুতোষ। আচ্ছা বাবা! গুরুত্যাগে অপরাধ হয়?

ঠাঃ। তা ত হয়, কিন্তু একদিন ত ত্যাগ ক'র্‌তে হবে।

আ। কেন ত্যাগ ক'র্‌তে হবে বাবা!

ঠাঃ। (মুচ্‌কি হাসিয়া) যেদিন গুরু ম'রে যাবে। সেদিন যদি গুরু ত্যাগ না কর, প'চে গন্ধ উঠ্‌বে। যদি দেহকে গুরু ব'লে ভাব, তাহ'লে ত্যাগ ক'র্‌তেই হবে আর যদি সত্তাকে গুরু ব'লে ভাব, তাহ'লে তুমি ইচ্ছা ক'র্‌লেও ত্যাগ ক'র্‌তে পার্‌বে না। আচ্ছা বল দেখি বাপ্! গুরু শব্দের অর্থ কি?

আ। যিনি অজ্ঞানতা নাশ করেন।

ঠাঃ। বেশ! অজানাকে যে জানিয়ে দেয়, সেই গুরু কেমন?

আ। আজ্ঞা হাঁ তা বৈ কি? অজ্ঞানতা নাশের জন্যই ত গুরুর প্রয়োজন।

ঠাঃ। আচ্ছা! অজানা জানা যায় কার দ্বারায়?

আ। আজ্ঞা বোধ হয় বিবেকের দ্বারায়।

ঠাঃ। উত্তম! বোধ হয় নয়, নিশ্চয় জানার নাম কি?

আ। আজ্ঞা, জানা অর্থে জ্ঞান ব'লেই ত জানি।

ঠাঃ! তাহ'লে যে অজানাকে জানিয়ে দেয়, সেই গুরু। আর যে নিজে অজ্ঞান, অর্থাৎ নিজেই জানে না, সে তোমায় জানাতেও পারবে না। সুতরাং গুরু উপাধি তাকে দেওয়া যায় না। আর তাঁকে ত্যাগ ক'র্‌লে গুরু ত্যাগ করাও হ'তে পারে না। কারণ তিনি যখন গুরু নন। দেখ বাপ্‌! তেলের দরকার হ'লে কলু বাড়ী যেতে হয়, তেমনি জ্ঞানের দরকার হ'লে জ্ঞানীর কাছে যেতে হবে ত? তুমিই পূর্ব্বে ব'লেছ, গুরুর প্রয়োজন জ্ঞানেরই জন্য। তবে যদি সম্পর্কে গুরু ব'ল্‌তে চাও, অর্থাৎ বাপের গুরু ব'লে, যাকে কুলগুরু বলে. তাহ'লে কুটুমের মত সম্মান ক'র্‌তে পার,—যেমন বাপের উপরোধে সৎমায়ের পায়ে গড়। আর দেখ, গুরুত্যাগ আমাদের ধাতে সয়ে গেছে, কারণ, মাতৃগর্ভ থেকে প'ড়ে অবধি গুরু করার কি বিরাম আছে? আর বদ হজমের ভয় নাই। শাস্ত্রেও ব'লেছে,—

"মধুলুব্ধো যথা ভৃঙ্গঃ পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ।
জ্ঞানলুব্ধ স্তথা শিষ্যো গুরো গুর্ব্বান্তরং ব্রজেৎ॥"

সমস্ত কাজই ত খাতিরে চক্ষুলজ্জার আশঙ্কায়, অনুরোধে ক'রছ, গুরু গ্রহণটাও স্বাধীন ইচ্ছায় ক'র্‌বে

না, আঁধার নাশের জন্য ত আলোই প্রয়োজন হয়, তবে বাপু তোমার যদি কোদাল কুড়ালে হয় ত হউক।

আঃ। কেউ কেউ বলেন কুলগুরু ত্যাগে পাপ আছে।

ঠাঃ। আরে গুরু ত্যাগে ত পাপ আছে, কিন্তু যদি গুরুপদবাচ্য তিনি না হন, আর আমি তাকে গুরুরূপে গ্রহণই বা ক'র্‌লাম কবে, যে ত্যাগের পাপভোগ ক'র্‌তে হবে? বিশেষতঃ তোমার গুরুত্যাগ ক'র্‌তে হবে কেন? গুরুই যে তোমায় ত্যাগ ক'র্‌বে, তুমি জ্ঞানপিপাসু হ'লেই তোমার কুলগুরু বল্‌বে সৎগুরু আশ্রয় করগে, কারণ তার দোকানে তোমার প্রার্থিত মাল নাই। যদি কোনও অন্ধকে বল যে আমায় গীতা পাঠ শিখিয়ে দেন, সে ব'ল্‌বে, আমার দ্বারায় হবে না বাপু! অন্যের কাছে যাও। যদি দীক্ষা গ্রহণ না করা হয়, তাহ'লে জ্ঞানীর কাছে দীক্ষা নাও, আর যদি দীক্ষা হ'য়ে গিয়ে থাকে, তাহ'লে পুনর্ব্বার সৎগুরুর আশ্রয় নাও, পূর্ব্ব গুরুদত্ত মন্ত্র ত্যাগ ক'র্‌তে হবে না। দেখ বাপ!……কৃষ্ণায় নমঃ শব্দটি শুধু মন্ত্র নয়, মনকে যে ত্রাণ করে, তার নামই মন্ত্র, যে শব্দে বা যে বাক্যে মনের বন্দীভাব দূর ক'রে, মুক্ত ভাব প্রকাশ করে, সেই সমস্ত বাক্যের নামই মন্ত্র। দেখ, সত্য, কোনও একটি নির্দ্দিষ্ট আধারে বাস করে না। সে বিশ্বব্যাপী, চিরকাল আছে বা থাক্‌বে, সেইজন্য শাস্ত্রে

ব'লেছে, "গুরু বিশ্বেশ্বরঃ সাক্ষাৎ তারকব্রহ্ম নিশ্চিতম্"। বাপু! আত্মজ্ঞানী গুরুর আশ্রয় নাও। মাত্র শাস্ত্রজ্ঞানীর কাছে যেও না, বাক্যে ব্রহ্ম দেখিয়ে দিবে। তার নিজের পুঁজি কিছু নাই, ব্যাস বশিষ্ঠের সাধনোদ্ভুত বস্তু, সে বেটা মাত্র মুখস্থ ক'রেছে, তারা আরো বেশী অজ্ঞান, তাদের বিদ্যা জ্ঞানের অঙ্কশায়িনী নয়—সুতরাং অবিদ্যা ব'ল্লেও ক্ষতি নাই, মহাত্মা তুলসীদাস ব'লেছেন, কর্ম্ম বিনু কথ্‌নি কথে, অজ্ঞানো দিনরাত, আরও ব'লেছেন,—

গিধ্বা উড়ে আকাশ পর. ভাবে বড় সিদ্ধা—
ভাগাড় মে যব লপট রহে, যো গিধ্বা সো গিধ্বা।

দেখ বাপ্! ভেড়ি, দাড়ী, ভুঁড়ী, ঘড়ি, ছড়ি. বাড়ী, দেখে ভুলিস্‌নি, শেষে হাতে দড়ি প'ড়বে। ও সব গুরু-ত্যাগ কথা বাদ দে, কুলগুরুর সঙ্গে তোর সম্বন্ধ ত বার্ষিকের, সেটা দিস্, আমার অনুরোধ, তাহ'লেই তিনি সন্তোষ, তোমার পরিত্রাণের জন্যত তিনি ভেবে বাঁচেন না, তবে বার্ষিকটা দিয়ে রেখো! যদি কখনও মিথ্যা সাক্ষীর দরকার হয়, ডাক্‌লেই গুরুদেবকে পাবে। হাতে রাখা ভাল।

আঃ। কেউ কেউ বলেন কুলগুরুর নিকট বীজমন্ত্র গ্রহণ ক'রে পরে শিক্ষা-গুরু করবে।

ঠাঃ। তা বাপ্! মন্দ কথা নয়। যাঁর কুলগুরু জ্ঞানী, নিত্য ক্রিয়াশীল. তাঁর দীক্ষা শিক্ষা, উভয়ই তাঁর নিকট

হ'তে পারে, আর যদি তা না হয়, তাহ'লে মন্ত্র গ্রহণেও বিচার আছে। চাষীরা যখন বীজধান কিনতে যায়, তখন হাল সনের বীজ খুঁজে বেড়ায়, পুরাতন ধান বা কলাই, বীজের জন্য নেয় না, বলে ওতে চারা হবে না। তাহ'লে বোঝ, যে বীজের পাট হ'চ্ছে, অর্থাৎ প্রতি বৎসর আবাদের দ্বারায় যাকে নূতন ক'রে নেওয়া হ'চ্ছে, সেই ধান বা কলাই, বীজের উপযুক্ত, বহুকাল হামারে পড়ে থাকলে তার চৈতন্য শক্তি নষ্ট হয়। তেমনি বীজমন্ত্র, যিনি নিত্য ধ্যান জপের দ্বারায় চৈতন্য না করেন, তাঁর বীজমন্ত্র অচৈতন্য, তাতে অঙ্কুর হওয়া দুরাশা, সেইজন্য জ্ঞানী বা নিত্য ক্রিয়াশীল গুরুর প্রয়োজন। তাহ'লে হাল সনের বীজ পাওয়া যাবে।

আঃ। তাহ'লে কিরূপ গুরুর আশ্রয় নেওয়া উচিত?

ঠাঃ। স্বভাবী, নির্লোভ, জ্ঞানী, কর্ম্মী, অবস্থার উপর সন্তুষ্ট, সদানন্দ, সংসারে উদাসী, শিষ্যের ভ্রম অপনোদনে সমর্থ, এইরূপ গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

ত্যাগ।

জ্ঞাঃ। বাবা গঙ্গাসাগর গিছলাম. দেখলাম কয়েকটি ত্যাগী সন্ন্যাসী, কৌপীন পর্য্যন্ত নাই, তারাই সম্ভব প্রকৃত ত্যাগী।

· ঠাঃ। (মুচ্‌কী হাসিয়া) হাঁ ত্যাগী বটে, তবে কাপড়ের বিনিময়ে নিত্য পাঁচ মোণ কাঠ চাই, ধুনীর জন্য। আর পাঁচপোয়া আটা, আড়াই পোয়া ডাল, পাঁচছটাক ঘি, পাঁচছটাক চিনি, আধছটাক গাঁজা হ'লেই একদিন কোন গতিকে চালিয়ে দিতে পারেন। প্রয়োজন প্রায় সব শেষ ক'রে এনেছেন। পরনে কাপড় নাই বটে, তবে সামনে গামছা পাতা আছে, আসন খুব স্থির বটে, কিন্তু যদি মাড়োয়ার মিঠাই বিলি ক'রতে আসে, তাহ'লে আর কার বাপে বসায়, সমস্ত যোগবল সেইখানেই খরচ ক'র্‌বেন। বাপ! নকলে জগৎ ছেয়ে গেছে! যেমন এক একটা পুখুরে দল বাঁধে, নীচে জল আছে, কিন্তু উপরে গরু চরছে, সত্যের অবস্থাও তাই।

জ্ঞাঃ। আচ্ছা বাবা! কলিযুগে একবারে আকাঙ্ক্ষা শূন্য হ'লে চল্‌বে কেন? খেতে ত হবে।

ঠাঃ। বাপ্‌! ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকলে মাটী ফুঁড়ে খাবার উঠ্‌বে। আর যদি ততটা আত্মনির্ভর না হয়,

তাহ'লে যতটুকু প্রয়োজন, মাত্র ততটুকু আকাঙ্ক্ষা ক'র কেবল গ্রাসাচ্ছাদনের মত।

জ্ঞাঃ। আচ্ছা বাবা যদি পাঁচজন অতিথি আসে?

ঠাঃ। যদি সংসারী হয়, সাধ্যমত অতিথিসৎকারের চেষ্টা ক'র্‌বে, আর যদি ক্ষমতা না থাকে, মিষ্টবাক্যে ব'ল্‌বে, বাবা আমার ক্ষমতা নেই, ক্ষমতা থেকে যেন মিথ্যা বলে না, যদি ক্ষমতা থেকেও নেই বলে, তাহ'লে ঐ মিথ্যা ঈশ্বর একদিন সত্যে পরিণত ক'রে দিবেন। সত্যই আর ক্ষমতা থাক্‌বে না। আর যদি ত্যাগের পথে থাক, অর্থাৎ আশ্রমী না হও, কোনও দাবী নাই, আর যদি যোগাশ্রমী হও, তাহ'লে থাকে দেবে, নয় আঙ্গুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিবে, ঘোষেদের বাড়ী যাও, কিন্তু সন্ন্যাসীর এ বাক্য খাট্‌বে না।

জ্ঞা। আচ্ছা বাবা তাহ'লে প্রকৃত ত্যাগীর লক্ষণ কি? কাকেই বা বলে? সেরূপ দু'একটি প্রমাণ দেন বাবা!

ঠাঃ। প্রকৃত ত্যাগী শ্রীকৃষ্ণ, জনক, অম্বরীষ, রামচন্দ্র, অর্থাৎ সবই ক'র্‌ছেন, অথচ অনাসক্ত, আচ্ছা বাপ্, কৌপীন খেঁচে বাঁধ্‌লে কি ভাত ছেড়ে দিলে, কাপড় না প'র্‌লেই কি ত্যাগ হ'ল, বাইরে ত্যাগ ক'রে কি ক'র্‌বি? চোখে ভোগ হ'চ্ছে, কাণে ভোগ হ'চ্ছে, নাকে ভোগ হ'চ্ছে, জিহ্বায় ভোগ হ'চ্ছে, চামড়ায় ভোগ হ'চ্ছে, চোখে সৌন্দর্য্য, কাণে সুস্বর, নাকে আঘ্রাণ, জিহ্বায়

স্বাদ, চামড়ায় স্পর্শ, চারিদিকে ছেঁদা, ক'টি সাম্‌লাবি। মন যতক্ষণ চাইবে, ইন্দ্রিয় তার দাস, যে কোনও উপায়ে দিবেই দিবে। মন যদি না চায়, তবে ইন্দ্রিয় আর বইবে না। তখন ভোগ কি রকম হবে জানিস্, যেমন বালককে জামাজোড়া পরিয়ে দিলে, যেমনি বাহ্যে পেলে অমনি ক্রিয়ানিষ্পত্তি, প্রস্রাব পেলে তখনি ক্রিয়ানিষ্পত্তি, রেগে গেলেও ধূলায় শুয়ে প'ড়্‌ল, তোমার পোষাক থাক আর যাক্। বিশ্বের সঙ্গে আমার কি প্রভেদ! ভোগ করেই বা কে? ত্যাগ করেই বা কে? আমিই বা কে? মাটী, জল, আগুন, হাওয়া, আকাশ দিয়ে তৈরী দেহে ব'সে কি ত্যাগ করা চলে, একবার বিচার কর দেখি, জগৎটাই যে ঐ পাঁচটা দিয়ে গড়া, তাহ'লে কি মাটী হ'য়ে মাটী ত্যাগ ক'র্‌বি, না জল হ'য়ে জল ত্যাগ ক'র্‌বি! না আগুন হ'য়ে আগুন ত্যাগ ক'র্‌বি? হাঁসির কথা! বৎস! যদি ত্যাগ ক'র্‌বি, আসক্তি ত্যাগ কর্। গুরুদাস সেই গানটি গাওত বাপ্!

গীত।

আমি কারেও ছাড়্‌তে পার্‌ব না,
এস দেবতা তেত্রিশ কোটী।
কারো মনে ব্যথা দিব না, আমি সবার গোলাম বটি।
বিষ্ণু ছাড়ি ত বৈষ্ণবে মারে, রাম ছাড়ি মারে হনুমান,

শিব ছাড়ি যদি ভূতে ঘাড় ভাঙ্গে,
কালী ছাড়ি মারে ডাকিনী বেটী ॥
আল্লা ছাড়ি ত মাম্‌দোয় মারে,
যীশু ছাড়ি মারে খৃষ্টান।
যদি আউল, বাউল, দরবেশ ছাড়ি ;—
যত নেড়া নেড়ী যাবে চটি॥
সূর্য্য ছাড়ি ত গ'লে প'চে মরি,—
বায়ু ছাড়ি যদি অক্কা।
রস রক্ত সব জল হ'তে হয়,
হাড় মাস গুলা হয় যে মাটী ॥
আকাশ ছাড়ি ত বোবা কালা হই,
আগুন ছাড়ি ত কলেরা।
আলোক ছাড়ি ত আঁধারেতে মরি,—
আঁধার ছাড়ি ত ঘুমটি মাটী ॥
অণু হ'তে বিন্দু, বিন্দু হ'তে ধারা,—
ধারা হ'তে নদী সাগর আদি,
গুরুদাস বলে একটি ছাড়িলে,
পূর্ণ ব্রহ্ম হয় না খাঁটি।

ঠাকুরের দেহ ত্যাগে সঙ্কল্প।

নিসর্গ হ'তে বাধা প্রদান।

আমি তখন কলিকাতায়, হঠাৎ ঠাকুরের এক পত্র পেলাম, আমায় সত্বর যেতে লিখ্ছেন, কোনও বিচার ক'র্তে নিষেধ ক'রেছেন। আমি তখনি রওনা হ'লেম। মণিপুর গিয়ে পৌঁছালাম, আশ্রমস্থ ছাত্রগণের মুখ ম্লান, সমস্ত মণিপুরবাসী যেন ম্রিয়মাণ, কারণ জিজ্ঞাসা ক'র্লাম, সকলে ব'ল্লে, ঠাকুর দেহ ত্যাগে সঙ্কল্প ক'রেছেন, গত কল্য সমাধি নিবার জন্য প্রস্তুত হ'য়েছেন, দৈবকর্ত্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হ'য়েছেন, কিন্তু সঙ্কল্প আজও ত্যাগ করেন নি। শুনে বড় মর্ম্মাহত হলাম, চ'খে জল এল, মনোভাব গোপন ক'রে ঠাকুরের দর্শনে গেলাম, ঠাকুর ঘরের মধ্যে আছেন। ঠাকুরের অজ্ঞাতে দুয়ারে গিয়ে প্রণাম ক'র্লাম। ঠাকুর ব'ল্লেন, এসেছ, এস, আমি তোমার জন্য বড় চঞ্চল ছিলাম। ঠাকুর গত দিবসের ঘটনা নিজে মুখেই প্রকাশ ক'র্তে লাগ্লেন, দেখ বাপ্! এই আধারে থাকা, আর আমার ইচ্ছা নয়, (এ কথা পূর্ব্বে আরও দু'এক সময় ঠাকুর আমায় ব'লেছিলেন, সেই সময় সমাধি-মঞ্চ তৈরী করা হয়) তাই সঙ্কল্প ক'রেছি, দেহ ত্যাগ ক'র্ব,

কাল প্রস্তুত হ'য়ে ব'সেছিলাম, কোথা হ'তে এক পাগল এসে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগ্‌ল, সে বিষম ধাক্কা, কপাট ভেঙ্গে ফেল্‌বার যোগাড়। মন চঞ্চল হ'ল, অগত্যা আমি জিজ্ঞাসা ক'র্‌লাম, কে? সে বলে কপাট খোল, আমি ব'ল্‌লাম কেন কপাট খুল্‌ব? তুমি কে? সে বলে কপাট খোল, নইলে কপাটের গুষ্ঠীর——এইরূপ অশ্লীল ভাষায় গালাগালি দিতে লাগ্‌ল, কি ক'র্‌ব চিম্‌টাটা হাতে নিয়ে একটু তেজ ক'রে কপাট খুল্‌লাম, পাগল আমাকে দেখে, কাজ আছে,কাজ আছে,ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াল, উদ্দেশ্যে বাধা প'ড়ল, সে সময় কয়েকটি ভক্ত এসে পৌঁছাল, কোনও একটি ভদ্রমহিলা তাদের পাঠিয়েছে, তিনি খুব উন্নতমনা, তাদিকে ব'লেছে, তোরা এই মুহূর্ত্তে আশ্রমে যা, ঠাকুর কি ক'র্‌ছে দেখে আয়, সেইজন্য তারা এসেছে। যাক্‌ তুমি এসেছ ভালই হ'য়েছে, নিশ্চিন্ত থাকগে, তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হ'ক্‌, ঐ সময় ঠাকুর একটী গান রচনা ক'রেছিলেন, সেটিও এখানে সন্নিবেশ ক'র্‌লাম।

গীত।

এসময়ে কোথা গো মা ওগো শতদলবাসিনী।
একবার সহস্রারে হও মা উদয়, হেরিব চরণ দুখানি॥
দয়া করি একবার ত্যজ মূলাধার,
ত্যজ গো জননি ত্যজ ব্রহ্ম দ্বার,

নিয়ে সঙ্গে ক'রে চল ব্রহ্মপুরে,
ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদি চলে যাই আমি ॥
ছাড় গো জননি ছাড় সর্পাকৃতি,
হংস শব্দে যেন দিওনা দুর্গতি,
কাঁপায়ে সোঽহং মন্ত্রে, দেহ রূপ ক্ষিতি,
হেরে রূপ-জ্যোতিঃ ত্যজি গো অবনী।
পাগ্‌লা বলে মন কর কি এখন,
স্থির মনে প্রাণে স্মর শ্রীচরণ,
কি ভয় সে কালে, মহামন্ত্র বলে,
অবহেলে যাবে লক্ষ্যস্থলে তুমি ॥

নিত্যক্রিয়া-প্রণালী।

সংসারীর জন্য।

সূর্য্য উদয়ের পূর্ব্বে শয্যা ত্যাগ করিবে, পরে প্রয়োজন মত শৌচকর্ম্মাদি শেষ করিয়া মুখ ধুইবার সময় একমুখ জল ভর্ত্তি ক'রে নিয়ে চোখে দশ পনরবার জলের ঝাপটা দিবে, দু'হাতের দুটি আঙ্গুল জলে ডুবিয়ে দুকাণের মধ্যে দিয়ে কর্ণ-গহ্বর পরিষ্কার করিবে। দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী মধ্যমা অনামিকা এই তিনটি অঙ্গুলি বদনবিবরে প্রবিষ্ট করাইয়া জিহ্বার মূল হইতে অগ্রভাগ পর্য্যন্ত বারম্বার দোহন করিবে, পরে পবিত্র আসনে উপবিষ্ট হইয়া ধূপ, ধুনা, গুগ্‌গুল প্রভৃতি গন্ধ দ্রব্যের দ্বারায় মনে পবিত্র ভাব আনাইবে, পরে সদ্‌গুরু-উপদিষ্ট ক্রিয়ার সাহায্যে নিজ নিজ ইষ্টমন্ত্র বা নাম জপ করিবে; জপ শেষ হইলে কিছুক্ষণ স্থিরভাবে সকল চিন্তা সরাইয়া আপন উপাস্যের মূর্ত্তি চিন্তা করিবে, মনে মনে আপন উপাস্যকে বলিবে, ঠাকুর তোমার কি নাম কি রূপ জানিনা, নিজগুণে কৃপা কর। এই কর ঠাকুর,যেন তোমায় ভাববার ইচ্ছা বলবতী থাকে, তুমিই বিশ্বের কর্ত্তা একথা যেন ভুলি না। আর কিছু ক'র্‌তে হবে না। নিত্যক্রিয়া

শেষ হ'লে নিজ নিজ সংসার-কর্ত্তব্য সাধ্যমত প্রতিপালন করিবে, মনে মনে চিন্তা করিবে যখন কর্ম্মক্ষেত্রে এসেছি তখন কর্ম্ম ক'র্‌তেই এসেছি কর্ম্ম শেষ হইলেই চলে যেতে হবে, এই বিচারে পুর্ণ উদ্যমে প্রফুল্ল বদনে কর্ত্তব্য সমাধা ক'র্‌বে, অনুতাপ বা বিরক্তি প্রকাশ কর্‌বেনা। যদি সুযোগ থাকে স্নানের পর প্রাতঃ ক্রিয়ার ন্যায় মধ্যাহ্ন ক্রিয়া সমাধা করিবে। আবার সন্ধ্যায় বা সন্ধ্যার পর অর্থাৎ তোমার সুবিধা মত প্রাতঃসন্ধ্যা, মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা, আর সন্ধ্যা এই তিন সময় সাধ্যমত সদ্‌গুরু-যুক্তি অনুসারে ভগবচ্চিন্তা করিবে. আর যদি কর্ম্মবিপাকে তিনবার সুযোগ না হয় তাহ'লে দুইবার যদি তাতেও অসুবিধা বোধ কর তাহ'লে তোমার সুবিধা মত যে কোন সময় একবার নির্জ্জনে পবিত্র আসনে ব'সে সংসার চিন্তা ভুলে নিজ পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বর চিন্তা ক'রতে ভুলনা।

সংসারকর্ম্ম শেষ ক'রে রাত্রিকালে আহারের পর যখন শয়ন ক'রবে, যতক্ষণ না নিদ্রা আসে তাঁর নাম বা মন্ত্র জপ করিবে। আর সর্ব্বদা মনে মনে পথে, ঘাটে, দোকানে, অফিসে. নৌকায়, ষ্টীমারে, যখন যে অবস্থায় থাকিবে, শুচি অশুচি বিচার না করিয়া নাম বা মন্ত্র জপ করিবে। পরনিন্দা, পরচর্চ্চা, প্রবঞ্চনা, শঠতা, লম্পটতা, মিথ্যা, জালিয়াতি চুরি এইগুলি ত্যাগ কর। তোমায় যোগ, যাগ, তপস্যা কিছু ক'রতে হবে না, অবস্থার উপর

সন্তোষ থাক। তিনি যে অবস্থায় রেখেছেন তাতেই সন্তোষ হও, রাজার বিলাস বিভব দেখে নিজেকে দুর্ভাগ্য মনে ক'রে জ্ব'লে ম'রনা, উত্থানশক্তিহীন পঙ্গুকে দেখে নিজের সবল হস্ত পদের দিকে চেয়ে নিজেকে সৌভাগ্যবান্ মনে কর, কোন চিন্তা থাকবে না। মহাত্মা তুলসীদাস বলেছেন—

যাঁহা সুমতি তাঁহা সম্পত্তি নানা।
যাঁহা কুমতি তাঁহা বিপদ নিদানা॥

অর্থাৎ যেখানে সুমতি সেইখানেই সম্পত্তি যেখানে কুমতি সেইখানেই বিপদ॥

—:০:—

ব্রহ্মচারীদের নিত্যক্রিয়া-পদ্ধতি।

সত্যানন্দ, ছোট সত্যানন্দ, জগদানন্দ,

অক্ষয়ানন্দ, নির্ম্মলানন্দ, বিভূত্যানন্দ প্রভৃতি।

গীত।

ঠাকুর আপন মনে গাহিতেছেন—

স্বরূপেতে মজ দেখি মন।
কর স্বরূপে স্বরূপ অন্বেষণ ॥
স্বরূপে স্বরূপ পেলে হেরবি স্বরূপ ত্রিভুবন ॥
অজ্ঞান তমসাঘোরে কেন মর ঘুরে ঘুরে
এস রে জ্ঞানস্বরূপ মাঝারে ;—
স্বরূপ জ্যোতিঃ লক্ষ্য ক'রে হও স্বরূপসাগরে মগন ॥
স্বরূপে স্বরূপ চিনিবে স্বরূপে স্বরূপ পাবে,
স্বরূপেতে হয় স্বভাবী সত্য জানিবে,—
স্বরূপেতে সচ্চিদানন্দ হের রে পাগল মন ॥

সত্যানন্দ। বাবা আমাদিগে নিত্যক্রিয়াপ্রণালী দয়া ক'রে বুঝিয়ে বলুন।

ঠাঃ। রাত্রি তৃতীয় প্রহরের পর শয্যা ত্যাগ করা উচিত, শৌচান্তে মূলশুদ্ধি ক্রিয়ানুষ্ঠান করিয়া হঠযোগাঙ্গ ধৌতি প্রভৃতি অর্থাৎ (ব্রহ্মদাঁতন দণ্ডধৌতি বা বমন-ধৌতি) † যার যার অভ্যাস আছে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই সমাধা করিবে, পরে মুখপ্রক্ষালনকালীন (দন্তধৌতি,

† গুরুউপদেশ-গম্য।

জিহ্বামূলধৌতি, কপালধৌতি, কর্ণবিবরণ-ধৌতি, চক্ষু-ধৌতি, কপালভাতি), (সংসারের নিত্যক্রিয়ার মধ্যে দ্রষ্টব্য) এই সমস্ত ক্রিয়া সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই শেষ করিয়া সহ্যমত নির্ম্মল জল কিছু পান করিবে, পরে ধূপাদি গন্ধ দ্রব্য দ্বারায় পবিত্র মনে পবিত্র আসনে উপবেশন করিবে। যদি শয্যাতেই উপবেশন ক'রতে হয় তাহ'লে আসনশুদ্ধি মন্ত্র উচ্চারণ করিবে।

হ্রীং আধারশক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ, হ্রীং মৃতকায় নমঃ ফট্ এই মন্ত্রে শয্যায় তিনবার অঙ্গুলি আঘাত করিবে, পরে মনস্থিরের জন্য কিছুক্ষণ নাভিতে মনঃসংযম করিয়া কাকিমুদ্রা দ্বারা বহিঃপ্রাণায়াম অনুষ্ঠান করিবে। পরে গুরুদত্ত ক্রিয়ার সাহায্যে নাম বা মন্ত্র জপ শেষ করিয়া সাধ্যমত সাধ্য বস্তুর ধ্যান ধারণা করিয়া আসন ত্যাগ করিবে। বলা বাহুল্য সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই প্রাতঃক্রিয়া সমাধা কথা উচিত। পরে আশ্রমস্থ দেবদেবীর পূজার জন্য পুষ্পাদি চয়ন, যজ্ঞাদির জন্য সমিধ্ কাষ্ঠাদি আহরণ, এবং মধ্যাহ্ন ভোজনের অনুষ্ঠানাদির জন্য প্রয়োজন মত কর্ম্ম করিবে, যোগীর প্রাতঃস্নান নিষিদ্ধ। বেলা এক প্রহরের পর স্নান করিয়া মধ্যাহ্ন ক্রিয়া শেষ করিবে। ক্রিয়ার অন্তে আশ্রমস্থ দেবদেবীর পূজা এবং সাধ্যমত বেদান্ত, গীতা, চণ্ডী, ভাগবত প্রভৃতি রুচিঅনুযায়ী যে কোন মহৎ গ্রন্থ পাঠ করিবে, তারপর সন্তুষ্ট চিত্তে ভোজন করিয়া কিছুক্ষণ

মৃদু পদচারণ করিয়া বামপাশ চাপিয়া কিছুক্ষণ শয্যায় শয়ন করিবে। দিবানিদ্রা সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিবে। বৈকালে যদি কোন নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম থাকে সমাধা করিবে, নচেৎ সৎসঙ্গে সদালাপ বা সৎগ্রন্থাদি পাঠ করিবে। সন্ধ্যায় দেব দেবীর সান্ধ্য আরতীর অনুষ্ঠান করিয়া পবিত্র আসনে উপবেশন করিয়া পবিত্র মনে সন্ধ্যা বন্দনা কর্ম্ম সমাধা করিবে। পরে রাত্রি একপ্রহরের পর যৎকিঞ্চিৎ লঘুভোজন করিয়া প্রায় একঘণ্টা শয্যাগ্রহণ করিবে না। শয্যায় শয়ন করিয়া, আজ্ঞাচক্রে মনঃসংযম পূর্ব্বক ইষ্ট চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রাভিভূত হইবে। গুরুর শয্যা ত্যাগের পূর্ব্বে শয্যা ত্যাগ করিবে। সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে গুরুশুশ্রূষাকারীর কোন সাধন প্রয়োজন হয় না, এবং গুরু-ভক্তিহীনের কোন সাধন সিদ্ধ হয় না। "গুরু-শুশ্রূষয়া বিদ্যা" গুরু শুশ্রূষার জন্য যদি নিত্য-ক্রিয়া পণ্ড হয় ক্ষতি নাই, কিন্তু নিত্য-ক্রিয়ার জন্য গুরু-শুশ্রূষার অবহেলা করিলে পতন অবশ্যম্ভাবী. ইহা ধ্রুব সত্য। নাটক নভেল, হাসি, বিদ্রূপ, পরচর্চ্চা দুশ্চিন্তা দুর্ব্বলতা ত্যাগ করিবে।

আমার কোষ্ঠীপত্র।

আমার জন্মস্থান ঘাঁটাল দুধের বাঁধ, চন্দ্রলগ্নে অষ্টম গর্ভে শ্রাবণমাসে এই রত্নের উদয় হয়, ৮। ৯ বৎসর বয়সের সময় দুচোখ আমার দরকার নেই দেখে ঠাকুর একটি কেড়ে নিয়েছেন, বাল্যে আমার গুণে মুগ্ধ হ'য়ে পিতামাতা ত্যজ্য পুত্র ক'রে এ দেশ ছেড়ে কোনও অজ্ঞাত প্রদেশে চ'লে যান, আমার ছয় ভাই চারি ভগ্নি ছিল, তারা আমাকে বংশের নিশান রেখে সকলে এগিয়ে-ছেন, বংশের জলপিণ্ডস্বরূপ একটি ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল,—সে আমাকে তার ভরণপোষণে অক্ষম দেখে দয়া ক'রে ছুটী দিয়েছে, আমি এক প্রকার ধূমকেতু।

গ্রামস্থ পাঠশালা স্কুলে যৎকিঞ্চিৎ লেখাপড়া শিখে-ছিলাম, তারপর ব্যাকরণের জটীলতা দেখে নমস্কার ক'রে ক্ষান্ত হ'য়েছি, তবে যে বই লিখ্‌তে ব'সেছি, আমি শপথ ক'রে ব'ল্‌তে পারি, আমার কবিত্ব শক্তি দেখাবার জন্য নয়, ঠাকুরের কথা কটা মিষ্টি লেগেছে, তাই পাঁচজনকে না দিয়ে খেতে পার্‌ছি না। শুধু তাঁর কথা কটা টুকে দেব, আর লিখ্‌ছি কাদের জন্য জান, ভাব-ভাষা সুর-লয়-হীন, হরিনাম শুনে যারা চোখের জল ফেলে, সেই ধর্ম্ম-প্রাণ হিন্দুর জন্য। এই পুস্তকে যা কিছু দোষ লক্ষ্য হবে, সেটি জান্‌বেন আমার কেরামতি; আর যেটি মাতৃ-

স্তন্যের মত আপনার ধর্ম্ম জীবন পুষ্ট ক'র্‌বে, সেটি ঠাকুরের, বহু-তপস্যালব্ধ ধন। মাত্র সেই স্পর্দ্ধা নিয়ে লিখ্‌তে ব'সেছি, নৈলে আমার মত বাণীবিদ্বেষী ব্যক্তির লেখনী ধারণ ধৃষ্টতা ভিন্ন কিছু নয়।

বাল্য হ'তে সঙ্গীত চর্চ্চা ক'রে সঙ্গীতে আমার একটু অভিজ্ঞতা জন্মেছিল, কলিকাতাতেই অধিক সময় থাকতাম, মতের একটা স্থিরতা ছিল না, যখন যেটা ভাল লাগ্‌ত, সেইটাই জগতের শ্রেষ্ঠ মত ব'লে মনে ক'র্‌তাম্‌, কারণ আমি যে সেই মতে চ'ল্‌ছি, অর্থাৎ আস্তিকও নয়, নাস্তিকও নয়, একটা কিম্ভূত কিমাকার, লোকের কাছে গগন ফাটিয়ে বক্তৃতা ক'রতাম। ভূত কি? ভূত নাই! ও সব অন্ধ সংস্কার! কিন্তু অন্ধকারে পাতা নড়লে, আমার ইচ্ছা না থাক্‌লেও পায়ের নখ থেকে চুলের ডগা পর্য্যন্ত কেঁপে উঠ্‌ত, আমি একটু বলিয়ে কইয়ে ছিলাম, তারপর কুস্তি, মুগুর, লাঠি ড্যাম্বল, গান, বাজনা, মন্ত্র যন্ত্র প্রভৃতি সব নৈবিদ্যিতেই ঠোকর দেওয়া ছিল।

আজ প্রায় আট বৎসর হ'ল কলিকাতায় আমার গুরু-ভ্রাতা মদনদাস, এবং ভূমানন্দ ভায়ার নিকট আমি ঠাকুরের পরিচয় পাই, গত জন্মের সংস্কার বশে পরিচয়েই পীরিত জমে গেল, মিলনের পূর্ব্বেই বিরহ যাতনা ভোগ হ'তে লাগ্‌ল, ষণ্ডামি ঘুচে গেল, পরিণামের চিন্তা এল, মরুভূমির মত চোখ দুটায় জল দেখা দিল, মনে হ'ল এখন

যদি আমার মৃত্যু হয়, তা হ'লে ত জন্মটা বৃথায় গেল, সংসারটা শূন্য বোধ হ'তে লাগ্‌ল, স্বপ্নে আশ্বাস বাক্য পেলাম।

স্বপ্ন।

আমি যেমন গঙ্গাসাগর যাব ব'লে নৌকায় চেপে রওনা হ'য়েছি, কোন একটি জিনিষ কিন্‌বার জন্য নেমে কিনারায় যাচ্ছি, দেখি, ঠাকুর ব'সে আছেন, আমি সাধু মূর্ত্তি দেখে দাঁড়িয়ে প'ড়্‌লাম, ঠাকুর মুচ্‌কী হেসে ব'ল্লেন, কি ? কোথায় যাচ্ছ ? আমি বল্‌লাম, আমি গঙ্গাসাগর যাব, তিনি ব'ল্‌লেন, তুমি যে গঙ্গাসাগর যাবে, তা আমি জানি, এই পর্য্যন্ত।

২য় স্বপ্ন।

ব্যাকুলতা আমার ক্রমেই বৃদ্ধি হ'তে লাগ্‌ল, পুনরায় স্বপ্নে দেখলাম, কোনও এক পর্ব্বত শিখরে ব'সে আমায় ক্রিয়া দেখাচ্ছেন, অতি মনোহর স্থান, স্বপ্নে বহুক্ষণ ঠাকুরের সঙ্গ হ'ল।

৩য় স্বপ্ন।

আমি চঞ্চল হ'য়ে কোনও ক্রিয়াবান্‌ যোগীর নিকট দুই এক যুক্তি নিয়ে সাধন আরম্ভ ক'রলেম। স্বপ্নে ঠাকুর ক্রোধপূর্ণ আরক্ত লোচনে ব'ল্‌লেন, কে তোমায় ক্রিয়া ক'র্‌তে ব'লেছে, স্থির হও, সময়ে সব হবে, স্বপ্নে আরও অনেক ঘটনা দেখেছি, প্রকাশের প্রয়োজন নাই।

পরে তাঁরি ইচ্ছা-প্রেরিত স্বামী পরমানন্দের নিকট আমার দীক্ষালাভ, ঠাকুর দীক্ষা দিতে সম্পূর্ণ নারাজ,

আমি আমার গুরুভ্রাতার নিকট অবগত হ'য়ে ছিলাম, তাই বিনা চেষ্টায় গুজরাটনিবাসী মহাতেজস্বী সন্ন্যাসী—পরমানন্দ বাবা আমার বাড়ীতে এসেই দীক্ষা দিলেন, কিন্তু ক্রিয়াদি কিছুই দিলেন না, পরে আমি আর কর্ম্মহীন অবস্থায় থাকিতে না পেরে ঠাকুরের দুর্ব্বার আকর্ষণে একাই মণিপুর উপস্থিত হই, সেইদিন ঠাকুরের ডেঙ্গো ফলার নামক উৎসবের উদ্‌যাপন, অষ্টম প্রহরের ধুলট হ'চ্ছে, বহু নরনারী ঠাকুরকে অগ্রে নিয়ে হরিনাম সংকীর্ত্তন করতে ক'রতে আসছে, আমি সম্মুখে, ঠাকুর ঐ স্থান হ'তে ফিরে আশ্রমে গেলেন, আমি কিছুক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় দাঁড়িয়ে ছিলাম, সংকীর্ত্তনস্রোত আমার কাছ দিয়ে চ'লে গেল, আমার গায়েও কিছু ধূলাবালী দিয়ে গেল, পরে একজন ব্রাহ্মণ আমার পরিচয় নিলেন, তিনি সঙ্গে ক'রে আমায় জগন্নাথ দর্শনের সেতোর মত আমার প্রাণনাথের দর্শন করালেন, তবে সেই ব্রাহ্মণ, আমার কাছ থেকে, দর্শনীবাবদে কিছু নেন না। ছ সাতদিন ঠাকুর আমায় আমলই দেন্‌ না, যথেষ্ট ভালবাস্‌ছেন, কিন্তু আসল কথার বেলা বলেন, যাও সদ্‌গুরু চেষ্টা ক'রে নাও গে, পরে অনেক কান্না-কাটির পর এবং আমার সাধু বশীকরণ সঙ্গীতের সাহায্যে ঠাকুরের চরণে আশ্রয় পেয়েছি ব'লে ত বোধ হয়। তারপর ঠাকুর জানেন!

পরিশিষ্ট

ভাই সব! ঈশ্বরকে একটু ভালবাসা খুব কঠিন মনে ক'র না, ঈশ্বর আমাদের খুব নিকটে, এত নিকটে, যে ঈশ্বর আর আমাদের মধ্যে একটুও ব্যবধান নাই, কোনও বাধা নাই, বড় আপনার, তার অত্মীয়তাই আমাদের অস্তিত্ব। কোনও অনুষ্ঠান নাই, সকল কাজে পরের সাহায্য নিতে হয়, অনেক যন্ত্রপাতি দরকার হয়, কিন্তু ঈশ্বরকে একটু ভালবাস্‌তে, কাহারও সাহায্য চাই না। বনে বাগানে নির্জ্জনে নগরে যেখানেই থাক, সেইখান হ'তেই তাঁর চিন্তা-করা চ'ল্‌বে, যেখানে ব'সে তাঁকে ভালবাস্‌তে হয়, সেখানে কোনও বাধা পৌঁছাতে পারে না, অবসর নাই ব'ল্‌বে? আমার দিকে চেয়ে একবার বল দেখি ভাই, সত্য কি অবসর নেই, গত জন্মের সংস্কার নাই ব'ল্‌বে, একবার চেষ্টা ক'রে দেখনা ভাই, আছে কি না আছে, আর যদি নাই থাকে, এই জন্মেই প্রথম আরম্ভ কর, না হ'লে ত আবার এসে ব'ল্‌বে, গতজন্মের সংস্কার নেই, সংসার কর্ত্তব্য শেষ হ'লে, যে সময় সংসার তোমায় ছুটি দেয়, সেটি তোমার ভাগের সময়, তোমার ভাগের সময় হ'তে অবসর ক'রে নিয়ে, নির্জ্জনে ব'সেই একটু তাঁর চিন্তা কর না ভাই। আচ্ছা তোমার সংসারে যে সব নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম আছে, ঘটনাচক্রে যদি কোনও দিন আর পাঁচটি কর্ম্ম বেড়ে যায়, তুমিই ত সমাধা কর ভাই! বর্ত্তমানে তুমি যে

সম্পত্তির অধিকারী আছ, ঈশ্বর অনুগ্রহে, যদি আরও দ্বৈগুণ্য সম্পত্তি পাও, অনর্থ বোধে কি—পরকে দিয়ে দিবে ? না কি দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে তোমারই মস্তিষ্কের চিন্তা শক্তিকে বাড়িয়ে, সেই সম্পত্তি পরিচালনা ক'র্‌বে ? তাতে ত কৈ অলসতা আসে না ভাই ! বরং আশা কর, সসাগরা ধরিত্রীর অধিপতি হ'তে পারলে ভাল হয়, স্বার্থে তুমি এত বড় কর্ম্মঠ, আর পরমার্থে এতবড় অলস কেন ভাই ? জন্ম জন্ম কেবল অর্থেরই পূজা ক'র্‌বে ? "অখণ্ড-মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্" এই বাক্যের অর্থ কি গোলাকার রৌপ্য মুদ্রা ? বড় ঠকা হবে ভাই ! একদিন বুঝতেই হবে, ম'র্‌তে হবে, এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র ! এ বিষয় আমাদের সকলেরই যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে, এ বিষয়টিতে আমরা প্রত্যক্ষদর্শী, কারণ আমাদেরই চোখের সামনে দিয়ে সে দেশের অনেক পথিক গমন ক'রেছে। ভুলে থেকো না ভাই, এমন জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্পন্ন মানব-জন্মটা মিথ্যার প্রলোভনে প'ড়ে বাজে খরচ ক'র না, পাশবাচারে থেকো না, সত্যের আশ্রয় গ্রহণ কর, সত্য, সংযম জ্ঞান, তপস্যা, এ সব বাক্য কি পুস্তকেই লেখা থাক্‌বে ? মানুষে ব্যবহার করবে না ?

কোনও কষ্ট নেই, কোনও অনুষ্ঠান নেই, যেমন আছ তেমনিই থাক্‌বে, বেশ, ভূষা, বচন, রচন, কিছু দরকার নেই, শুধু মোড়্‌টা উল্টে দেওয়া ! মাত্র সদ্ভাবী হ'য়ে

সত্যের আশ্রয় নিয়ে ঈশ্বরে ভালবাসা! সমস্ত কর্ত্তব্যের মধ্য দিয়ে তাঁকে সর্ব্বদা চিন্তা করা! এটা কি এত কঠিন ভাই? বড় আনন্দ পাবে, আমি বড় আনন্দ পেয়েছি, সত্য ব'লছি ভাই! স্বাধীনতার আলো দেখ্‌তে পাবে; বন্দীভাবের অন্ধকার চোখের সামনে থেকে চ'লে যাবে, ঈশ্বর কর্ত্তা সর্ব্বদা মনে রাখ, তুমি কর্ম্মচারী, আদেশমত কর্ম্ম ক'রে যাও, প্রবাসী পথিকের মত যাবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাক, পত্নী, পুত্র, ভ্রাতা, ভগিনী প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনকে ঈশ্বরের স্বরূপ মনে ক'রে ভালবাস, দিনান্তে সুযোগ মত নির্জ্জনে ব'সে সদ্‌গুরুদত্ত নাম লয়ে জপ কর, আর তাঁকে চিন্তা কর, যদি বল ঈশ্বরকে দেখিনি তাকে চিন্তা ক'রব কি ক'রে? ভাল বাস্‌বই বা কি ক'রে? কিন্তু ভাই! মহাত্মা গান্ধীকে আমরা অনেকে দেখিনি, কিন্তু তাঁর সাধুচিত সদ্‌গুণ এবং ত্যাগের জীবন্ত মহিমা আমরা কাণে শুনেছি, না দেখলেও তাঁকে ত ভাল বাসতে পার্‌ছি, সেইরূপ, ঈশ্বর আছেন, তাঁর অস্তিত্বই আমাদের অস্তিত্ব, তাঁরি করুণা বর্ম্মের মত আমাদিগকে ঘেরে রেখেছে, আর্য্য-ঋষিগণ তাঁকে দর্শন ক'রেছিলেন, এই সমস্ত প্রমাণের উপর বিশ্বাস ক'রে তাঁকে ভালবাস, তাঁকে চিন্তা কর, দর্শনের জন্য ব্যাকুল হও, ব্যাকুলতার পরেই বস্তুলাভ! সত্য, সত্য, সত্য!

এ উপদেশ নয় ভাই! ভাইয়ের আব্দার। আমি কবি

নয় ভাই, লেখার সম্পূর্ণ অযোগ্য, আমি আচার্য্য নয় ভাই! ছাত্র, উপদেষ্টা নয় ভাই, পালনকারী। ভাবভাষা কিছুই জ্ঞান নাই, পুস্তকের নীতি কিছুই জানি না, শুধু ঠাকুরের কথা কটা তোমাদিগে জানাব, এই একমাত্র উদ্দেশ্য!

দোকানদারী নয় ভাই! আমি যে পুস্তক রচনায় অনভিজ্ঞ একথা অতি সত্য।

দেব! তোমার কাজ তুমি করিয়ে নিলে, যন্ত্রী ভিন্ন যন্ত্রের কোনও শক্তি নাই, যত মূল্যবানই হউক, প্রাণ ভিন্ন দেহের কোনও প্রয়োজন নাই যতই সুন্দর হউক। দেবতা ভিন্ন মন্দিরের কোনও প্রয়োজন নাই, যতই কারুকার্য্য-খচিত হউক, তুমিই এই যন্ত্রের যন্ত্রী, তুমিই এই দেহের প্রাণ, তুমিই এই মন্দিরের দেবতা।

এতৎ কর্ম্মফলম্ সত্যগুরু নারায়ণ-পূর্ণ পরব্রহ্ম চরণে অর্পণমস্তু! গুরবে নমঃ।

পাদুকাবাহী ভৃত্য।

সম্পূর্ণ।

প্রকাশক—

শ্রীযতীন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী

দুধের বাঁধ "হরিভজন কুটীর"

পোঃ ঘাটাল, জেঃ মেদিনীপুর।